জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বিপুল যোগদান

দলে দলে যোগদান তৃণমূল কংগ্রেসে। মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভায় সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন বাম পঞ্চায়েত সদস্য-সহ প্রায় শতাধিক বাম কর্মী-সমর্থক

ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা

দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টির পূর্বাভাস। সপ্তাহান্তেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি বাড়বে। শনিবার থেকে বৃষ্টি ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়ের সম্ভাবনা বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। উত্তরে ঝড়-বৃষ্টি সংক্রান্ত সতর্কতা জারি

এআইয়ের কারণে ১০% কর্মী ছাঁটাই হবে মেটায়, স্বেচ্ছাবসরও

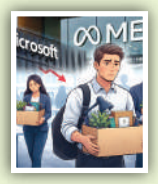

কাজের চাপে ভোটের মাঝে মৃত্যু কালনার এক বিএলও-র

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ৩২৯ ● ২৫ এপ্রিল, ২০২৬ ● ১১ বৈশাখ ১৪৩৩ ● শনিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ২০ পাতা ● Vol. 21, Issue - 329 ● JAGO BANGLA ● SATURDAY ● 25 APRIL, 2026 ● 20 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

যাদবপুরে নৈরাজ্য!

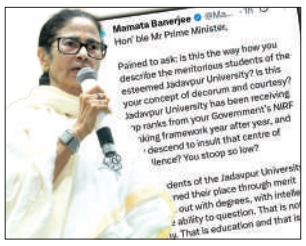

কেন্দ্রই বলছে দেশের সেরা

প্রতিবেদন : বঙ্গে ভোট প্রচারের আবহে নতুন ইস্যুর আমদানি করতে গিয়ে ফের বাংলার খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অপমান করে বসলেন মোদি। আলটপকা মন্তব্যে বলে বসলেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে নৈরাজ্য চলছে। মোদির এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার সোশ্যাল মিডিয়ায় তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে নেত্রী লিখেছেন, ছাত্ররা প্রতিবাদের শামিল হওয়া মানেই অরাজকতা-নৈরাজ্য নয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় রাজ্যের গর্ব এবং ছাত্রদের প্রতিবাদ গণতান্ত্রিক অধিকার। তাঁর কথায়, ছাত্রদের প্রতিবাদ মানেই অরাজকতা নয়। যাদবপুরের (এরপর ৮ পাতায়)

প্রথমদফা নির্বাচনের পর আত্মবিশ্বাসী তৃণমূলনেত্রী

জিতে গিয়েছে তৃণমূল

৪ মে-র পর বাংলা থেকে বিদায় হবে বিজেপি

সৌমালি বন্দ্যোপাধ্যায় ● হাওড়া

প্রতিবেদন : গতবার বিজেপির যা আসন ছিল, এবার তার অর্ধেকও পাবে না! আমাদের যে মাইনাস জায়গাগুলো ছিল, বৃহস্পতিবার প্রথম দফাতেই আমরা সেগুলোতে এগিয়ে গিয়েছি! প্রথম দফার ভোটশেষে শুক্রবার মধ্য হাওড়ার নির্বাচনী জনসভা থেকে প্রত্যয়ী হুঙ্কার তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এদিন হাওড়া ময়দানে মধ্য হাওড়ার তৃণমূলের প্রার্থী অরূপ রায়, শিবপুরের প্রার্থী ডাঃ রানা চট্টোপাধ্যায়, দক্ষিণ হাওড়ার প্রার্থী নন্দিতা চৌধুরী ও উত্তর হাওড়ার প্রার্থী গৌতম চৌধুরীর সমর্থনে ভিড়ে ঠাসা জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ৪ তারিখ ভোটের ফল বেরোলেই বিজেপি দেখবে, জ্বলবে আর লুচির মতো ফুলবে! বৃহস্পতিবার ভোটের হার দেখে বিজেপি ভয় পেয়ে গিয়েছে। তাই অমিতবাবু প্রশাসনকে নিয়ে বৈঠক করছেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হবে না! এসআইআরের নামে বিজেপি যেভাবে বাংলার মানুষের ওপর অত্যাচার করেছে, লক্ষ লক্ষ মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে— বৃহস্পতিবার ভোটের মাধ্যমে সেই ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ দেখিয়েছে বাংলার মানুষ। ৯৩ শতাংশ ভোট দিয়ে মোদিবাবুকে (এরপর ১৩ পাতায়)

পাড়ায় এসেছেন দিদি। উপচে পড়া ভিড় তাঁকে দেখতে। একটু ছুঁতে। শুক্রবার বিকেলে চেতলার দৃশ্য।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

সৃষ্টি

আমার সৃষ্টি খুঁজে পেলাম
চড়াই পাখির অন্দরে,
আমার সৃষ্টি ডাক দিয়ে যায়
নদী-নালার গভীরে।
আমার মনের অজানা বেলায়
সূর্যাস্তের দ্বারে,
আঁধারে আলোর আলোক বর্তিকা
নূতন প্রভাতের ভোরে।

বাইক বিজ্ঞপ্তি খারিজ

নির্বাচন কমিশনের অতিরিক্ত তৎপরতায় ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট। ভোটের ৭২ ঘণ্টা আগে বাইক বন্ধের বিজ্ঞপ্তি খারিজ করা হল হাইকোর্টে। স্পষ্ট বলা হল, ১২ ঘণ্টা আগে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যেতে পারে। তবে বিভিন্ন ছাড়ের কথাও বলা হয়েছে। এক কথায় কমিশনের মুখে ঝামা।

নাটুকে মোদি, গঙ্গায় তো হল যমুনা-বিহারের সাহস আছে?

হিম্মত আছে মণিপুরে গিয়ে ছবি তোলার!

প্রতিবেদন : প্রথম দফার ভোট মিটতেই ভোটবঙ্গে নতুন নাটক নরেন্দ্র মোদির! শুক্রবার সাতসকালে ক্যামেরা হাতে গঙ্গাবক্ষে নৌকাবিহারে মজলেন দেশের ভোটভিখারি প্রধানমন্ত্রী। দ্বিতীয় দফায় ভোটের প্রচার শুরুর আগে বাঙালি আবেগে সুড়সুড়ি দিতে এদিন সকালে নৌকায় চেপে হুগলি নদীর বুকে ভেসে বেড়ালেন ধান্দাবাজ ফেকুজি! ঝালমুড়ির পর নরেন্দ্র মোদির এই নতুন ইলেকশন স্পেশ্যাল স্টান্টবাজি নিয়ে তাঁকে তীব্র আক্রমণ করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন হাওড়ার নির্বাচনী জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রীকে যমুনা দূষণের কথা মনে করিয়ে তৃণমূল নেত্রীর কটাক্ষ, আজকে আবার উনি গঙ্গাবিহার করেছেন! বাংলার গঙ্গা আর দিল্লির যমুনা মিলিয়ে নিন। বাংলার গঙ্গা পরিষ্কার, তাই নৌকাবিহার করে হাওয়া খেয়েছেন সকালবেলায়। এটা ভোটের রাজনীতি! ফটোশপিং! চ্যালেঞ্জ করছি, আপনি একবার যমুনা নদীতে গিয়ে ডুব দিয়ে আসবেন? দিল্লির যমুনা পুরো দূষিত! আপনি যমুনা সামলাতে পারেন না, (এরপর ১৩ পাতায়)

প্রথম দফার ভোটেই সেঞ্চুরি পার : অভিষেক

সংবাদদাতা, জগৎবল্লভপুর: প্রথম দফার নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস সেঞ্চুরি পার করে গিয়েছে। ২৬-এ ফের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষমতায় আসা স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। শুক্রবার হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে নীলাঞ্জনা পার্ক সংলগ্ন মাঠে নির্বাচনী সভা থেকে বিজেপির বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, তৃণমূলের আবর্জনারাই প্রার্থী হয়েছে বিজেপিতে। সেইসব আবর্জনাদের ভোট দেবেন কেন? আগে চোর, ডাকাত, খুনিরা জেলে যেত, এখন তারা বিজেপিতে যায়! আমরা নোংরার বালতিতে ফেলছি, আর অমিত শাহ-নরেন্দ্র মোদি এসে কুড়িয়ে-কুড়িয়ে বিজেপির প্রার্থী করছে।

জগৎবল্লভপুর ও ডোমজুড়ের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী যথাক্রমে সুবীর চট্টোপাধ্যায় ও তাপস মাইতির সমর্থনে জগৎবল্লভপুরের নীলাঞ্জনা পার্কের সভা থেকে সুর চড়িয়ে অভিষেক বলেন, আমরা ডোমজুড় থেকে যাঁকে প্রার্থী করেছি— সেই তাপস মাইতি সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসা। ২৫ বছরের বেশি তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। বর্তমানে সাড়ে তিন-চার বছর ধরে ডোমজুড় ব্লক প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করছেন দক্ষতার সঙ্গে। অন্যদিকে, বিজেপির যিনি প্রার্থী খুব সম্ভবত— জগদীশপুরের প্রধান ছিলেন তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির কিছু অভিযোগ তৃণমূলের কাছে আসে। (এরপর ১৩ পাতায়)

ডায়মন্ড হারবার। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রোড শো'য়ে যে জনসমুদ্র। শুক্রবার।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

25 April, 2026 • Saturday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

২০০১ ছায়া দেবী (১৯১৯-২০০১)

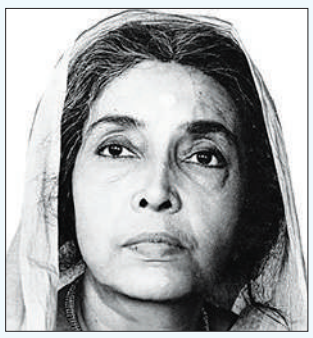

এদিন প্রয়াত হন। আসল নাম কনকবালা গঙ্গোপাধ্যায়। উপেন গোস্বামীর তদ্বিরে কিশোরী কনক প্রথম দাঁড়ান ক্যামেরার সামনে। ছবির নাম 'পথের শেষে'। পরিচালক জ্যোতিষ মুখোপাধ্যায়। চরিত্র এক কমবয়সি বৈষ্ণবীর। পারিশ্রমিক সাড়ে সাত টাকা। অভিনয় শেষে জহর গঙ্গোপাধ্যায়, নরেশ মিত্রদের দেখতে দেখতে সাজঘরে এসে তেল ঘষে মেকআপ তুললেন ছায়া দেবী। পরদা ওঠার আগেই কনকের নাম বদলে 'ছায়া দেবী' রাখেন অশোককুমারের মামিমা, তাঁর বউদি। ১৯৩৬-এ 'পথের শেষে' মুক্তি পেল। সে ছবিতে ছায়াকে দেখে বিস্মিত দুঁদে পরিচালক দেবকীকুমার বসু। 'সোনার সংসার'-এ নায়িকা হিসেবে প্রথম বার সই করান তাঁকে। ছবি মুক্তি পেতে ছায়ার সেই কোহিনুর-আলোয় মন্ত্রমুগ্ধ সকলে। নায়িকা পেলেন সোনার মেডেল ও অজস্র অভিনয় প্রস্তাব। দেবকীবাবু বাংলা ও হিন্দিতে তৈরি করলেন 'বিদ্যাপতি'। রানি লক্ষ্মীর চরিত্রে পুরো ভারতকে বশ করলেন ছায়া দেবী। তাঁর পারিশ্রমিক লাফিয়ে চড়ল পাহাড়ে। রেকর্ড গড়ে চলেছিল সুশীল মজুমদারের ছবি 'রিক্তা'। যা পরে হয় রাজকুমার-হেমা-রাখীর হিন্দি ফিল্ম 'লাল পাথর'। ছবির ট্র্যাজিক নায়িকা ছায়া দেবীর অভিনয় ও গায়কি দেখে নির্বাক সিনে-জগৎ। তখনই তিনি হঠাৎ পরদা থেকে উধাও। ঠিকই তো, ভীষণ খেয়ালিই বটে! তাই বুঝি সকলকে চমকে দিয়ে বেতারে নিয়মিত শোনা যেতে লাগল তাঁর খেয়াল! প্রচণ্ড জনপ্রিয় হল ছায়া দেবীর গাওয়া ঠুমরি আর দাদরা। কিন্তু শত সাধাসাধিতেও সিনেমায় প্লেব্যাক করবেন না। শেষে চল্লিশের শুরুতে সুশীল মজুমদারের কথা ফেলতে না পেরে অভিনয়ে ফিরলেন। 'অভয়ের বিয়ে'তে আবার নায়িকা। ভাগ্যিস! 'ধনরাজ তামাং'য়ে দেশোয়ালি নাচ বা 'চেনা অচেনা'য় সৌমিত্রের সঙ্গে তাঁর বলডান্স দেখে হুল্লোড় হলে। প্রিয় পরিচালক তপন সিংহের 'হারমোনিয়াম' সিনেমায় গান গাইতে নতুন করে তালিম নেন। ঘোড়ায় চড়াটাও জানতেন। এমনটাই ছিলেন ছায়া দেবী। কত রকমের মায়ের চরিত্রে রূপদান করেছিলেন তিনি। অথচ বাস্তব জীবনে মা হওয়ার স্বাদ পাননি। থাকতেন মধ্য কলকাতার ১০ নম্বর মদন ঘোষ লেনে। প্রায় ষাট বছরের অভিনয় জীবন তাঁর। শেষ ছবিটি দেবশ্রী রায়ের সঙ্গে। ১৯৯৩-এ। রাম মুখোপাধ্যায়ের 'তোমার রক্তে আমার সোহাগ'। শেষ সময়ে ছায়া দেবীর মুখে গঙ্গাজল দিয়েছিলেন ওই দেবশ্রী ও তাঁর বোন তনুশ্রী।

১৯৭৩ বিনোদচন্দ্র চক্রবর্তী (১৯০৯-১৯৭৩) এদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অগ্নিযুগের ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবী। ব্রিটিশ ভারতে ১৬ বছর জেল খেটেছিলেন। জেলে অনশন করেন ২৬ দিন। দেশভাগের পরও পূর্ব পাকিস্তানে তাঁকে কয়েক বছর বন্দিজীবন কাটাতে হয়েছিল। মুক্তিলাভের পর পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য হন।

১৮৮২ খুলনা জেলা এদিন প্রশাসনিক জেলা হিসেবে যাত্রা শুরু করে। ১২ ডিসেম্বর ১৮৮৪ সালে খুলনা পৌরসভা ঘোষণা করা হয় এবং ১২ ডিসেম্বর ১৯৮৪ সালে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে উন্নীত করা হয়। খুলনাকে সিটি কর্পোরেশন হিসেবে ঘোষণা করা হয় ৬ অগাস্ট ১৯৯০ সালে। ১৯৪৭-এ দেশভাগের পরের তিন দিন খুলনায় ভারতীয় পতাকা উড়েছিল। জনশ্রুতি, মুসলিম লিগের নেতা খান এ সবুর প্রভাব খাটিয়ে খুলনাকে নিয়ে যান পূর্ব পাকিস্তানে।

১৯০১ আমেরিকার নিউ ইয়র্কে প্রথম গাড়িতে নম্বর প্লেট লাগানো বাধ্যতামূলক করা হয়। এই মর্মে সেখানকার গভর্নর বেঞ্জামিন ওডেল জুনিয়র একটি আইন চালু করেন। মোটরগাড়ি ও মোটর সাইকেলে মালিকের নামের আদ্যাক্ষর লাগানো ধতব প্লেট লাগানোর কথা বলা হয় ওই আইনে।

১৯৮৯ ঘুষ কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার অভিযোগে জাপানের প্রধানমন্ত্রী নোবোরু তাকাশিতা পদত্যাগ করেন। রিক্রুট নামে একটি সংস্থার সাবসিডিয়ারি, কসমস-এ বেশ কিছু শেয়ারের অফার আসে তাঁর কাছে। সেই ডাকে নোবোরু তাকাশিতা সাড়া দেন। কসমসের শেয়ারের দাম আকাশচুম্বী হয়ে যায় এবং এতে জড়িত ব্যক্তিরা প্রত্যেকে গড়ে ¥৬৬০ লক্ষ মুনাফা লাভ করেন।

২০১৫ নেপালে কাঠমান্ডুর কাছে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প। কয়েক হাজার মানুষ নিহত হন। বিপুল ক্ষয়ক্ষতি। রিখটার স্কেলে মাত্রা ছিল ৭.৮।

২৪ এপ্রিল কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজারদর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৫১৪৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৫২২০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪৪৬৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	২৩৫১০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	২৩৫২০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯৫.০১	৯২.৩৬
ইউরো	১১১.৭২	১০৮.১৭
পাউন্ড	১২৮.৮২	১২৪.৬৭

নজরকাড়া ইনস্টা

সপরিবারে শচীন তেন্ডুলকর

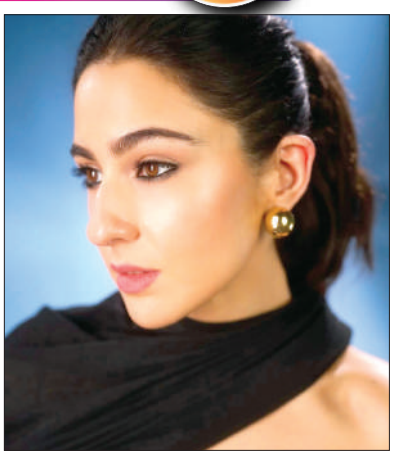

সারা আলি খান

কর্মসূচি

কোন্নগরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী সভার আগে সভাস্থল পরিদর্শন করেন প্রশাসন-পুলিশের কর্মকর্তা এবং তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৬৮৩

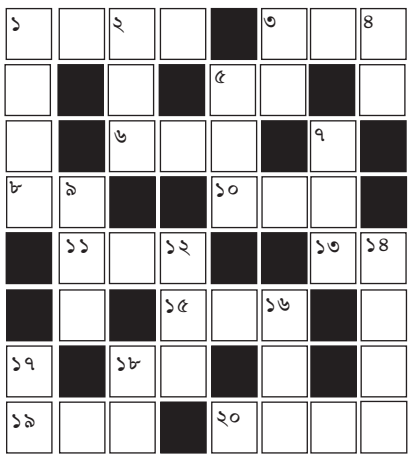

পাশাপাশি : ১. অশান্ত , বিক্ষুব্ধ ৩. সৈন্য ৫. সূত্র, তন্তু ৬. হিন্দুদের এক পদবি ৮. পর্বত ১০. শোধন, মোচন ১১. নাসাউ যে দেশের রাজধানী ১৩. পরিচর্যা ১৫. আদালতে বিচারকের সামনে বাদী ও বিবাদীর বক্তব্য শোনার পর্ব ১৮. —ঠাঁই আর নাহি রে ১৯. উট ২০. বড়ো ঢাক।

উপর-নিচ : ১. উন্নতি ২. রোখা, জেদি ৩. অন্তঃসারশূন্য ৪. যা ঘুরিয়ে খোলা বা বন্ধ করা হয় ৫. সংরক্ষণ ৭. জলো, স্বাদহীন ৯. গরু ও ঘোড়া ১২. কর ১৪. বিস্তৃত বিবরণ ১৬. গৃহ ১৭. পাত্রবিশেষ, থালা ১৮. অপেক্ষা করো।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৬৮২: পাশাপাশি : ২. ধুনন ৪. পদবি ৬. অন্ন ৭. সাংকেতিক ৮. গভীর ১০. মিনতি ১২. আমজনতা ১৩. লড়া ১৪. শীতক ১৬. রজনী। **উপর-নিচ:** ১. শ্রীদ ২. ধূমকেতন ৩. নটক ৪. পন্নগ ৫. বিসার ৯. ভীষ্মজননী ১০. মিতাশী ১১. তিলক ১২. আচার ১৫. তন্দ্রি।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

25 April, 2026 • Saturday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
২৫ এপ্রিল ২০২৬
শনিবার

ভবানীপুর ও কলকাতা বন্দর এলাকায় জননেত্রীর পদযাত্রা

উৎসাহ-উচ্ছ্বাস-উন্মাদনা
জনজোয়ার রাজপথে

প্রতিবেদন: তিনি পাড়ার মেয়ে, ঘরের মেয়ে। তবুও তাঁকে দেখার জন্য, ছুঁয়ে দেখার জন্য রাস্তায় প্রতি মুহূর্তে উপচে পড়ে ভিড়। রাজ্যের প্রশাসনের মাথায় বসেও যেভাবে মাটির সঙ্গে মিশে থাকেন তাতে জুড়ি মেলা ভার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। শুক্রবার পরপর দুটি পদযাত্রা করেন তৃণমূল সুপ্রিমো। পদযাত্রা ঘিরে এলাকাজুড়ে দেখা যায় ব্যাপক উৎসাহ, ভিড় এবং সমর্থকদের উচ্ছ্বাস। রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে বহু মানুষ মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানান। কেউ ফুল ছিটিয়ে, কেউ আবার উত্তরীয় পরিয়ে শুভেচ্ছা জানান তাঁকে।

প্রথম পদযাত্রা মমতার নিজের বিধানসভা কেন্দ্র ভবানীপুরে। শুরু হয় গোপালনগর মোড় থেকে পরমহংসদেব রোড পর্যন্ত। এই পদযাত্রায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছিলেন ফিরহাদ হাকিম এবং তাঁর মেয়ে প্রিয়দর্শিনী হাকিম। এরপর নেত্রী দ্বিতীয় পদযাত্রা করেন ফিরহাদ হাকিমের সমর্থনে হরিসভা স্ট্রিট ক্রসিং থেকে কার্ল মার্কস সরণি পর্যন্ত। সেখানেও সাধারণ মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। তৃণমূল সুপ্রিমোর পদযাত্রা ঘিরে জনজোয়ারে ভাসে রাজপথ।

ববি আমার পরিবারেরই একজন...

প্রতিবেদন : শুক্রবারের সন্ধ্যায় ভবানীপুর থেকে কলকাতা বন্দরে ম্যারাথন নির্বাচনী প্রচার তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। দুপুরে হাওড়া ময়দানে জনসভা সেরে বিকেলে নিজের কেন্দ্র ভবানীপুরে পদযাত্রা করেন দলনেত্রী। তারপর কলকাতা বন্দরের প্রার্থী ফিরহাদ হাকিমের সমর্থনে হরিসভা স্ট্রিট ক্রসিং থেকে কার্ল মার্কস সরণি পর্যন্ত বাংলার সর্বময় জননেত্রীর পদযাত্রায় উৎসবের আবহ তৈরি হয়। পদযাত্রা শেষে ফিরহাদের সমর্থনে ভূকৈলাস ময়দান জনসভাও করেন। আর সেই জনসভা থেকে বিজেপির পরাজয় নিশ্চিত করে জনতা উদ্দেশে 'প্রিয় ববিকে' ভোট দেওয়ার আবেদন জানান বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। অতীতের কিছু না বলা স্মৃতি উসকে ফিরহাদকে প্রশংসায় ভরিয়ে দেন। তাঁর কথায়, ববি আমার মাকে রক্ত দিয়েছে! ও আমার পরিবারের সদস্য... ওর মা ব্রাহ্মণ, বাবা মুসলমান।

ওর রক্তে হিন্দু আর মুসলমান। এমন দেখেছেন কখনও? এটাই ভারতবর্ষ!

ফিরহাদকে নিয়ে দলনেত্রীর আরও সংযোজন, আমার মায়ের অপারেশনের সময় তিন বোতল রক্তের দরকার ছিল। ববি বলেছিল, দিদি চিন্তা কোরো না। ববির সঙ্গে মায়ের রক্তের গ্রুপ ম্যাচ করেছিল। ও প্রাণ বাঁচিয়েছিল! তারপর আমার মা যখন মারা গেলেন, তখনও অনেক কিছু সামলেছে ববি। আমি প্রথম ফোন ওকেই করি। কী করে ভুলব? তিনি এ-ও বলেন, মা মারা যাওয়ার সময় সবার আগে ওকে বলেছিলাম, আমাকে শ্মশানে যেতে হবে। দাহকার্য করতে হবে। কাকে আর বলব। প্রথমেই ববির নাম মনে পড়েছে। ওকে বলেছিলাম, তুই গিয়ে বন্দোবস্ত কর। আমার পরিবারেরও সকলে থাকবে।

তিনি আরও জানান, ব্রাহ্মণদের বাড়িতে পৈতে হলে দ্বিজজন্ম হয়। আমাদের ঘরের একটি ছেলে, নাম আবেশ। যখন পৈতে হয়, তখন মুখ দেখতে হয় আর এক বাবা-মায়ের। ববি আর রুবি, আবেশের মুখ দেখেছিল। আমি কখনও এসব কথা বলি না। আমি সকলের সঙ্গে থাকি। সকলকে নিয়ে চলতে ভালবাসি। গরিব হোক বা যে যে সম্প্রদায়ের হোন, সকলে আমার কাছে সমান। সংকীর্ণ রাজনীতি কখনও করিনি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

প্রতিবাদ

কমিশন এবারের ভোটে বড্ড আগ বাড়িয়ে খেলতে শুরু করেছে। অনেক ক্ষেত্রে তারা তাদের পরিধির বাইরে গিয়ে কাজ করছে। যেমন ভোটের ৭২ ঘণ্টা আগে বাইক বন্ধের নোটিশ। অদ্ভুত নির্দেশ! স্বাভাবিকভাবেই কোর্টে মামলা হয়েছে। বিচারপতির স্পষ্ট পর্যবেক্ষণে জানিয়েছেন, এই মোটরবাইক র‍্যালি নির্বাচনের ৪৮ ঘণ্টা পূর্বে কিংবা নির্বাচনের দিনে বন্ধ করার যৌক্তিকতা আছে। হিংসা এড়ানোর লক্ষ্যে এক্ষেত্রে কিছুটা যৌক্তিকতা থাকলেও, ৪৮ ঘণ্টা পূর্বেই কোনও ব্যক্তির বাইক চালানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা যৌক্তিক নয়। শুধু তাই জরুরি কোনও কারণে, ওষুধ কিনতে, হাসপাতালে যেতে কিংবা খাবার কেনা ইত্যাদির প্রশ্নে ছাড়ও দিতে হবে। অর্থাৎ, আদালত মুখে ঝামা ঘষে দিয়েছে। এই কমিশন, একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান, কিন্তু কাজ করছে একপেশে ভঙ্গিতে। বাইক নির্দেশ তার প্রমাণ। প্রশ্ন হচ্ছে এই অন্যায় নির্দেশের কারণে কোর্ট কেন কমিশনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে না। ভুল করলে রাজনৈতিক দল বা নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তাহলে কমিশনের ভুলে কেন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না! প্রশ্ন উঠবেই। জবাবও দিতে হবে। বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে অপমান করার জন্য, নিচু দেখানোর জন্য, হ্যাটা করার জন্য। যেভাবে রাষ্ট্রীয় শক্তিকে নির্লজ্জভাবে বিজেপি কাজে লাগিয়েছে তা অনেকটা সাতের দশকে ইমারজেন্সির মতো। প্রশ্ন হচ্ছে মানুষ এই অলিখিত ইমার্জেন্সি মেনে নেবেন নাকি জবাব দেবেন। আমজনতার জবাব দেওয়ার জায়গা একটাই, সেটা হল ব্যালট বক্স বা ইভিএম। দ্বিতীয় দফার ভোটে আরও জোরালো হবে ইভিএম প্রতিবাদ।

e-mail থেকে চিঠি

এসআইআর-এর জয় যন্ত্রণা, জবাব দিন যন্ত্রে

পূর্ণ স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে নির্বাচন অনুষ্ঠানের চ্যালেঞ্জ নিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন (ইসিআই)। এজন্য এসআইআর পর্ব থেকেই শুরু হয়েছে বজ্রআঁটুনি। ভোটার তালিকা শুদ্ধকরণের প্রক্রিয়া জারি রয়েছে কয়েকমাস যাবৎ। কিন্তু দিনের শেষে নাগরিকের হয়রানিই হয়েছে সার। ফাঁস হয়ে গিয়েছে এর পিছনে মোদি-শাহের পার্টির রাজনৈতিক খোয়াব পূরণের মতলব। সোজা কথায়, কমিশন-বিজেপি আঁতাঁতই দেশজুড়ে নিন্দার কেন্দ্রে এখন। উপযুক্ত কারণ ছাড়াই, নানা দফায়, লক্ষ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ দিয়েছে তারা। সারা দেশ জানে, বঞ্চিতদের মধ্যে রয়েছেন বহু প্রকৃত নাগরিক এবং যোগ্য ভোটার। সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে ট্রাইবুনাল গঠনের মাধ্যমে চলছে ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার সর্বশেষ চেষ্টা। শোনা গিয়েছিল, ভোটগ্রহণের আগেই বঞ্চিতরা ভোটাধিকার ফিরে পাবেন। কিন্তু শেষমেশ যা মিলল তা পর্বতের মূষিক প্রসবের অধিক কিছু নয়। কেননা, প্রায় ৩৮ লক্ষ ‘বৈধ’ ভোটার ট্রাইবুনালে আবেদন করেছিলেন। নিষ্পত্তি হয়েছে মাত্র ৬৫০ জনের আবেদন। বাদ গিয়েছেন ৫১১ জন। নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মাত্র ১৩৯ জনের। অর্থাৎ হাতেগোনা এই সংখ্যা নিয়েই প্রথম পর্বের ভোট করল বাংলা। প্রথম দফায় ভোটদানের জন্য নথিভুক্ত হয়েছে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ ৭৭ হাজার ১৭১ জনের নাম। অথচ, সংখ্যাটি আরো কয়েক লক্ষ বেশি হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। তেমনই উদ্যোগ নিয়েছিল দেশের শীর্ষ আদালত। কিন্তু তার জন্য যে মজবুত পরিকাঠামো জরুরি সেটাই পাননি ট্রাইবুনালের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিরা। ইসিআইয়ের এই অদক্ষতা অপদার্থতাকে খুব ছোট্ট কথায় যথার্থই ব্যাখ্যা করছে তৃণমূল কংগ্রেস। ডিলে ট্যাকটিক্স! এটা যুগপৎ বিজেপির প্রতি আরও একদফা পক্ষপাতিত্ব এবং বড় মাপের পাপ বললে অন্যায় হবে না। গেরুয়া শিবিরের নির্দেশে কমিশনের বজ্রআঁটুনি এসআইআর কেলেঙ্কারিতেই শেষ হয়ে যায়নি। প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্র এবং সমস্ত বুথ নিয়ে জারি রয়েছে কমিশনের হাজারো ফতোয়া। প্রথম দফাতেই মোতায়েন করা হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর আড়াই লক্ষাধিক জওয়ান এবং ৪১ হাজার পুলিশ। বুলেট প্রুফ একগুচ্ছ সাঁজোয়া গাড়ির টহল চলেছে প্রতিটি অঞ্চলে।

— **সন্দীপ দাস, বেলেঘাটা, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

প্রতিশ্রুতিতে বাঘ আর বাস্তবায়নে বাঘরোল

মো-শার কেবল মিথ্যের বোল

বিজেপিকে বিশ্বাস করে না বাঙালি। জঙ্গিদমন, নাগরিকত্ব সমস্যার সমাধান, কালো টাকা দেশে ফেরানো কিংবা আয়ুষ্মান ভারতের পর এবার ঢপবাজির নতুন নাম যুবশক্তি ও অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার। কিন্তু এই প্রকল্পগুলো বিজেপি শাসিত রাজ্যে আছে? প্রশ্ন তুললেন **চিরঞ্জিৎ সাহা**

বিগত ১২ বছর ধরে ভারতবাসীকে প্রতিশ্রুতির মই দিয়ে প্রত্যাশার মগডালে তুলে তা কেড়ে নেওয়ার নামই বিজেপি। কাশ্মীরি উলের লোভ দেখিয়ে পকেটে বগলের চুল গুঁজে দেওয়াই বিজেপির জননীতি। কয়েনের সামনের পিঠে বিকাশ আর পিছনে সর্বনাশ। বন্ধু সেজে শুভেন্দু হওয়ার বিজেপির চিরাচরিত প্রথা হার মানায় গিরগিটিকেও। হায়নার হাসি, কুমিরের কান্না আর বিজেপির জুমলাতে যে ভুলতে নেই; তা এখন হাড়েহাড়ে টের পাচ্ছে পহেলগাঁওতে নিহত বিতান অধিকারীর পরিবার। জঙ্গি হামলার মর্মান্তিক অভিশপ্ত অধ্যায়ের বর্ষপূর্তিতে গালভরা শোকজ্ঞাপন আছে, কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের খোঁজ নেওয়ার কোনও দায়বদ্ধতা নেই বর্তমান ভারত সরকারের। তারই প্রমাণ মেলে বিতানের মামা শঙ্করবাবুর কথায়— “এক বছরে একবারের জন্যও খোঁজ নেয়নি, জানেন। দিদি-জামাইবাবুর পাটুলির বাড়িতে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও প্রতিনিধি যায়নি। ওইটুকু বাচ্চা কেমন আছে, স্বামীকে হারিয়ে বিতানের স্ত্রীর কীভাবে দিন কাটছে, কেউ জানতে আসেনি।” উল্টোদিকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে উদাত্ত প্রশংসা তাঁর কণ্ঠে— “যা করার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারই করেছে। গত বছর ২১ জুলাইয়ের মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী নিজে দিদি-জামাইবাবুর হাতে ১০ লক্ষ টাকা তুলে দিয়েছিলেন। ১০ হাজার টাকার একটা মাসিক পেনশনের ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন।” ওই হামলাতেই নিহত আরেক ভারতীয় নাগরিক প্রশান্ত শতপথীর স্ত্রী প্রিয়দর্শনী আচার্যর কথায়— “সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল আমাদের সরকারি চাকরি দেবে এবং এক সন্তানের পড়াশোনার দায়িত্ব নেবে। সরকারি চাকরির প্রতিশ্রুতি আজও পূরণ হয়নি।” নিহত বিতান অধিকারীর মা মায়া অধিকারীর চোখে জল আজও— “অপারেশন সিঁদুর তো হয়েছে। কিন্তু আমার ছেলের বুকে যারা গুলি চালিয়েছিল, তাদের কী শাস্তি হল? তাদের যদি শাস্তি না হয়ে থাকে তাহলে আমরা বিচার পেলাম কই?” অর্থাৎ বছর না গড়াতেই বিজেপিকে বিশ্বাস করা শহিদ পরিবারগুলি উপলব্ধি করতে পেরেছে কিভাবে তাদের আমের নাম করে আদতে শুকনো আমলকি গেলানো হয়েছে। প্রতিশ্রুতিতে বাঘ আর বাস্তবায়নে বাঘরোল হওয়া বিজেপিকে যদি বাঙালি বিশ্বাস করতে শুরু করে, তাহলে আগামী মে মাস থেকে পাঁচ বছরের জন্য প্রতিদিন এপ্রিল ফুল হওয়া তাদের স্রেফ সময়ের অপেক্ষা।

২০১৬ সালের নভেম্বর মাসে নরেন্দ্র মোদির কথায় বিশ্বাস করে হাজার হাজার ভারতবাসী তাদের ব্যস্ততা, দৈনন্দিন রুটিরুজি ছেড়ে ব্যাঙ্কের লাইনে দাঁড়িয়েছিল পুরনো নোট বদলে নতুন নোট সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। প্রত্যাশা ছিল নোটবন্দি নাকি কালো টাকা বাজেয়াপ্ত করবে, বিদেশ থেকে কালো টাকা দেশে ফিরবে, বাজারে জিনিসের দাম কমে আসবে অর্ধেকে। তারপর বিজেপি আর গিরগিটির মতো রংবেরঙের টাকা বাজারে এল। কয়েক বছর পরে গোলাপি দু’হাজারের নোট বাজার থেকে আবার ভ্যানিশও হয়ে গেল। কিন্তু কালো টাকার দেখা আজও নেই, উল্টে জিনিসের দাম আকাশছোঁয়া।

গতবছরের শেষদিকে এসআইআর নিয়ে এসে বিজেপি বলল, পশ্চিমবঙ্গে নাকি কোনও বাঙালিই থাকে না। দেড় কোটিই নাকি রোহিঙ্গা ঘুসপেটিয়া! তো খসড়া ভোটার তালিকাতে বাদ যাওয়া ৫৮ লক্ষ মানুষের মধ্যে রোহিঙ্গা, ঘুসপেটিয়া তো চোখে দূরবিন লাগিয়েও খুঁজে পাওয়া গেল না। তারপর আবার লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি, আবার ৬০ লক্ষ বাদ! বিষয়টা আদালতে গেলে ৬০০ জন বিচারক বসে বিচার করে ৩৩ লক্ষ বিচারাধীনকে ফিরিয়ে দিলেন ভোটাধিকার, যে ২৭ লক্ষ বাদ গেল তার মধ্যে ১২ লক্ষ হিন্দু। অর্থাৎ দূর মায়ানমারে থাকা সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা গোষ্ঠীর নামে জিগির তুলে হিন্দু ভোট একত্রীকরণের কথা বলে বিজেপি যে কখন হিন্দুকেই দেশছাড়া করবে, বঙ্গবাসী ধরতে পারবে না। শান্তনু ঠাকুরকে অন্ধবিশ্বাস করা উত্তর ২৪ পরগণার ৩ লক্ষ ২৫ হাজার ৬৬৬ জন এবং নদিয়ার ২ লক্ষ ৮ হাজার ৬২৬ জনেরও বেশি মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষের নাম অবৈধ হিসেবে এসআইআর তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। ২০২১ সালের ভোটের আগে খোদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নিউটাউনের মতুয়া ‘মুখ’ যে নবীন বিশ্বাসের বাড়ি মধ্যাহ্নভোজ সেরেছিলেন, তিনি-ই নেই বৈধ তালিকায়। হাওড়ার ডোমজুড় বিধানসভা কেন্দ্রের তাঁতিপাড়া কাছারিবাগানেরও প্রায় ১৫০ জন মতুয়ার নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ। স্থানীয় মতুয়াদের বক্তব্য— “কখনও এনআরসি, কখনও এসআইআর—এসব ইস্যু তুলে আমাদের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা করছে কেন্দ্রীয় সরকার। বাম আমলে নাম তোলার জন্য বহুবার আবেদন করেছি, লাভ হয়নি। পাট্টাও পাইনি। দিদি আসার পরই সব সুবিধে পেলাম। এখন এই মাটি ছেড়ে কোথায় যাব?” অর্থাৎ রোহিঙ্গা, ঘুসপেটিয়ার নাম করে বিজেপি ইচ্ছামতো হিন্দুদেরও ছেটেছে ভোটার লিস্ট থেকে। তাদের কাছে ভোটব্যাঙ্কের বেশি হিন্দু আর কিচ্ছুটি নয়। আর ঠিক সেই কারণেই হিন্দু-মুসলমান পোলারাইজেশনের মাধ্যমে ভোটব্যাঙ্ক সুনিশ্চিত করতে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাতে দাঙ্গা বাঁধানো, অশান্তি তৈরি করা বিজেপির রাজনৈতিক কৌশলেরই অংশমাত্র।

অপারেশন লোটাসের অংশ হিসেবে রাজ্যের প্রধান রাজনৈতিক দল তৃণমূলকে আড়াআড়িভাবে ভেঙে দেওয়ার প্রয়াস শুভেন্দু অধিকারীকে তুলে নেওয়ার মাধ্যমে আংশিকভাবে সফল হলেও যখন তা দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল দিতে পারল না, তখন নেতা ভাঙানোর পরিবর্তে প্রোপাগান্ডা হয়ে দাঁড়ালো আমজনতার বিভাজন। কিছু ম্যানমেড দাঙ্গার মাধ্যমে সাধারণ হিন্দু-মুসলমানকে লেলিয়ে দেওয়া হল একে অপরের বিরুদ্ধে। আদতে প্রাণ গেল আপনার-আমার মতো সাধারণ বাঙালির আর ফায়দা লোটার অপেক্ষায় তাল ঠুকতে থাকলেন নরেন্দ্র মোদি অ্যান্ড কোং। সাথে দোসর এসআইআর তো আছেই।

পহেলগাঁওতে নিহত মানুষগুলোর পরিবার জানে মোদিকে বিশ্বাস করার ফল। বিজেপির প্রতিশ্রুতির গ্যাসবেলুন যে কতটা অন্তঃসারশূন্য, উপলব্ধি করতে পারে বনগাঁ,গাইঘাটায় নাগরিকত্বের আশায় বছরের পর বছর বিজেপিকে ভোট দিয়ে আসা মতুয়ারা। উপলব্ধি করতে পারে, কড়া রোদে ব্যাঙ্কের লাইনে দাঁড়িয়ে স্ট্রোক হয়ে মারা যাওয়া সেই বৃদ্ধ মুদি দোকানদার যিনি দোকান বন্ধ রেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে ছিলেন কালো টাকা দেশে ফিরে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমার আশায়। বিজেপির জুমলার প্রত্যক্ষ ভুক্তভোগী তাদের দলেরই সেই হোলটাইমার যে মাসিক পারিবারিক উপার্জন ১০ হাজার টাকার বেশি হওয়ার কারণে আয়ুষ্মান ভারতের কার্ডটা না পেয়ে শেষমেশ স্বাস্থ্যসাথীতে বাবার হার্টের অপারেশনটা করিয়েছিল। জঙ্গিদমন, নাগরিকত্ব সমস্যার সমাধান, কালো টাকা দেশে ফেরানো কিংবা আয়ুষ্মান ভারতের পর এবার ঢপবাজির নতুন নাম যুবশক্তি ও অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার যা চালু নেই বিজেপির শাসনাধীন ১৫টি রাজ্যের কোথাও। তাই মিথ্যে প্রতিশ্রুতির ফাঁদে পা দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নামক সোনার গৌরকে ছেড়ে দেওয়ার পরিবর্তে বঙ্গবাসীর তাঁকে হৃদমাঝারে বেঁধে রাখা উচিত কারণ ছেড়ে দিলে সোনার গৌর আর তো পাবে না...

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আজকের কর্মসূচি

- উত্তরপাড়ায় দুপুর ২টোয় জনসভা
- দুপুর ৩টেয় উত্তর দমদমে পদযাত্রা
- ভবানীপুরে পদযাত্রা বিকেল ৪টেয়
- বিকেল ৫টায় জনসভা ভবানীপুরে
- বিকেল ৫.৩০টায় জনসভা ভবানীপুরে
- বেহালায় জনসভা সন্ধ্যা ৬.৩০টায়

মধ্য হাওড়া, ভবানীপুর ও বন্দরে জননেত্রীর জনসভা

গঙ্গাসাগরের কাজ দুই বছরে শেষ হবে : নেত্রী

প্রতিবেদন: আগামী দুই বছরে শেষ হয়ে যাবে গঙ্গাসাগরের কাজ। শুক্রবার ভবানীপুর থেকে গঙ্গাসাগরের পরিষেবা নিয়ে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরতে গিয়ে তিনি বলেন, গঙ্গাসাগরে আগে জল দিয়ে যেত। এখন দেখে আসুন। ১০ বছর কেন্দ্রীয় সরকারের পায়ে পড়েছি। করেনি। এখন এলএনটি কাজ করছে। ২ বছরে কাজ শেষ হয়ে যাবে।

কটাক্ষ করেন এককালীন মেয়র বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যকেও। বলেন, আগে রাস্তায় এত লাইট ছিল? বৃষ্টি হলে রাস্তায় জল জমে থাকত চার দিন। মেয়র মহাশয় ছিলেন বিকাশবাবু, যিনি চাকরি হলেই পিল করেন। তিনি বাইরে ঘুরে বেড়াতেন। চার-পাঁচ দিন জল জমে থাকত। গঙ্গায় যে যাবে, তা-ও জলপূর্ণ। সাড়ে ৫ লক্ষ পুকুর কেটেছি। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান করেছি।

নেত্রী জানান, পিজি হাসপাতালের গেট চওড়া করি। তার উল্টোদিকে ক্যানসার হাসপাতাল হচ্ছে। পিজির সঙ্গে শম্ভুনাথ পণ্ডিত, কলকাতা পুলিশ হাসপাতালকে যুক্ত করেছি। ইকবালপুরের প্রসূতিদের হাসপাতাল যুক্ত করে হেলথ হাব করেছি। পিজিতে বোন ব্যাঙ্ক করছি। মাতৃদুগ্ধের ব্যাঙ্ক করেছি। পিজিতে কর্ড ব্লাড ব্যাঙ্ক হচ্ছে।

যেখানে আশা করিনি, সেখানেও জিতব: দৃঢ় কণ্ঠে জানালেন নেত্রী

প্রতিবেদন: এবারের ভোট এসআইআরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে। যেখানে আশা করিনি, সেখানেও জিতব। ভবানীপুরের সভা থেকে দৃঢ় কণ্ঠে জানালেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারের ভোট পড়েছে রেকর্ড সংখ্যক। ৯৩ শতাংশ মানুষ ভোট দিয়েছেন। এই পুরো ভোটটাই যে বিজেপির গা-জোয়ারি করে বৈধ ভোটারদের বাদ দেওয়ার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

নেত্রী এদিন বলেন, রিটার্নিং অফিসার কোলের ছেলে। দেখে দেখে বসিয়েছে। তারা নাকি জোর করে দখল করবে। পরশু ভোট হওয়ার আগে মেসেজ করল এক জন। বলল, গ্রামেগঞ্জে কীর্তন হচ্ছে না। আজানও নয়। গটগট করে বুটের শব্দ। এখানেও হবে। ৯৩ শতাংশ মানুষ ভোট দিয়েছে। এসআইআরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে। সেই ভোট আপনার পক্ষে যাবে না। মানুষের পক্ষে গিয়েছে, তৃণমূলের পক্ষে গিয়েছে। যেখানে আশা করিনি, সেখানেও জিতব।

তাঁর কথায়, আমরা দুর্যোধন, দুঃশাসনের দল করি না। আমরা মানুষের দল করি। নেত্রীর পরামর্শ, এই ভোটার স্লিপ রেখে দেবেন ভবিষ্যতের জন্য। ৩২ লক্ষ লোকের নাম সুপ্রিম কোর্টে কেস করে তুলিয়েছি। বাকি নাম তুলিয়ে দেব আগামী দিনে।

রাজ্য
25 April, 2026 • Saturday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জগৎবল্লভপুর ও ক্যানিংয়ে জনসভা ■ নানা মুহূর্তে অভিষেক

৬ মাসের মধ্যে পুরসভা হবে ক্যানিং : অভিষেক

সৌমেন মল্লিক ● ক্যানিং

নির্বাচনের ফল ঘোষণার ছ-মাস পর ক্যানিংকে যাতে পৌরসভা করা যায়, তার সমস্ত রকম ব্যবস্থা আমি করব। বক্তা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকাররের উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ তুলে ধরেন। বলেন, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে গরিব মানুষের জন্য বাংলার বাড়ি প্রকল্পে সবার মাথার ওপর ছাদ করে দেওয়া হবে। ক্যানিংয়ের প্রত্যেক প্রবীণ মানুষ যত আছেন প্রত্যেকের বার্ধক্য ভাতা করে দেওয়া হবে। রোহিঙ্গা যারা বলেছিল তাদের উচিত শিক্ষা দিতে হবে, এমন শিক্ষা দিতে হবে ক্যানিংয়ে যেন আর বিজেপির পতাকা ধরার লোক না থাকে। বাংলায় কথা বললে জেলে পুরে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিল বিজেপি। তাদের জবাব দিতে হবে। জবাব দেওয়ার সময় এসে গেছে। নরেন্দ্র মোদি বলেছিল প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা করে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে, সেটা কোথায় গেল? টিএমসির ওয়ারেন্টি লাইফ টাইম। পরেশ এমন একজন মানুষ যে মানুষটা সব সময় মানুষের পাশে থাকে, মানুষের কাছে থাকে। পরেশ রাম দাস প্রত্যেককে নিজের পরিবার বলে মনে করে। পরেশের মতো জনপ্রতিনিধি ভারতবর্ষে খুব কম আছে। ওকে পঞ্চাশ হাজার ভোটের ব্যবধানে জেতাতে হবে। নির্বাচনের ফল ঘোষণার ছ-মাস পর ক্যানিংকে যাতে পৌরসভা করা যায়, তার সমস্ত রকম ব্যবস্থা আমি করব। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশে এখন চমকাচ্ছে। এদিন ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভার ক্যানিং স্পোর্টস কমপ্লেক্স সংলগ্ন মাঠে হল জনসভা। উপস্থিত ছিলেন জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই জনসভায় বলেন, গত দু বছরে এই বিধানসভায় ৩২ হাজার গরিব মানুষকে বাংলার বাড়ি দেওয়া হয়েছে। ৮৫ হাজার মহিলা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাচ্ছেন। তিন লক্ষ মানুষ খাদ্যসাথী পাচ্ছেন। ১২৭টি রাস্তা ১৮০ কোটি টাকা খরচ করে করা হয়েছে। তিন কোটি টাকা খরচ করে নেতাজি সুভাষ পার্ক তৈরি করা হয়েছে। ফ্লাড লাইটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১২ কোটি টাকা খরচ করে ক্যানিং স্টেডিয়াম তৈরি করা হয়েছে। মাদার অ্যান্ড চাইল্ড কেয়ার হাব তৈরি করা হয়েছে। নিকাশি ব্যবস্থা ঢেলে সাজা হয়েছে, চাঁদমণি বৃদ্ধাশ্রম তৈরি হয়েছে। স্ট্রিট লাইট দেওয়া হয়েছে। তিনি চ্যালেঞ্জ করে মোদিকে বলেন ১২ বছরের রিপোর্ট কার্ড নিয়ে আসুন মোদিজি আপনাকে চ্যালেঞ্জ— একদিকে আপনি থাকবেন আর একদিকে আমি আর পরেশ থাকব। মানুষের সামনে পেশ করে দেখাবেন। আমি যা কাজের হিসাব দেব তার ফিফটি পার্সেন্ট যদি আপনি দেখাতে পারেন আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। আমাদের প্রতিজ্ঞা আমাদের শপথ। আমাদের যারা শোষিত করেছিল তাদের জবাব দিতে হবে। ২৩ তারিখ নির্বাচনে আমরা একশোর বেশি সিট অলরেডি পেয়ে যাব। আর বাকিটা ২৯ তারিখে ভোট হয়ে গেলে এদেরকে বঙ্গোপসাগরে বিসর্জন দিয়ে দেব। লাইনের জবাব লাইনে দিতে হবে। পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি ভোটে আপনাদের জেতাতে হবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাজ্য

25 April, 2026 • Saturday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

ডায়মন্ড হারবারে রোড শো ■ নানা মুহূর্তে অভিষেক

নন্দীগ্রামে তৃণমূলই জিতছে

প্রতিবেদন : নন্দীগ্রামে জিতছে তৃণমুল কংগ্রেস। শুক্রবার রাতে ডায়মন্ড হারবারের মাটিতে দাঁড়িয়ে বলে দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ২০২৪-এও এখানে দাঁড়িয়ে যা বলেছিলাম তাই হয়েছিল। এটা এই মাটির ভালবাসা। তাই এবারও একটা ছোট্ট প্রেডিকশন করে যাচ্ছি। নন্দীগ্রামে তৃণমুল জিতছে বলে গেলাম। সেইসঙ্গে তিনি বলেন, ৪ তারিখ আবির খেলতে আসতে পারলে আসব। কিন্তু আপনারা আপনাদের কাজ করে যান। এখানকার প্রার্থীদের জেতান। উল্লেখ্য, নন্দীগ্রামের ফল নিয়ে গোটা রাজ্য জুড়েই চর্চা রয়েছে। আঞ্চলিক-জাতীয় মিডিয়ার নজরও রয়েছে এই কেন্দ্রে। স্বাভাবিকভাবেই সেখানে ভোটপর্ব মিটে যাওয়ার পর নন্দীগ্রাম নিয়ে তৃণমুলের সর্বভারতীয় সাধারণ এই প্রত্যয়ী লাইন নিয়েও যে চর্চা হবে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

আমাদের সৌজন্যকে দুর্বলতা ভাববেন না

নকিবউদ্দিন গাজি ● ডায়মন্ড হারবার

সৌজন্য দেখাচ্ছি, কিন্তু সেটাকে দুর্বলতা ভাবলে ভুল করবে বিরোধীরা। ডায়মন্ড হারবারের মাটিতে দাঁড়িয়ে বললেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে রোড শো করেন তৃণমুলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। শেষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, ডায়মন্ড হারবারে বিজেপির পতাকা ধরার লোক নেই। যেটুকু আছে, আগামী দিনে মানুষই তা সরিয়ে দেবে। একইসঙ্গে তাঁর হুঁশিয়ারি, অস্ত্রের ঝনঝনানি এখানে চলবে না। ডায়মন্ড হারবারের মানুষ শান্তিপ্রিয়। যদি কেউ ভয় দেখানোর চেষ্টা করে, তার জবাব ভোট বাক্সে দেবে মানুষ। সিপিএম জমানার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, এক সময় ডায়মন্ড হারবারে তৃণমূল একটি পতাকাও লাগাতে

পারত না। কিন্তু আমরা সিপিএমের মতো আচরণ করি না। কিন্তু তৃণমূলকে দুর্বল ভাবার কোনও কারণ নেই। কেন্দ্রের বঞ্চনার কথা তুলে ধরে অভিষেক বলেন, বাংলার প্রাপ্য টাকা দিচ্ছে না। তবুও আমরা মানুষের পাশে থেকেছি, উন্নয়নের কাজ থামাইনি। তাঁর সংযোজন, তৃণমূল সরকারের আমলে ডায়মন্ড হারবারে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে—রাস্তা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা সহ একাধিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে।

অভিষেক বলেন, পান্নালাল হালদার আর দীপক হালদারের মধ্যে একটা মিল আছে—পান্নালালবাবু দ্বিতীয়বার জিতবেন আর দীপক হালদার দ্বিতীয়বার হারবেন। যে ছাত্র টানা দু'বার ফেল করে, তাকে স্কুল থেকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। ঠিক সেইভাবেই দীপক হালদারও হেরে যাওয়ার পর ডায়মন্ড হারবার তাঁকে বর্জন করবে। এদিন সাধারণ মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের দু'ধারে ভিড় জমায় হাজার হাজার মানুষ। দলীয় পতাকা, ব্যানার, ফেস্টুনে বেলুন গোটা এলাকা তৃণমূলের রঙে রঙিন হয়ে ওঠে। কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাস, স্লোগান আর ঢাকের তালে তালে উৎসবের আবহ তৈরি হয় ডায়মন্ড হারবার শহরে।

বাইকে নিষেধাজ্ঞায় কমিশনের মুখে ঝামা আদালতের

প্রতিবেদন : ভোটের তিনদিন আগে বাইক চলাচলে নিষেধাজ্ঞার বিজ্ঞপ্তি নিয়ে কমিশনের মুখে ঝামা ঘষে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। তাদের এই তুঘলকি সিদ্ধান্তকে সমূলে উৎপাটন করল কোর্ট। ৭২ ঘন্টার বাইক বন্ধের বিজ্ঞপ্তি খারিজ করে হাই কোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণা রাও জানিয়েছেন, ৭২ ঘণ্টা আগে থেকে নয়, ভোটগ্রহণের দিনের ১২ ঘন্টা আগে থেকে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাইক বা মোটরসাইকেলে পিছনে যাত্রী বহন করার অনুমতি দেওয়া হবে না। যদিও চিকিৎসা সংক্রান্ত জরুরি অবস্থা, পারিবারিক অনুষ্ঠান অথবা স্কুলগামী ছাত্র-

ছাত্রীদের আনা-নেওয়া পারিবারিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির ক্ষেত্রে ছাড় রয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে হাইকোর্টের নির্দেশনামা।

বাইক চলাচলে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে হাইকোর্টের তোপের মুখে শুক্রবার বাইক ব্যবহার করে হুমকি, অপরাধ, দুষ্কর্মের যুক্তি খাড়া করেছিল কমিশন। কিন্তু সেই যুক্তি ধোপে টিকল না। আদালতের প্রশ্ন, আইনের কোন ধারায় আপনারা এই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন? যদিও এর সঠিক জবাব দিতে পারেনি কমিশন। আদালত আরও জানতে চান, তিনদিন আগে থেকে বাইক বন্ধ কেন? আপনারা এত কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়োগ করেছেন, নাকা চেকিং হচ্ছে, পোলিং স্টেশনের ২০০-৩০০ মিটার দূর থেকে চেক করে বাইকের প্রবেশ দেওয়া বন্ধ করে দিন। সর্বত্র বাইক চলাচলে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন কী?

আজ শ্রীজাত, কাল আপনি

■ কবি শ্রীজাতর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির প্রতিবাদে সরব বিশিষ্টরা। শুক্রবার, বিকেলে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের সামনে দেশবাঁচাও গণমঞ্চের প্রতিবাদে শামিল বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ।

কুলতলির জঙ্গলে মধু সংগ্রহে গিয়ে বাঘের আক্রমণে মৌলির মৃত্যু। নাম গোবিন্দ গায়েন। তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঘ। বাঘটি তাঁকে টেনে নিয়ে যায় জঙ্গলের গভীরে

উত্তরণের মানোন্নয়ন থেকে এলইডি ক্লাসরুম, এলাকা হবে আরও স্মার্ট

প্রচারে কিসের ওপর জোর? জেতার পর কী পরিকল্পনা? স্থানীয় সমস্যার কীভাবে মোকাবিলা? আমাদের প্রতিবেদক মৌসুমী বসাককে খোলাখুলি জানালেন শ্যামপুকুর বিধানসভার প্রার্থী ডাঃ শশী পাঁজা

পাঁচ বছরে এলাকায় উন্নয়নের খতিয়ান

● মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এলাকার একাধিক রাস্তাঘাটের উন্নয়ন হয়েছে। আলোক ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে। এলাকার প্রায় প্রত্যেক মানুষ সরকারী প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন। মানুষের সার্বিক চাহিদা জেনে নিয়ে তাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। পার্কের সৌন্দর্যায়ন হয়েছে। এলাকার প্রবীন নাগরিকদের নিয়মিত খোঁজ খবর রাখা হয়।

জিতলে আগামী পাঁচ বছরে কী কী উন্নয়ন করবেন

● স্মার্ট স্কুল তৈরি করা হবে। স্কুলগুলিতে এলইডি ক্লাসরুম, ডিজিটাল লার্নিং সিস্টেম ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। উত্তরণের (বস্তি) মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করতে শৌচাগার, গ্রিলের গেট ও ছাদে বেড়ার মাধ্যমে পরিকাঠামো উন্নতিকরণের কাজ করা হবে। এছাড়াও বিভিন্ন ওয়ার্ডে পথকুকুরদের খাবারের জন্য পৃথক জায়গা তৈরি করা হবে। বিনামূল্যে আইনি সহায়তা শিবির, অগ্নিনিরাপত্তা সম্পর্কিত কর্মশালা ও যুবক-যুবতীদের স্বাবলম্বী গড়ে তুলতে স্বনির্ভর কর্মশালার আয়োজন করা হবে।বাজারগুলিতে অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে। সর্বসাধারণের জন্য সীমিত ব্যায়ে কমিউনিটি হল নির্মাণ করার চেষ্টা করা হবে। সমগ্র অঞ্চলে পানীয় জলের অপচয় রুখতে রাস্তার কলগুলিতে ট্যাপ লাগানোর কাজ করা হবে।

প্রথম দফার ভোটের পরই আতঙ্কিত শাহ

প্রতিবেদন : প্রথম দফার ভোটগ্রহণে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ দেখে এবং তৃণমূলের জয়ের আভাস পেয়ে বিজেপি শিবির এবং খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। আর সেই আতঙ্ক থেকেই তিনি হতাশ দলীয় কর্মীদের চাঙ্গা করতে চাইছেন। শুক্রবার অমিত শাহকে তীব্র নিশানা করলেন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা। একই সঙ্গে এদিন নিজেদের জয় নিয়েও আত্মবিশ্বাসী মন্ত্রী।

মন্ত্রী বলেন, প্রথম দফার ভোটের পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ অত্যন্ত আতঙ্কিত। শশী পাঁজার মতে, নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করে এবং বুথে বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে দিয়ে নথিপত্র পরীক্ষার নামে ভোটারদের মধ্যে এক প্রকার 'ভয়ের আবহ' তৈরি করার চেষ্টা করছে বিজেপি। তারা বুঝতে পেরেছে বাংলায় তৃণমূলই ক্ষমতায় ফিরছে। শশীর কথায়, এবারের ভোট প্রতিবাদের ভোট। মানুষ তৃণমূলকে ভোট দিয়েছে। এসআইআরের প্রতিবাদে মানুষ ভোট দিয়েছে। বিজেপি বুঝতে পেরেছে তারা হেরে যাচ্ছে, তাই হতাশা থেকে আতঙ্কিত হয়ে এইদিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলন করে কার্যকতাদের মনোবল বৃদ্ধি করতে চাইছেন। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বর্তমানে তাঁর সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের চেয়ে বাংলায় বিজেপির পূর্ণ সময়ের কর্মীর মতোই বেশি কাজ করছেন!

পুলিশ অবজারভারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন

কমিশনকে নির্দেশ আদালতের

প্রতিবেদন : মগরাহাট পশ্চিমের বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গে লুকিয়ে ট্যুরিস্ট লজে বৈঠকে পুলিশ অবজারভার পুরুষোত্তম দাস। তথ্যপ্রমাণ-সহ অভিযোগ জানিয়েছিল তৃণমূল। আদালতে মামলাও হয়। শুক্রবার সেই মামলার শুনানিতে আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অভিযোগের নিষ্পত্তি করতে নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আদালতের পর্যবেক্ষণ, এসব ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় থাকা জরুরি। এরপর কমিশন কী ব্যবস্থা নেয়, নজর থাকবে সেদিকে। উল্লেখ্য, পুরুষোত্তম দাস মগরাহাট পূর্ব, মগরাহাট পশ্চিম, ডায়মন্ড হারবার ও ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত এক পুলিশ অবজারভার ছিলেন। তার মধ্যে এক কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গে গোপনে ব্যক্তিগত বৈঠক করেছেন।

চিকিৎসককে খুন গ্রেফতার পরিচারিকা

সংবাদদাতা, হাওড়া : বাড়িমালিক চিকিৎসককে কুপিয়ে খুন করে থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করলেন পরিচারিকা। হাওড়ার বালি এলাকার এই ঘটনায় অভিযুক্ত তপতী ওরফে ফুলিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বালির জিটি রোডে বালি গঙ্গা অ্যাপার্টমেন্টের বাসিন্দা ছিলেন রামকৃষ্ণ চালকি (৫৪)। ওই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে পরিচারিকার কাজ করতেন তপতী। বৃহস্পতিবার নিজের ফ্ল্যাটে রক্তাক্ত হয়ে পড়েছিলেন চিকিৎসক। পরিচারিকাই থানায় খবর দেন এবং পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। যুবতী জানান, কাটারি দিয়ে কুপিয়ে বাড়িমালিককে তিনিই খুন করেছেন। খুনের নেপথ্যে প্রাথমিকভাবে চিকিৎসক-পরিচারিকার অবৈধ সম্পর্ক এবং ব্ল্যাকমেলিংয়ের তথ্য পাওয়া চিকিৎসককে ব্ল্যাকমেল করেছিলেন পরিচারিকা তপতী। খুনের মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ট্রাইবুনালের ধীর গতি! হাইকোর্টে যাওয়ার পরামর্শ শীর্ষ আদালতের

প্রতিবেদন : ট্রাইবুনালে নাম নিষ্পত্তি নিয়ে কোনও অভিযোগ থাকলে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের এজলাসে আবেদন করার পরামর্শ দিল শীর্ষ আদালত। এসআইআর-সংক্রান্ত মামলায় শুক্রবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত জানিয়েছেন, ট্রাইবুনালে নাম নিষ্পত্তি নিয়ে আদালতের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হলে হাইকোর্টই সে-বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।

ভোটার তালিকা থেকে সংখ্যালঘু ও নির্দিষ্ট কিছু বিশেষ সম্প্রদায়ের নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগে শীর্ষ আদালতে মামলা দায়ের হয়। এদিন সেই মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে ট্রাইবুনালের ধীরগতি নিয়ে অভিযোগ জানান সাংসদ-আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ২৭ লক্ষ মানুষ ট্রাইবুনালে আবেদন করেছিলেন। তার মধ্যে মাত্র ১৩৬ জনের আবেদনের মীমাংসা হয়েছে। বিপুল পরিমাণ আবেদন পড়ে থাকায় সাধারণ মানুষ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারছেন না, হয়রানি হতে হচ্ছে। তার পরিপ্রেক্ষিতেই প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত জানান, এই বিষয়ে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে যান। তিনিই সিদ্ধান্ত নেবেন।

বৃহস্পতিবারই প্রথম দফায় রাজ্যের ১৫২টি আসনে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। এবার ৯২ শতাংশ ভোট পড়েছে। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, বাংলায় ভোটদানের বেশি হার দেখে একজন ভারতীয় হিসেবে আমি খুবই খুশি। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীও তাঁর খুশি ব্যক্ত করেন। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতাও সহমত পোষণ করেন। তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই মর্মে কমিশনের আইনজীবীকে বাংলায় নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানান। বলেন, ৪ মে নৈশভোজের আমন্ত্রণ রইল, আসুন। প্রথম দফায় ৯২ শতাংশের বেশি ভোট পড়েছে। পরিযায়ী শ্রমিকেরা বাংলায় এসে ভোট দিয়েছেন। উৎসবের মেজাজে স্বতঃস্ফূর্ত ভোট হয়েছে। ফলাফলেও এবার সেই প্রভাব পড়বে। ৪ মে-র পর বিজেপিকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

দলে দলে যোগদান তৃণমূলে

সংবাদদাতা, মগরাহাট : প্রথম দফার ভোট শেষ। বাকি দ্বিতীয় দফার ভোট। এই মাঝের সময়েও বিরোধী শিবিরে ভাঙন অব্যাহত। বিরোধী দল ছেড়ে একের পর এক তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করছেন কর্মী-সমর্থকরা। এবার এই একই ছবি দেখা গেল মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা এলাকায়। শামিম আহমেদের হাত ধরে মগরাহাট পশ্চিমের সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলে বাম পঞ্চায়েত সদস্য-সহ প্রায় শতাধিক বাম কর্মী-সমর্থক যোগদান করলেন। তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিলেন তৃণমূলের প্রার্থী শামিম আহমেদ।

মগরাহাট পশ্চিমের কো-অর্ডিনেটর শামিম আহমেদ শুধুমাত্র প্রচারাভিযানের কাজে থেমে থাকতে চান না। ভোটের প্রার্থী হলেও তাঁর সজাগ দৃষ্টি রয়েছে দলীয় সাংগঠনিক পরিকাঠামোর দিকে। সাংগঠনিক পরিকাঠামো মজবুত করার লক্ষ্যেই নীরবে কাজ করে চলেছেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরুণ তুর্কি সৈনিক।

■ বারুইপুর পশ্চিম কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে শংকরপুর ১ নম্বর পঞ্চায়েতে জনসভায় সাংসদ শতাব্দী রায়। শুক্রবার।

■ মগরাহাট পূর্বের প্রার্থী শর্মিষ্ঠা পুরকাইতের সমর্থনে রোড শোয়ে সাংসদ সায়নী ঘোষ, ব্লক সভাপতি সেলিম লস্কর প্রমুখ।

■ শিবপুর কেন্দ্রের প্রার্থী ডাঃ রানা চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে ইছাপুর জল ট্যাঙ্কের মোড় থেকে কদমতলা পাওয়ার হাউস মোড় পর্যন্ত বুদ্ধিজীবীদের মিছিল।

কেন্দ্রই বলছে দেশের সেরা

(প্রথম পাতার পর)

পড়ুয়ারা মেধার জোরে প্রতিষ্ঠিত হয়—এটাই বাস্তব। বাংলাকে এভাবে অপমান করা উচিত নয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংযোজন— দেশের অন্যতম সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে যাদবপুরের মর্যাদা রয়েছে, এবং যুব সমাজের কণ্ঠস্বরকে দমিয়ে রাখা নয়, বরং সম্মান জানানোই উচিত। তিনি লিখেছেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের গর্ব। আমাদের যুবক-যুবতীরা আমাদের গর্ব। যাদবপুর দেশের এক নম্বরে। আমি মনে করি ছাত্র-যুবদের প্রতিবাদ করা উচিত।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নির্বাচনে নিশ্চিত হার জেনে বিজেপির হিংসা চলছেই। ভোটের রাতেই বিজেপির গুন্ডাদের হাতে আক্রান্ত হলেন তৃণমূল কর্মী পরেশ বর্মন। ঘটনাটি ঘটেছে শীতলকুচির বড় কৈমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাউদিয়া বাজার এলাকায়

আমার বাংলা
25 April, 2026 • Saturday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

প্রার্থী-পরিচয়

বিধানসভা কেন্দ্র শ্যামপুকুর
শশী পাঁজা

বয়স: ৬৩
শিক্ষাগত যোগ্যতা : এমবিবিএস
পেশা : চিকিৎসক
শখ : মানুষের সেবা
নির্বাচনে অংশগ্রহণ : চতুর্থবার বিধানসভায়
কোন কাজে অগ্রাধিকার : অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ণ

বিধানসভা কেন্দ্র রাসবিহারী
দেবাশিস কুমার

বয়স: ৬৬
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্যে স্নাতক
পেশা: ব্যবসা
শখ: কবিতা পড়া
প্রিয় খাবার: মাংস, ভাত
নির্বাচনে অংশগ্রহণ: বিধানসভায় দ্বিতীয়বার
কোন কাজে অগ্রাধিকার: এলাকার সবুজায়ন, সৌন্দর্যায়ন, গোটা এলাকা সিসিটিভির আয়ত্তে আনা

বিধানসভা কেন্দ্র খড়দহ
দেবদীপ পুরোহিত

বয়স: ৫২
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর, এমবিএ
পেশা: সাংবাদিক
শখ: খবর, ক্রিকেট, ফুটবল, ডিবেট
প্রিয় খাবার: ডাল, ভাত, আলু পোস্ত, আলু ভাজা
নির্বাচনে অংশগ্রহণ: প্রথম
কোন কাজে অগ্রাধিকার: শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যানজট ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, খেলাধুলার মানোন্নয়ন

পাথরঘাটা হাসপাতাল-সহ হবে স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির সার্বিক আধুনিকীকরণ

প্রচারে কিসের ওপর জোর? জেতার পর কী পরিকল্পনা? স্থানীয় সমস্যার কীভাবে মোকাবিলা এসব আমাদের প্রতিবেদক সুমন তালুকদারকে খোলাখুলি জানালেন রাজারহাট নিউটাউন বিধানসভার প্রার্থী তাপস চট্টোপাধ্যায়

পাঁচবছরের খতিয়ান?

● রাজারহাট নিউটাউন বিধানসভায় প্রচুর কাজ হয়েছে। তারমধ্যে যেমন রাজ্য সরকার, জেলা পরিষদের আর্থিক সাহায্যে কাজ হয়েছে, তেমনই বিধায়কের নিজের উদ্যোগেও বহু কাজ হয়েছে। রাস্তাঘাট, ড্রেন ছাড়াও ইলেক্ট্রিক চুল্লি হয়েছে, ফায়ার ব্রিগেডের অফিস হয়েছে। স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন রেকজোয়ানি হাসপাতাল, বিধাননগর পুরনিগম পরিচালিত বিদ্যাসাগর মাতৃসদন হাসপাতালের আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে আধুনিক ইউএসজি, ডায়ালিসিস, ডিজিটাল এক্স-রে মেশিন বসানো হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার পরিসব ও পরিকাঠামোর উন্নয়ন করা হয়েছে। ডিরোজিও মেমোরিয়াল কলেজ, সপ্তগ্রাম সর্বেশ্বর হাইস্কুল, হাতিয়াড়া গার্লস হাই মাদ্রাসা, বিষ্ণুপুর স্যার রমেশ ইনস্টিটিউট, বাইগাছি হাইস্কুলের পরিকাঠামোর উন্নয়ন করা হয়েছে। হাতিয়াড়া হাই মাদ্রাসায় সাউন্ডপ্রুফ জেনারেটর দেওয়া হয়েছে। এলাকা ভিত্তিক ৫ অত্যাধুনিক অ্যাম্বুল্যান্স ও একটি শববাহী যান দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বিধায়কের নিজের উদ্যোগে একটি আইসিইউ ভেন্টিলেশান সুবিধা যুক্ত অ্যাম্বুল্যান্স দেওয়া হয়েছে। খেলাধুলার শুবিধার জন্য মাঠগুলির উন্নয়নের পাশাপাশি বাউন্ডারি ওয়াল এবং রাতে খেলার জন্য উচ্চ আলোকস্তম্ভ বসানো হয়েছে। এলাকায় মন্দির, হিন্দু ধর্মস্থান সংস্কারের পাশাপাশি মসজিদ ও মাদ্রাসাগুলির সংস্কারের জন্যও কাজ করা হয়।

আগামী পাঁচবছর কী করবেন?

● পাথরঘাটা হাসপাতাল-সহ অন্যান্য হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির সার্বিক আধুনিকিকরণ করব। স্থানীয় একটি মসজিতের জমিজটের বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে তার সমাধান করবো। নিকাশি ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন ও স্থায়ী সমাধানের জন্য একটি ডিপিআর তৈরি করে কাজ করব। একাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ করবো। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় ও স্থানীয় কিছু সহৃদয় ব্যক্তি আর্থিক সহযোগিতায় শারিরীক এবং মানসিক চাহিদাসম্পন্নদের জন্য বিনামূল্যে বিশেষ রেশনিং ব্যবস্থা করব। এবং সেই রেশন বাড়ি বাড়ি পৌছে দেওয়া হবে। সেইসঙ্গে মানুষের চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়ে এলাকার সার্বিক উন্নয়ন করব।

ভোটদানে দেশে রেকর্ড গড়ল কোচবিহার

সংবাদদাতা, কোচবিহার : ভোটদানে দেশের মধ্যে রেকর্ড গড়ল কোচবিহার। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে প্রথম দফায় কোচবিহারে ভোট পড়েছে ৯৬.০৪ শতাংশ। রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভোট পড়েছে কোচবিহার জেলায়। মেখলিগঞ্জে ভোট পড়েছে ৯৬.৮৭ শতাংশ। মাথাভাঙায় ভোট পড়েছে ৯৫.৯৬ শতাংশ। কোচবিহার উত্তর বিধানসভায় ভোট পড়েছে ৯৫.৪৫ শতাংশ। কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভায় ভোট পড়েছে ৯৪.৭৬ শতাংশ। শীতলকুচি বিধানসভায় ভোট পড়েছে ৯৭.৫৩ শতাংশ। সিতাই বিধানসভায় ভোট পড়েছে ৯৬.৫৪ শতাংশ। দিনহাটা বিধানসভায় ভোট পড়েছে ৯৫.৭ শতাংশ। নাটাবাড়ি বিধানসভায় ভোট পড়েছে ৯৫.৮২ শতাংশ। তুফানগঞ্জ বিধানসভায় ভোট পড়েছে ৯৫.৩৯। কোচবিহার জেলার ন'টি বিধানসভার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভোট পড়েছে শীতলকুচি বিধানসভায়। এই জেলায় সবচেয়ে কম ভোট পড়েছে কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভায়। কোচবিহারের জেলাশাসক জিতিন যাদব বলেন, প্রথম দফার নির্বাচনে রেকর্ড সংখ্যক ভোট পড়েছে কোচবিহারে। এখনও পর্যন্ত এই বিচারে এগিয়ে আছে কোচবিহার জেলা। মূলত অন্য বছর যাঁরা কোনও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেননি তাঁরাও এবার ভোট দিতে ফিরেছেন এই জেলায়। ভোটের আগে নিজেরা গাড়ি ভাড়া করে হলেও জেলায় পৌঁছেছিলেন বিভিন্ন রাজ্যে থাকা পরিযায়ী শ্রমিকেরা। পাশাপাশি এসআইআর তালিকায় নাম ওঠার পরে প্রত্যেক ভোটার ভেবেছেন যে ভোটার তালিকায় নাম রাখতে হলে এবার ভোট দিতেই হবে।

টালিগঞ্জের ১১৩ নম্বর ওয়ার্ডে জনসংযোগের মাধ্যমে প্রচার সারলেন টালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী অরূপ বিশ্বাস। ছিলেন পুরপ্রতিনিধি অনিতা কর মজুমদার ও দলীয় নেতৃত্ব।

বিধাননগরের প্রার্থী সুজিত বোসের সমর্থনে সি জে ব্লকে বাড়ি বাড়ি প্রচারে মেয়র মাননীয়া কৃষ্ণা চক্রবর্তী।

উলুবেড়িয়া পুরসভার ২৪ নং ওয়ার্ডে জনসংযোগ কর্মসূচিতে উলুবেড়িয়া পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

রায়গঞ্জে স্ট্রংরুম পাহারায় ক্যাম্প করে থাকবেন তৃণমূল কর্মীরা

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : লুটেরা বিজেপি। হারের আতঙ্কে আরও উন্মত্তের মতো আচরণ করছে। তাই তৃণমূল কর্মীদের সতর্ক থাকতে হবে, নজর রাখতে হবে স্ট্রংরুমে। ২৪ ঘন্টাই নজর রাখা হবে। ৫ জন করে সব সময় থাকবে। আর বাইরে ক্যাম্প করে ২০০ জন থাকবে। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে তৃণমূল কংগ্রেস প্রস্তুত। শুক্রবার স্ট্রংরুম পরিদর্শনে গিয়ে এমনটাই বললেন রায়গঞ্জের প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণী। এদিন তিনি আরও বলেন, দুই-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া মোটের উপর শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হয়েছে রায়গঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে। তিনি বলেন, নির্বাচন একেবারেই শান্তিপূর্ণ হয়েছে। মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়েছেন। কিন্তু বিকেল তিনটের পর কেন্দ্রীয় বাহিনীর অতি সক্রিয়তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি। যদিও ভোট পার্সেন্টেজকে রেকর্ড মানতে নারাজ তৃণমূল প্রার্থী। তার মতে ভোটারদের নাম ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দিয়ে ভোটাধিকার থেকেই বঞ্চিত করা হয়েছে এবার। তাই এবারে পার্সেন্টেজের হিসেব দেওয়া হচ্ছে।

আমার বাংলা
25 April, 2026 • Saturday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মঙ্গলকোটের রাজপথে নামল জনজোয়ার

পাঠানের রোড-শো ঘিরে ভোটের আগে ‘পাওয়ার প্লে’ তৃণমূলের

সংবাদদাতা, বর্ধমান : তীব্র দাবদাহ উপেক্ষা করেই মঙ্গলকোটের রাজপথে উঠল জনজোয়ার। প্রাক্তন জাতীয় ক্রিকেটার তথা তৃণমূল কংগ্রেসের তারকা প্রচারক সাংসদ ইউসুফ পাঠানের হাত ধরে ভোটের আগে ‘পাওয়ার প্লে’-তে নামল তৃণমূল। রাজ্যে তাপমাত্রার ঊর্ধ্বমুখী পারদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপও। ৪২ ডিগ্রি তাপমাত্রাকে উপেক্ষা করেও দ্বিতীয় দফা নির্বাচনের আগে তৃণমূলের হাইভোল্টেজ প্রচারে রাস্তায় দেখা গেল মানুষের ঢল। ফলে পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোটে তৃণমূল কংগ্রেসের শক্তি প্রদর্শন যেন নতুন মাত্রা পেল ইউসুফ পাঠানের রোড শো-কে ঘিরে। রাস্তার দু’ধারে ছিল উপচে পড়া ভিড়, কেবল দলীয় কর্মী-সমর্থক নন, ছিলেন সাধারণ মানুষও। প্রিয় ক্রিকেটারকে চোখের সামনে একঝলক দেখতে সকলের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। শুক্রবার মঙ্গলকোটের নতুনহাট বটতলা থেকে নদীর ধার পর্যন্ত দীর্ঘ রোড শোয়ে অংশ নেন ইউসুফ পাঠান। হুড খোলা গাড়িতে তাঁর সঙ্গে ছিলেন মঙ্গলকোটের তৃণমূল প্রার্থী অপূর্ব চৌধুরি। প্রচণ্ড রোদেও উৎসাহে ভাটা পড়েনি মানুষের, রাস্তাজুড়ে ছিল শুধুই জনস্রোত। মাঠে যেমন বাউন্ডারি হাঁকিয়ে দর্শকদের মাতাতেন, রাজনীতির ময়দানেও ঠিক একই ভঙ্গিতে ইউসুফের রোড শো কার্যত ‘মেগা ইভেন্টে’ পরিণত হল। রোড শোয়ে ইউসুফ বলেন, মানুষের ভালবাসা ও বিশ্বাসই তাঁর শক্তি। আগামী ২৯ তারিখের ভোটে তাঁকে এবং তাঁর দলকে সমর্থন করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত আরও শক্তিশালী করার আবেদন জানিয়ে তাঁর দাবি, গতবার অপূর্ব চৌধুরি ৫২ হাজারের বেশি ভোটে জয়ী হন, এবার সেই ব্যবধান আরও বাড়াবে। অন্যদিকে, তৃণমূল প্রার্থী অপূর্ব চৌধুরি বলেন, তীব্র গরমেও মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ প্রমাণ করছে, এ হল বাংলার অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। মঙ্গলকোটে অতীতের অশান্তির প্রসঙ্গ উড়িয়ে দিতাঁর দাবি, এখন এলাকা শান্তিপূর্ণ এবং উন্নয়নের পথে এগোচ্ছে।

নতুনহাটে রোড-শোয়ে ইউসুফ পাঠান। পাশে তৃণমূল প্রার্থী অপূর্ব চৌধুরী।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থার পাশাপাশি হবে খেলাধুলোর উন্নয়ন

প্রচারে কীসের ওপর জোর? জেতার পর কী পরিকল্পনা? স্থানীয় সমস্যার কীভাবে মোকাবিলা— এসব আমাদের প্রতিবেদক সুমন তালুকদারকে খোলাখুলি জানালেন খড়দহ বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী দেবদীপ পুরোহিত

প্রচারে কোন কোন বিষয়কে প্রাধান্য দিচ্ছেন

● খড়দহ বিধানসভার বিদায়ী বিধায়ক ছিলেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। ফলে এলাকায় বহু উন্নয়ন কাজ হয়েছে। সেইসব উন্নয়ন ও রাজ্যজুড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সার্বিক উন্নয়ন ও জনমুখী প্রকল্পগুলির কথা যেমন তুলে ধরছি, মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে নিবিড় জনসংযোগ করে বিজেপির মিথ্যাচার, নীতিহীনতার কথা তথ্য-সহ তুলে ধরছি। বাংলার প্রতি, বাঙালির প্রতি বিদ্বেষ, বাঙালি মনীষীদের অপমানের বিষয়গুলিও তুলে ধরছি। মানুষকে বোঝাচ্ছি এই নির্বাচন শুধুমাত্র তৃণমূলকে জয়ী করা বা বিজেপিকে হারানোর নির্বাচন নয়। এই নির্বাচন বাংলার অস্তিত্বের, সম্মানের এবং সংস্কৃতি বাঁচানোর নির্বাচন। ফলে আপনাদের প্রতিটি ভোট এবার বাংলা ও বাঙালির জবাব দেওয়ার ভোট। সারের নামে মানুষের মৃত্যু ও মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার যারা কেড়ে নিতে চাইছে, যারা ধর্মের নামে বাংলায় অশান্তি বাধাবার চেষ্টা করছে তাদের জবাব দেওয়ার ভোট। তাই ভোটের দিন সকাল সকাল জোড়াফুলে ভোট দিয়ে বাংলাকে বাঁচানোর গণতান্ত্রিক লড়াইকে আরও মজবুত করুন।

জিতলে আগামী ৫ বছরে কী কী পরিকল্পনা

● শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যানজট ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির পাশাপাশি খেলাধুলার মানোন্নয়ন করব। শিক্ষার প্রসার ও খড়দহের মানুষের দীর্ঘদিনের চাহিদা একটি মেয়েদের কলেজ এবং কো-এডুকেশন কলেজ করব। খড়দহ বলরাম হাসপাতালে অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করার পাশাপাশি সেখানে ট্রমা কেয়ার ও নিওনেটাল ইউনিট করার উদ্যোগ নেব। যানজট সমস্যার সমাধানের পাশাপাশি যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করব। খেলাধুলার প্রসারের জন্য মাঠগুলোর পরিকাঠামোর উন্নয়ন করব। শিশুদের খেলাধুলা ও বিনোদনের জন্য একাধিক পার্ক তৈরি করব। এছাড়াও মানুষের চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়ে এলাকার সার্বিক উন্নয়ন করব।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই আবার মুখ্যমন্ত্রী হোন চান শহিদের মা

নন্দীগ্রাম

প্রতিবেদন : মান-অভিমানের পালা ভুলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই ফের বাংলার মসনদে দেখতে চান নন্দীগ্রামের শহিদের মা ফিরোজা বিবি। বৃহস্পতিবার অসুস্থ ফিরোজাকে হুইল চেয়ারে বসিয়ে নন্দীগ্রামের জাদুবাড়িচকে ভোট দিতে নিয়ে আসেন তাঁর ছেলে শেখ জহিরুল ইসলাম। ভোট দিয়ে ফিরোজা বিবি জানিয়েও দেন, যতই মান-অভিমান থাক না কেন, তিন মনেপ্রাণে চান বাংলার মসনদে চতুর্থবারের জন্যে বসুন তাঁর নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই। একই কথা ফিরোজা বিবির ছেলে জহিরুলেরও। তিনিও বলেন, মায়ের হাত ধরেই তৃণমূলে যোগ দিই। আর সেদিন থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার কাছে আদর্শ। প্রসঙ্গত, ১৪ মার্চ, ২০০৭ নন্দীগ্রামের জমি আন্দোলনে প্রাণ যায় ফিরোজা বিবির পুত্র শেখ ইমদাদুলের। তারপরও আন্দোলন থেকে সরে যায়নি তাঁদের পরিবার। এরপর বাংলায় রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হলে ২০১১ সালে নন্দীগ্রামের বিধায়ক হন শহিদের মা ফিরোজা বিবি। ২০১৬-য় ফিরোজাকে নন্দীগ্রামের বদলে পশ্চিম পাঁশকুড়া কেন্দ্রের প্রার্থী করা হয়। সেখানেও জয়ী হন তিনি। বিধায়ক হয়ে পাঁশকুড়ার উন্নয়নে নজির গড়েন। তবে বয়সজনিত কারণে সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ান ফিরোজা বিবি। তখন থেকেই তাঁর পুত্র শেখ জহিরুল ইসলাম বিধায়কের প্রতিনিধি হিসাবে পাঁশকুড়ার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে সমাজসেবায় যুক্ত হন। পাঁশকুড়ার মেছোগ্রাম পূর্ণচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়ে ভোট দিয়েছেন জহিরুলও। এবার নির্বাচনে বিধায়ক প্রার্থী থেকে নাম বাদ যায় ফিরোজা বিবির। সেই সময় কিছুটা মান-অভিমান তৈরি হলেও বিদায়ী বিধায়ক ফিরোজা মনেপ্রাণে চান, ফের বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হন তাঁর নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই। বৃহস্পতিবার ভোটদানের পর জহিরুল ইসলাম বলেন, প্রথম দিন থেকে মায়ের সঙ্গে তৃণমূলে আছি। নন্দীগ্রামের জমি আন্দোলনের সময় থেকে আজ পর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের আদর্শ।

নন্দীগ্রামের প্রাক্তন বিধায়ক ফিরোজা বিবি।

ডিলিট প্রিসাইডিং অফিসার তৈবুররা যাচ্ছেন সুপ্রিম কোর্টে

সংবাদদাতা, বহরমপুর : ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্ব সামলে ৯৭ শতাংশ ভোট পোল করিয়েছেন। অথচ নিজের ভোটটাই দিতে পারলেন না। নির্বাচন কমিশনের তুঘলকি সিদ্ধান্তে ডিলিট রঘুনাথগঞ্জ রাধাকৃষ্ণপুরের বাসিন্দা তৈবুর শেখ। বাবা হান্নান শেখ বর্তমানে হান্নান আলি। ফলে পদবির মিস ম্যাচ হওয়ায় তৈবুর ডিলিট ভোটার। তিনি বলেন, নিজের ডিউটি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছি। কিন্তু নির্বাচন কমিশন আমার বা অন্য প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসারদের কথা একবারও ভাবেনি। জানা গিয়েছে, নিজেদের নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে তৈবুরের মতো রাজ্যের মোট ৫৫ প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার আগামী সোমবার সুপ্রিম কোর্টে ট্রাইব্যুনালে আবেদন করতে চলেছেন। তাঁদের সঙ্গেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বাস্থ হবেন লালগোলা, জঙ্গিপুর, বহরমপুর-সহ বিভিন্ন এলাকার প্রচুর ডিলিট ভোটারও।

পর্যটন শিল্পকে উন্নত করাই লক্ষ্য

প্রচারে কীসের ওপর জোর? জেতার পর কী পরিকল্পনা? স্থানীয় সমস্যার কীভাবে মোকাবিলা— এসব আমাদের প্রতিবেদক নকিব উদ্দিন গাজীকে খোলাখুলি জানালেন পাথরপ্রতিমার তৃণমূল প্রার্থী সমীরকুমার জানা

গত ৫ বছরের উন্নয়নের খতিয়ান

● দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের প্রান্তিক এলাকা পাথরপ্রতিমা বিধানসভা এলাকায় একাধিক দ্বীপ রয়েছে, যেখানে মূল যোগাযোগ ব্যবস্থা জলপথ নির্ভর। এই প্রতিকূল ভৌগোলিক পরিস্থিতির মধ্যেই গত পাঁচ বছরে একাধিক উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। নদীমাতৃক এই অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে নদীবাঁধ মজবুত করা এবং ভাঙনরোধে। পাশাপাশি দ্বীপগুলির মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য তৈরি হয়েছে ৩০ থেকে ৩৫টি পাকা ঘাট— রামগঙ্গা, রাক্ষসখালি, পাথরপ্রতিমা বাজার, চাঁদমারি-সহ বিভিন্ন এলাকায়। গাড়ি পারাপারের সুবিধার জন্য চালু হয়েছে পল্টন জেটি, যার মাধ্যমে ভেসেলে করে বোলের বাজার থেকে গোবর্ধনপুর পর্যন্ত গাড়ি পরিবহন সম্ভব হচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য তৈরি হয়েছে একাধিক ফ্লাড সেন্টার। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং বিভিন্ন হেলথ সেন্টারের পরিকাঠামো উন্নত করা হয়েছে। পাশাপাশি পানীয় জল ও বিদ্যুতের পরিষেবা বিস্তৃত করা হয়েছে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত। পর্যটন ক্ষেত্রেও জোর দেওয়া হয়েছে। পাথরপ্রতিমা থেকে সুন্দরবনের কুমির প্রকল্পে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়েছে পাকা রাস্তা, যাতে পর্যটকরা সহজেই সেখানে পৌঁছতে পারেন। এছাড়া মৎস্যজীবীদের জন্য ঘাট ও পরিকাঠামো উন্নয়ন, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে মহিলাদের আর্থিক স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজও হয়েছে।

আগামী ৫ বছরের কী কী পরিকল্পনা

● কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং পর্যটন শিল্পকে আরও উন্নত করাই হবে মূল লক্ষ্য। গোবর্ধনপুর উপকূল এলাকায় পর্যটকদের জন্য কটেজ নির্মাণ, সুন্দরবনের নদীবাঁধ স্থায়ীভাবে শক্তিশালী করা এবং আরও ব্যাপক হারে ম্যানগ্রোভ রোপণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া কলকাতা থেকে সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলে পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর আরও উন্নয়ন, পাথরপ্রতিমা বাসস্ট্যান্ড আধুনিকীকরণ এবং কলেজের পরিকাঠামো সম্প্রসারণের দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হবে। সব মিলিয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত সুন্দরবনের এই দ্বীপাঞ্চলে উন্নয়নের ধারাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

25 April, 2026 • Saturday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

১১
২৫ এপ্রিল ২০২৬
শনিবার

বন দফতরের কড়া পাহারা সত্ত্বেও ভোটকেন্দ্রে হাজির বিখ্যাত হাতি ‘রামলাল’! বৃহস্পতিবার সকালে ঝাড়গ্রামের জিতুশোল আংশিক বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের সামনে তাকে দেখতে ভিড় জমে যায়

হবে কলেজ, চটকলে শোষণ বন্ধ

প্রচারে কীসের ওপর জোর? জেতার পর কী পরিকল্পনা? স্থানীয় সমস্যার কীভাবে মোকাবিলা— এসব আমাদের প্রতিবেদক সুমন তালুকদারকে খোলাখুলি জানালেন ভাটপাড়া বিধানসভার প্রার্থী অমিত গুপ্ত

গত পাঁচ বছরে উন্নয়নের খতিয়ান

● গোটা রাজ্য জুড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে উন্নয়ন ও জনমুখী প্রকল্প চালু করেছেন, তার সুফল থেকে বঞ্চিত হয়নি ভাটপাড়াও। এখানকার বিজেপি বিধায়ক কোনও কাজ করেননি। সাধারণ মানুষ তাঁর টিকিও দেখতে পাননি। তা সত্ত্বেও মানুষকে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে রাজ্য সরকার। বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষকে এইসব কথাই বলছি, আর তাতে ভালো সাড়াও পাচ্ছি।

আগামী পাঁচ বছর কী কী কাজের পরিকল্পনা?

● আমি এবার প্রথম বিধানসভা ভোটে লড়ছি। ভাটপাড়ার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি, স্থানীয় ছেলেমেয়েদের জন্য একটা কলেজের। জিতলে প্রথমে এই কাজটাই আগে করব। সেই সঙ্গে মানুষদের উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালের আধুনিকীকরণ করে একে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পরিণত করব। জুটমিলের শ্রমিকদের উপর নানাভাবে শোষণ চলে, সেই শোষণ বন্ধ করে তাঁরা যাতে সঠিক পারিশ্রমিক ঘরে নিয়ে যেতে পারেন তার ব্যবস্থা করব। ঘরে ঘরে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেব। ভাটপাড়ার বিজেপি বিধায়ক বছরের বেশি সময় বাইরে থাকেন। এলাকার মানুষের কোন খোঁজ নেন না, তাঁদের পরিষেবা দেন না। তিনি ভাটপাড়ার বাসিন্দাও নন। আমি এখানকার ভূমিপুত্র, আমি এলাকার মানুষদের বিধায়ক হিসেবে সব রকম পরিষেবা দেব। মানুষের পাশে থেকে তাদের সমস্যার সমাধান করব। এছাড়াও মানুষের চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়ে এলাকার সার্বিক উন্নয়ন করব।

কাজের চাপে আবার মৃত্যু হল বিএলও-র

পিন্টু সেনগুপ্ত।

সংবাদদাতা, বর্ধমান : এসআইআরে-র চাপে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি মারা গিয়েছেন বিএলওরাও। সেই মৃত্যুমিছিল এখনও থামছে না। শুক্রবার প্রবল কাজের চাপে কর্মরত অবস্থাতেই বিএলও-র মৃত্যু হল। কালনা মহকুমাশাসকের দফতরে নির্বাচনী কাজ করার সময় অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই বিএলও। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে কালনা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত বিএলও-র নাম পিন্টু সেনগুপ্ত। কালনার মধুবন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ১৯১ পার্টের বিএলও ছিলেন। সহকর্মী বিশ্বজিৎ সাহা জানিয়েছেন, আমরা সমস্ত বিএলও পোস্টাল ব্যালটের কাজ করছিলাম বিডিও অফিসে, সেই সময় হঠাৎ পিন্টু অসুস্থ হয়ে পড়েন। আপনারা জানেন, অত্যাধিক গরম এবং প্রচুর কাজের চাপ, এই দুই কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ে পিন্টু। তাঁর শরীর খারাপ লাগায়, কিছুক্ষণ বসে থাকেন তারপরই গুরুতর অসুস্থ বোধ করলে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। হাসপাতালে আসার পর কর্তব্যরত ডাক্তার তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

সমীরের সমর্থনে দেবের প্রচার

সংবাদদাতা, নদিয়া : নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জে বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী সমীরকুমার পোদ্দারের হয়ে শুক্রবার দুপুরে জনসভার আয়োজন করে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলার সুপারস্টার ও সাংসদ দীপক অধিকারী ওরফে দেব। হেলিপ্যাড ময়দান থেকে জনসভা, বিপুল মানুষের জনসমাগম ও উচ্ছ্বাস একটাই বার্তা দেয় এবারও তৃণমূল আসছে। মোদি এসে সভা করুন এবং মিথ্যাচার করুন, বিজেপির ভরাডুবি কেউ ঠেকাতে পারবে না বলে জানান নদিয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি দেবাশিস গাঙ্গুলি।

আউশগ্রামে অভিনব প্রচার করলেন তৃণমূল প্রার্থী শ্যামাপ্রসন্ন লোহার। গ্রামের সনাতন যানবাহন হল গরুরগাড়ি। আজও মানুষ বা সামগ্রী পরিবহণে বহু জায়গাতেই ব্যবহৃত হয় গরুরগাড়ি। সেই গরুরগাড়ি চেপেই গ্রামে গ্রামে ঘুরলেন প্রার্থী শ্যামাপ্রসন্ন। অভিনব প্রচার দেখতে ভেঙে পড়লেন গ্রামের লোক।

শাহনওয়াজের হয়ে প্রচার শুরু করলেন কাজল শেখ

সংবাদদাতা, বর্ধমান : প্রার্থী শেখ শাহনওয়াজের হয়ে প্রচারে প্রচারে গিয়ে কেতুগ্রামে তৃণমূলের ইস্তেহার প্রকাশ করলেন হাসন বিধানসভার প্রার্থী কাজল শেখ। দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রামে প্রচার তুঙ্গে। শুক্রবার পালিটা অঞ্চলে আয়োজিত জনসভায় কাজল জানান, বীরভূমে ২৩ এপ্রিল ভোটপর্ব শেষ হয়েছে। ২৪ থেকে তিনি কেতুগ্রামে বাড়ি বাড়ি গিয়ে শাহনওয়াজের হয়ে প্রচার চালাবেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের বার্তা পৌঁছে দেবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগে কাজল অভিযোগ করেন, আবাস যোজনা ও ১০০ দিনের কাজের টাকা আটকে রাখা হয়েছে। পাশাপাশি ১৫ লক্ষ টাকা ও বছরে ২ কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি। বিরোধীরা মানুষের মধ্যে ধর্মীয় বিভাজন তৈরি করার চেষ্টা করছে। ২০১১ সাল থেকে বাংলায় অভাবনীয় উন্নয়ন হয়েছে। প্রায় ১০৫টি প্রকল্প মানুষের জীবনে পরিবর্তন এনেছে।

শেখ শাহনওয়াজের সমর্থনে আয়োজিত সভায় বক্তা কাজল শেখ।

স্বপনের সমর্থনে শ্রাবন্তীর রোড শোয়ে বিপুল সাড়া

সংবাদদাতা, বর্ধমান : বিদায়ী মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের সমর্থনে অভিনেত্রী শ্রাবন্তীর রোড শোতে জনজোয়ার দেখা গেল। পূর্বস্থলী দক্ষিণের তৃণমূল প্রার্থী স্বপনের সমর্থনে রোড শো করলেন শ্রাবন্তী। চড়া রোদের তেজকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মানুষের ঠাসা ভিড়ে অভিভূত শ্রাবন্তী। রোড শো শুরু হয় নাদনঘাট নিমতলা বাজার থেকে। শেষ হয় নান্দাই ব্রিজ এলাকায়। প্রায় ১০ কিমি দীর্ঘ এই রোড-শোয়ে মানুষের যোগদান দেখে উচ্ছ্বসিত শ্রাবন্তী ও স্বপন। স্বপন বললেন, ‘মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত সাড়াই বলে দিচ্ছে ভোটের ফল কী হবে।’ স্বপনের ছায়াসঙ্গী ব্রজ নাথ, রাকেশ রায়, পরিতোষ দত্তরা বলছিলেন, উনি শুধু জিতবেন তাই নয়, গতবারের তুলনায় মার্জিন অনেকটাই বাড়বে। অভিভূত শ্রাবন্তী বলে যান, এত মানুষ রাস্তায় নেমেছেন! স্বপনদা যে সহজেই জিতবেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

জোড়া ইস্যুর উপর এবারে প্রচার করছেন স্বপন। এক হচ্ছে, গোটা রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা জুড়ে প্রভূত উন্নয়ন। আর এসআইআরকে কেন্দ্র করে মানুষের চরম হয়রানি, উদ্বেগ। উন্নয়নের তালিকায় রয়েছে শ্রীরামপুরে আধুনিক পরিষেবাযুক্ত হাসপাতাল ও স্টেডিয়াম তৈরি, শ্রীরামপুর ও ধাত্রীগ্রামে তাঁত কাপড়ের হাট, কচুরিপানা থেকে হস্তশিল্পসামগ্রী তৈরির হাব। কদিকে পরিকাঠামোগত উন্নতি আর কর্মসংস্থানের নানান ক্ষেত্র তৈরি। আর এসআইআর যন্ত্রণার কথা মনে করিয়ে রাস্তার দু’পাশের ভিড়ের উদ্দেশে স্বপনের আহ্বান, ‘কাজ বন্ধ করে কষ্ট স্বীকার করে শুনানির লাইনে দাঁড়াতে হয়েছে আপনাদের। এর জবাব দিতে হবে। ঘাস-ফুলের বোতাম টিপে এই হয়রানির প্রতিবাদ করুন।

বিজেপি নেতাদের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে কাজল বলেন, ফল ঘোষণার দিন তাঁরা একসঙ্গে বসে বড় স্ক্রিনে ফলাফল দেখবেন এবং জয় উদযাপন করবেন। তাঁর আরও দাবি, কেতুগ্রামে শাহনওয়াজ কমপক্ষে ৫০ হাজার ভোটে জয়ী হবেন।

শাহনওয়াজ বলেন, সিপিএম গত বিধানসভা নির্বাচনে একটি আসনও পায়নি। কেতুগ্রামে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রয়েছে, ভাঙরের মতো হিংসার রাজনীতি নেই। কাঁদরা হাসপাতালকে রুরাল হাসপাতালে উন্নীত করা, রাধাকান্ত কুণ্ডু কলেজে নতুন বিভাগ খোলা, মাছন্দি ও গঙ্গাচুরি চেক ড্যাম নির্মাণ এবং সেচব্যবস্থার উন্নয়নসহ কৃষিক্ষেত্রে বিস্তৃত পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে।

দিল্লি দরবার

25 April 2026 • Saturday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিয়েবাড়িতে আনন্দ করে আর ফেরা হল না। বেপরোয়া ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণ হারালেন এসইউভির অন্তত ৫ জন যাত্রী। গুরুতর জখম ৪। মহারাষ্ট্রের ভাণ্ডারা জেলার ঘটনা

জ্ঞানেশের অপসারণ চেয়ে ফের ইমপিচমেন্ট-নোটিশ বিরোধীদের

নয়াদিল্লি : মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে অপসারণ করতে ফের কোমর বেঁধে নেমে পড়ল বিরোধীরা। শুক্রবার রাজ্যসভার মোট ৭৩ জন বিরোধী সাংসদের স্বাক্ষর করা ইমপিচমেন্ট প্রস্তাবের নোটিশ জমা দেওয়া হল সংসদের সচিবালয়ে। এই নোটিশে জ্ঞানেশের বিরুদ্ধে মোট ৯টি গুরুতর অভিযোগ এনেছেন বিরোধীরা। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, ১৮ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণ নিয়েও জানানো হয়েছে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ। বিরোধীদের অভিযোগ, ৫

উদ্যোগী তৃণমূল

রাজ্যের নির্বাচন চলার সময় জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যম আকাশবাণী, দূরদর্শন এবং সংসদ টিভিকে নিজের এবং দলের স্বার্থে ব্যবহার করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁকে সেই সুযোগ করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। সেদিন প্রধানমন্ত্রী তাঁর ১৮ মিনিটের ভাষণে সংসদে ডিলিমিটেশন বিল আটকে যাওয়া এবং সেইসূত্রে মহিলা সংরক্ষণ সংশোধনী বিল আটকে যাওয়ার দায় চাপিয়ে দিয়েছিলেন বিরোধীদের উপরেই। এর নৈতিকতা, বৈধতা এবং এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধী সাংসদরা। ৭০০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এ ব্যাপারে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি দিয়ে ব্যবস্থাগ্রহণের দাবি জানালেও কোনও পদক্ষেপ করেননি তিনি।

লক্ষণীয়, নতুন করে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাবের নোটিশ পেশ করার ক্ষেত্রেও অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে তৃণমূলই। বিরোধীদের পক্ষ থেকে এদিন নোটিশটি রাজ্যসভার সেক্রেটারি জেনারেলের কাছে পেশ করেন রাজ্যসভায় তৃণমূলের ডেপুটি লিডার সাগরিকা ঘোষ। দলনেতা ডেরেক ও ব্রায়েন জানালেন, ইমপিচমেন্ট প্রস্তাবের নোটিশ দেওয়ার জন্য রাজ্যসভার ৫০ সদস্যের স্বাক্ষর জরুরি। কিন্তু এক্ষেত্রে ২৩ জন বেশি সদস্য স্বাক্ষর করেছেন নোটিশে। প্রস্তাবের সমর্থনে এগিয়ে এসেছে কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, আরজেডি, আপ, শিবসেনা(উদ্ধব), এনসিপি(শরদ পাওয়ার)-সহ বিভিন্ন সমমনোভাবাপন্ন দল।

উল্লেখ্য, এর আগে রাজ্যসভার ৬৩ জন এবং লোকসভার ১৩০ জন বিরোধী সাংসদ জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ চেয়ে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাবের নোটিশে স্বাক্ষর করেছিলেন। গত ১২ মার্চ সেই নোটিশ আলাদাভাবে পেশ করা হয়েছিল রাজ্যসভা এবং লোকসভায়। এই ধরনের নোটিশ পেশ করতে রাজ্যসভার ৫০ এবং লোকসভার ১০০ সদস্যের সই জরুরি হলেও নোটিশে সই করেছিলেন ৪৩ জন সাংসদ। তখনও এই নোটিশ পেশ করতে মূল উদ্যোগ নিয়েছিল তৃণমূলই। অদ্ভুত ব্যাপার, নোটিশ পেশ করার পর পুরোপুরি নিশ্চুপ ছিল উভয় কক্ষই। ৬ এপ্রিল কোনও কারণ না দেখিয়েই সংসদের উভয়কক্ষে খারিজ হয়ে যায় ইমপিচমেন্ট প্রস্তাবের নোটিশ। যে নোটিশে কমিশনকে বিজেপির স্বার্থে ব্যবহারের অভিযোগ আনা হয়েছিল মুখ্য নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে। অভিযোগ উঠেছিল চরম দুর্ব্যবহার এবং ক্ষমতা অপব্যবহারের।

৭০ বছরের বৃদ্ধকে মারধর, প্রস্রাব পান করানো হল বিজেপি রাজ্যে

ভোপাল বিজেপির মধ্যপ্রদেশে ফের আমানবিক ঘটনা। এক বৃদ্ধকে মারধর করে পান করানো হল প্রস্রাব। ঘটনাটি ঘটেছে রাজগড় জেলার মতিপুরা গ্রামে। ৭০ বছর বয়সি ওই বৃদ্ধকে একদল লোক জোর করে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায় একটি নির্জন স্থানে। সেখানে তাঁকে মারধরের পর মদের বোতল থেকে প্রস্রাব পান করতে বাধ্য করা হয়। কেন এই অত্যাচার? হামলাকারীদের অভিযোগ, ওই বৃদ্ধের ছেলে তাদের পরিবারের এক মহিলাকে নিয়ে চম্পট দিয়েছে। বৃদ্ধের ছেলে এবং ওই

মহিলাকে খুঁজতে যাওয়ার অছিলায় বৃদ্ধকে তুলে নেওয়া হয় গাড়িতে। মেয়েটির পরিবার ও আত্মীয়স্বজনরা দু'টি গাড়িতে রাইসেনে যান। কিন্তু সেখানেও দু'জনকে খুঁজে না পাওয়ায় প্রায় ১২ জন মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে বৃদ্ধের উপরে। মারধরের পর প্রস্রাব পানের পর সেই দৃশ্যের ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়া হয় অনলাইনে। অদ্ভুত ব্যাপার, বুধবার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও এখনও কাউকেই গ্রেফতার করেনি গেরুয়া পুলিশ। দু'জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে।

কালাজাদু? মায়ের মুণ্ডচ্ছেদ করে সারারাত জঙ্গলে কাটাল মেয়ে

গুয়াহাটি: ধারালো অস্ত্র দিয়ে মায়ের মুণ্ডচ্ছেদ করে সেই মুণ্ড হাতে নিয়ে সারারাত জঙ্গলে বসে রইল মেয়ে। তার আক্রমণে গুরুতর জখম হয়েছেন বাবা এবং বোনও। ভয়ঙ্কর এই ঘটনাটি ঘটেছে অসমের পশ্চিম কার্বি আংলং জেলায়। প্রাথমিক তদন্তের পরে পুলিশ জানিয়েছে, বৈথালাংসো থানার দেরামুখ লালুং গ্রামের বাসিন্দা পূজা মালাং তার মা ৪২ বছরের ওনুমাই মালাংয়ের উপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বুধবার রাত ১০টা নাগাদ। সম্ভবত পুরানো ঝগড়ার পরিণতিতে এই খুন। পূজাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে কাঁচি, তেল, সিঁদুর এবং একটি মাটির পাত্র-সহ পুজোর নানা উপকরণ। এই ঘটনার নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ আছে কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তবে স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, মেয়েটি কালা জাদু করত। মদ্যপ অবস্থাতেই মাকে এমন নৃশংসভাবে খুন করে সে। বাধা দিতে গিয়ে গুরুতর জখম হন তার বাবা ও বোন।

মণিপুর থেকে এয়ারলিফট নেতানিয়াহুর সেনার

ইজরায়েলে ফিরে যাচ্ছেন পাহাড়-জঙ্গলের ইহুদিরা

ইম্ফল: আশ্চর্যজনক বলে মনে হতেই পারে। কিন্তু এটাই ঘটনা, মণিপুর এবং মিজোরামের পাহাড়ি এলাকা থেকে এয়ার লিফট করে ইহুদিদের প্রাচীন জনজাতির লোকজনকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ইজরায়েল। উত্তর-পূর্বের পাহাড়ি রাজ্যগুলোতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে 'বনে মেনাশে' গোষ্ঠীর প্রায় ৫০০০ হাজার ইহুদি। স্থানীয়ভাবে তারা কুকি হিসেবেই পরিচিত। তাদের মধ্যে ২৫০ জনকে প্রথম দফায় তেল আভিভে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছে ইজরায়েলি সেনা। দিল্লি এয়ারপোর্ট থেকে বিশেষ বিমানে তেল আভিভে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বৃহস্পতিবার। ইজরায়েলের অভিবাসন মন্ত্রী ওফির সোফার সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, প্রতি বছর বনে মেনাশে গোষ্ঠীর ১২০০ ইহুদিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে তাদের দেশে। এরজন্য গত বছরই বিপুল অঙ্ক বরাদ্দ করেছে নেতানিয়াহু সরকার। মণিপুর, মিজোরাম থেকে বনে মেনাশে ইহুদিদের ইজরায়েলে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার এই সেনা তৎপরতার নাম দেওয়া হয়েছে 'অপারেশন উইংস অফ ডন'।

প্রশ্ন উঠতেই পারে, হঠাৎ এমন তৎপরতার কারণ কী? উত্তর-পূর্বের পাহাড়ি এলাকায় কীভাবে বসবাস শুরু করল ইহুদিরা? জানা গিয়েছে, বনে মেনাশে ইহুদিদের ১০টি লস্ট ট্রাইবের অন্যতম। ইতিহাস বলছে, ৭২২ সালে অ্যাসিরিয়রা যখন হামলা চালিয়েছিল ইজরায়েলে, তখন ছন্নছাড়া হয়ে যায় সেখানকার ১০টি জনগোষ্ঠী। প্রাণ বাঁচাতে ১০ হাজার মেনাশে পারস্য, আফগানিস্তান, তিব্বত এবং চিন পার হয়ে চলে আসে ভারতে। ইজরায়েলের ঘোষিত নীতি, ইহুদিরা পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন, যে কোনও সময়ই দেশে ফিরতে পারেন তাঁরা। সেই নীতি মেনেই ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাঁদের। তবে এর সঙ্গে মণিপুরের গোষ্ঠী সংঘর্ষের আদৌ কোনও সম্পর্ক আছে কি না তা কিন্তু স্পষ্ট নয়। লক্ষণীয়, মণিপুরের কুকিদের একটা বড় অংশ খ্রিস্টধর্মাবলম্বী হলেও মেনাশেরা এখনও ধরে রেখেছে নিজেদের ধর্ম পরিচয় এবং ইহুদি সত্তা। যদিও মুখের গঠনে অনেকটা মঙ্গোলিয়ান ছাপ। ভারত জন্মভূমি হলেও আর্থিক উন্নতির স্বপ্ন নিয়ে মেনাশেরা অনেকেই আগ্রহী নাড়ির টানে পূর্বপুরুষের ভূমিতে ফিরে যেতে। যুদ্ধ-বিগ্রহে দেশের শ্রমিক ঘাটতি মেটাতে তাঁদের স্বাগত জানাচ্ছে ইজরায়েল।

আইনজীবীর আত্মহত্যা

কানপুর: বাবার দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে আদালত ভবনের ৫ তলা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মঘাতী হলেন ২৪ বছর বয়সের এক আইনজীবী। হত আইনজীবী প্রিয়াংশু ৫ তলায় বসে ফোনে কথা বলার পর ছাদ থেকে ঝাঁপ দেন বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। তার আগে দুই পৃষ্ঠার একটি সুইসাইড নোট শেয়ার করেছে হোয়াটসঅ্যাপে। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার। উত্তরপ্রদেশের কানপুর আদালতে। সুইসাইড নোটে তিনি লিখেছেন, আমি সকল বাবা-মায়ের কাছে আবেদন করছি, তারা যেন তাঁদের সন্তানদের কেবল ততটুকুই কষ্ট দেন, যতটুকু সহ্য করতে পারবেন। বাবা যেন আমার মৃতদেহ স্পর্শ না করতে পারেন। আমি হেরে গেছি, বাবা জিতে গেছেন। লাভ ইউ মা। প্রিয়াংশু লিখেছেন, ৬ বছর বয়সে ফ্রিজে রাখা আমের রস পান করেছিলাম বলে বাবা আমাকে বিবস্ত্র বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলেন। সেই শুরু।

শেষকৃত্য থেকে ফেরার পথে গাড়োয়ালে গভীর খাদে ভ্যান, মৃত অন্তত ৮

দেরাদুন: হরিদ্বার থেকে ফেরার পথে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। উত্তরাখণ্ডের তেহরি গাড়োয়ালে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল অন্তত ৮ জনের। বৃহস্পতিবার দুপুরে চম্বা-কোটি ন্যাল মার্গ সংলগ্ন ন্যাল এলাকার কাছে হঠাৎ করেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবোঝাই একটি পিকআপ ভ্যান গভীর খাদে পড়ে যায়। এদিনের দুর্ঘটনায় আরও ২ জন গুরুতর জখম হয়েছেন। তাদের অবস্থা রীতিমতো আশঙ্কাজনক। পুলিশ সূত্রে খবর, দুর্ঘটনায় মৃতরা ঘনসালি এলাকার চাঞ্জি, ঠেলা এবং চকরেডা গ্রামের বাসিন্দা। তাঁরা স্থানীয় এক ব্যক্তির শেষকৃত্য করতে হরিদ্বারে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে বাড়ি ফেরার পথেই এই দুর্ঘটনার মুখে পড়েন তাঁরা। ঘটনাস্থলেই কয়েকজনের মৃত্যু হয়।

চম্বা থানার পুলিশ এবং রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর দল খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। তেহরি গাড়োয়াল জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা আধিকারিক ব্রিজেশ ভট্ট ৮ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন। এসডিআরএফ কর্মী, স্থানীয় পুলিশ ও দমকল বাহিনীর সদস্যরা উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে। দুই আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আহতদের যথাযথ চিকিৎসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফে। নিহত সাতজন হলেন থেলা, ঘানসালি, তেহরির বাসিন্দা আশা লাল (৪০), মহাবীর (৬০) বিজয় লাল (৩৬), প্রেম লাল (৬০), শিব সিং (৩৫), শিব সিং (৩৫), সেহাত লাল (৬৫), লক্ষণ (৩৩)।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিজেপির 'অপারেশন লোটাস'-এর ধাক্কা আপে। রাজ্যসভার সাংসদ রাঘব চাড্ডা শুক্রবার জানান, সন্দীপ পাঠক, অশোক মিত্তল, হরভজন সিং, স্বাতী মালিওয়াল ও তিনি বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন। এর ফলে রাজ্যসভায় আপ কমে ৩ হবে বলে তাঁর দাবি। এই পদক্ষেপের কড়া নিন্দা করেছে আপ

দেশ বিদেশ

১৩
২৫ এপ্রিল ২০২৬
শনিবার

বিহারের সাহস আছে?

(প্রথম পাতার পর)

আর বাংলায় এসে গঙ্গাবিহার করে ফটো তুলছেন? এদিন সকালে গঙ্গাবক্ষে নরেন্দ্র মোদির 'বিশেষ ফটোশুট' নিয়ে ইতিমধ্যেই সমাজমাধ্যমে হাসাহাসি শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর এই নৌকাবিহার নিয়ে মোক্ষম খোঁচা দিয়েছেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা বেলেঘাটার প্রার্থী কুণাল ঘোষ। তিনি বলেন, দেখুন উনি ফটোশুট করছেন! কলকাতায় ক্যামেরা হাতে ছবি তুলে পোস্ট করছেন আর মণিপুর জ্বলছে! প্রধানমন্ত্রীর মণিপুর যাওয়ার সময় হচ্ছে না। মণিপুরের সৌন্দর্য দেখতে যান না! কলকাতা এত শান্তির জায়গা যে, নরেন্দ্র মোদি এই ভয়ঙ্কর গরমের মধ্যেও গায়ে শাল দিয়ে ছবি তুলতে বেরিয়েছেন! মাথায় সমস্যা হলে এই জিনিস দেখা যায়। মিঠুন চক্রবর্তী গরমকালে জোব্বা, মাথায় টুপি পরেন— এগুলো বৈশিষ্ট্য! যখন এগুলো দেখবেন, বুঝে নেবেন বিষয়টা স্বাভাবিক নেই। তাঁর স্পষ্ট দাবি, নমামী গঙ্গের টাকা দেওয়ার নাম নেই। গঙ্গা সংস্কারের ক্ষেত্রে কেন্দ্র দায়িত্ব পালন করছে না!

জিতে গিয়েছে তৃণমূল

(প্রথম পাতার পর)

যোগ্য জবাব দিয়ে দিয়েছেন বাংলার মানুষ! এবার গণতান্ত্রিকভাবে বদলা নেওয়া হচ্ছে!

এদিন নির্বাচনী প্রচারে প্রধানমন্ত্রী যেভাবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে কুরুচিকর কুৎসা রটিয়েছেন, তার তীব্র নিন্দা করেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তৃণমূলনেত্রীর কথায়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের যে ভাষায় আক্রমণ করছেন, তার নিন্দার ভাষা নেই! বাংলার ছাত্রসমাজ, যুবসমাজ এর প্রতিবাদ করবে! ভিনরাজ্যে বাংলায় কথা বললেই অনুপ্রবেশকারী বলে দাগিয়ে দেয়। হোটেল ভাড়া অবধি দিতে চায় না। তারাই আবার বাংলায় এসে ভোট চান। ওদের লজ্জা হওয়া উচিত! এদিন হাওড়ার উন্নয়ন নিয়েও একাধিক কাজের কথা উল্লেখ করেন তৃণমূলনেত্রী। তিনি বলেন, হাওড়ার শহরের ড্রেনেজ সিস্টেমের উন্নতির জন্য একটি বড় প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। সেটা শীঘ্রই কার্যকর হবে। পাশাপাশি হাওড়া স্টেশনকে আন্তর্জাতিক মানের স্টেশনে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা আমি রেলমন্ত্রী থাকাকালীন করেছিলাম। এছাড়াও দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়, বেলুড় মঠ স্টেশনের আধুনিকীকরণের কাজও আমার আমলে হয়েছিল। বাংলা এখন পর্যটন ও শিল্পের অন্যতম ডেস্টিনেশন পয়েন্ট হয়ে উঠেছে।

প্রথম দফার ভোটেই সেঞ্চুরি

(প্রথম পাতার পর)

যে-ই বুঝতে পেরেছে তৃণমূল আমাকে ঘাড় ধরে জেলে ঢোকাবে— ২০২১ সালে গিয়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছে। আগে চোর, ডাকাত, খুনিরা জেলে যেত এখন বিজেপিতে যায়। যার বিরুদ্ধে পুলিশ অভিযান চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছিল— আমার মনে আছে, চার বছর আগে একটা মামলাও হয়েছিল, সেই গোবিন্দ হাজরা হচ্ছেন বিজেপি প্রার্থী! আমাদের জগৎবল্লভপুরের প্রার্থীও দীর্ঘদিন তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত।

এদিন রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের খতিয়ান তুলে ধরে অভিষেক জানান আগামী দিনে এই দুই কেন্দ্রের জন্য সমস্যা সমাধানে কী কী কাজ করা হবে। বাংলার বাড়ি, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, যুবশ্রী, খাদ্যসাথী, স্বাস্থ্যসাথী-সহ বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা মানুষ পেয়েছেন। আমি আমার রিপোর্ট কার্ড দিলাম। বিজেপির ক্ষমতা আছে রিপোর্ট কার্ড দেবে? প্রথম দফার ভোটের পর ছটফটানি দেখতে পাচ্ছেন? আমি রাজনৈতিক ভবিষ্যদ্বাণী করি না। কিন্তু যখন করি তখন মেলে। ২১-এ মিলেছে, ২৪-এও মিলেছে, ২৬-এও মিলবে। আমি বলে দিয়ে যাচ্ছি তৃণমূল কংগ্রেস প্রথম দফায় গতকাল সেঞ্চুরি পার করে দিয়েছে। গুজরাতের গুন্ডারা বাংলায় এসে মস্তানি করছে। সৎ সাহস থাকলে চার তারিখ বেলা বারোটার পর ওনারা থাকুন, দেখা হবে। খালি নির্বাচনের সময় কেন, সারা বছর বাংলায় আসুন। শিঙাড়া খান, রোল খান, কচুরি খান কোনও অসুবিধা নেই। দেখুন বাংলা কত সুন্দর! প্রধানমন্ত্রী ঘুরে ঘুরে বাংলাকে এইভাবে না দেখালে দেশের মানুষ জানতে পারত না বাংলা কত সুন্দর। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা মাটি মানুষদের সরকারের পর্যটন বিভাগের সবথেকে বড় অ্যাম্বাসাডার হল নরেন্দ্র মোদি। ইলেকশনের আর পাঁচ দিন। তারপর বিজেপির নেতারা সব ভোকাট্টা হয়ে যাবে। আর এদের দেখতে পাবেন না। আগে জয় শ্রীরাম বলত, এখন বলছে জয় মা দুর্গা! বাঙালিকে পাল্টাতে এসে ওরা নিজেরাই ভোকাট্টা হয়ে গেছে।

মুখরক্ষায় দায়সারা বিবৃতি বিদেশমন্ত্রকের

'বন্ধু' ট্রাম্পের নরক-মন্তব্যের বিরোধিতা নেই মোদির মুখে!

কীসের ভয়ে চুপ প্রধানমন্ত্রী?

নয়াদিল্লি: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে 'বন্ধুত্ব' নিয়ে প্রায়শই গর্ব করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এবার তথাকথিত সেই বন্ধুই বেকায়দায় ফেললেন মোদিকে। ভারতকে নরককুণ্ড বলে অভিহিত করেছেন ট্রাম্প। আর অবস্থা এমনই, ট্রাম্পের রোষে পড়ার ভয়ে তার প্রতিবাদে কোনো কথা নেই মোদির মুখে। শেষপর্যন্ত মুখ বাঁচাতে দায়সারা বিবৃতি দিয়ে ট্রাম্পের মন্তব্য খণ্ডনের চেষ্টা করল বিদেশ মন্ত্রক।

সম্প্রতি এক পডকাস্টে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সরাসরি বলেন, ভারত একটি নরককুণ্ড এবং ভারতীয়রা ল্যাপটপধারী গ্যাংস্টার। শুধুমাত্র ভারত নয়, চিন-সহ একাধিক দেশকেই নরক বলেই তোপ দাগেন ট্রাম্প। রেডিও পডকাস্টে জন্মসূত্রে মার্কিন নাগরিকত্ব প্রদানের ইস্যুটি তোলা হলে ট্রাম্প বলেন, ভারত, চিন বা অন্যান্য হেলহোল থেকে সকলে আসে, নবম মাসে আমেরিকায় এসে সন্তানের জন্ম দেয়, সেই সন্তান সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন নাগরিক হয়ে যায়।

তারপর সেই সন্তানের গোটা পরিবার আমেরিকায় এসে নাগরিক হয়ে যায়। একইসঙ্গে আমেরিকায় কর্মরত ভারতীয়দের নাম না করে 'ল্যাপটপ থাকা গ্যাংস্টার' বলেও আক্রমণ শানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তাঁর অভিযোগ, আমেরিকা ছাড়া বিশ্বের আর কোনও দেশে জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব দেওয়া হয় না। যদিও তাঁর এই দাবি সঠিক নয় বলেই জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ মহলের একাংশ।

এদিকে ভারতকে নরককুণ্ড বলার খবর সামনে আসতেই নিন্দার ঝড়। কথায় কথায় ট্রাম্পকে 'বন্ধু' বলে দাবি করা মোদি এই ইস্যুতে কেন কিছু বলছেন না, সেই প্রশ্নও ওঠে। শেষমেশ মুখ বাঁচাতে সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের নরক-মন্তব্যের নিন্দা করেছে বিদেশ মন্ত্রক। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল ট্রাম্পের মন্তব্যকে তাঁর অজ্ঞতার পরিচয় হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমরা এই মন্তব্যগুলো দেখেছি। এরপর মার্কিন দূতাবাসের জারি করা পরবর্তী বিবৃতিও দেখেছি। মন্তব্যগুলো স্পষ্টতই অজ্ঞতাপ্রসূত, অনুপযুক্ত এবং কুরুচিপূর্ণ। এগুলো অবশ্যই ভারত-মার্কিন সম্পর্কের বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করে না, যা দীর্ঘকাল ধরে পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং অভিন্ন স্বার্থের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত, ট্রাম্পের এই মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছে হিন্দু আমেরিকান ফাউন্ডেশন। ট্রাম্পের মন্তব্যে তারা গভীরভাবে মর্মাহত বলে জানিয়েছে ফাউন্ডেশনের পদাধিকারীরা। সংস্থাটি এক বিবৃতিতে বলেছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ভারতীয় ও চিনের নাগরিকদের লক্ষ্য করে এই বিদ্বেষপূর্ণ পোস্ট শেয়ার করায় আমরা গভীরভাবে মর্মাহত। সংস্থাটি ট্রাম্পকে এই পোস্টটি মুছে ফেলতে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এশীয়- আমেরিকানদের অবিস্মরণীয় অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

এআই আবার কাটতে চলেছে চাকরি, ছাঁটাই হবে ১০ শতাংশ কর্মী: ঘোষণা করল মেটা

কয়েক হাজার স্বেচ্ছা-অবসর মাইক্রোসফটে

ক্যালিফোর্নিয়া: আবার হাজার হাজার কর্মীর চাকরি যেতে চলেছে কৃত্রিম মেধা বা এআইয়ের দাপটে। ফেসবুকের নিয়ন্ত্রক সংস্থা 'মেটা' কর্মীদের কাছে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, কর্মদক্ষতা বাড়াতে এবং এআইয়ের সুবিধা পুরোপুরি কাজে লাগাতে ব্যয় কমানোর লক্ষ্যে সংস্থার ১০ শতাংশ কর্মী অর্থাৎ একধাক্কায় ৮ হাজার জনকে ছাঁটাই করা হবে। মার্ক জুকেরবার্গের সংস্থার সিদ্ধান্ত কর্মী ছাঁটাইয়ের প্রক্রিয়া ২০ মে থেকে কার্যকর হতে চলেছে। এর ফলে এই তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থায় ৬ হাজার শূন্যপদে নিয়োগের যে পরিকল্পনা করা হয়েছিল তাও স্থগিত হয়ে যাচ্ছে। বৃহস্পতিবার কয়েক হাজার মার্কিন কর্মীকে স্বেচ্ছা অবসরের প্রস্তাব দিয়ে মাইক্রোসফট কর্পোরেশনও।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা মেটা তাদের বিজ্ঞপ্তিতে এআই খাতে বিপুল

ব্যয়ের ইঙ্গিত দিয়েছে। সংস্থাকে দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনার পাশাপাশি বিপুল আর্থিক ব্যয়ভার মেটাতে কর্মীসংখ্যা কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন চিফ পিপল অফিসার জেনেল গেল। জানা গিয়েছে, মেটার সিইও মার্ক জুকেরবার্গ তাঁর সংস্থায় অত্যাধুনিক এআই পরিকাঠামো তৈরির জন্য বিপুল পরিমাণে অর্থ ব্যয় করেছেন। এইজন্য গত কয়েকমাসে এআই অংশীদারদের জন্য বহুকোটি ডলারের চুক্তি করেছে মেটা। সংস্থার কাজে ব্যাপকভাবে এআই ব্যবহার করতে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। এর জেরে মানবসম্পদের ব্যবহার কমানো হচ্ছে। এই পরিস্থিতিই তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের বড় বিপর্যয় ডেকে আনছে বলে মত বিশেষজ্ঞ মহলের। শুধু মেটাই নয়, তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রের সংস্থা মাইক্রসফট কর্পোরেশন তাদের কয়েক হাজার মার্কিন কর্মীকে স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণের প্রস্তাব দিয়েছে। সব মিলিয়ে, কৃত্রিম মেধার ব্যপক ব্যবহার ও এই খাতে বিপুল বিনিয়োগ নতুন করে কর্মী নিয়োগের বদলে কর্মী ছাঁটাইয়ের ক্ষেত্রকেই সবক্ষেত্রে প্রশস্ত করছে। গোটা বিশ্বেই এআইয়ের দাপট কেড়ে নিচ্ছে চাকরি, কর্মসংস্থানের এই সংকট অদূর ভবিষ্যতে আরও বাড়বে বলেই আশঙ্কা সর্বস্তরে।

টেলি স্টেজ
25 April, 2026 • Saturday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সান বাংলা টেলিভিশন চ্যানেলে ‘প্রাণের উৎসব’। নাচে-গানে বাজিমাত করবেন ঊষা উত্থুপ, নচিকেতা, জোজো, আকৃতি, সৃজলা, রাহুল, দীপান্বিতা, স্বীকৃতি, পৌষালী, সমিধ, উর্ভি-সহ বিশিষ্ট শিল্পীরা। সম্প্রচারিত হবে ২৬ এপ্রিল, রাত সাড়ে আটটায় এবং রাত দশটায়

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম হইচই-এ আসছে ‘রক্তফলক’। মাইথোলজিক্যাল হরর ঘরানার সিরিজ। পরিচালনায় পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। অভিনয়ে শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, অর্জুন চক্রবর্তী, কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহনা মাইতি। এখানে ভয়কে ছাপিয়ে উঠে আসে অনন্ত এক অশুভ চক্রের প্রতিফলন। কাহিনিকে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক করে তোলে আধুনিক বাস্তবতার সঙ্গে সংযোগ। লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

রক্তফলক

পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম হইচই-এ আসছে নতুন ওয়েব সিরিজ ‘রক্তফলক’। অভীক সরকারের কাহিনি অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচনা করেছেন শান্তনু মিত্র নিয়োগী। মাইথোলজিক্যাল হরর ঘরানার সিরিজ। এক দেবীকে কেন্দ্র করে জন্ম নিয়েছিল অভিশাপ, যার ছায়া ফিরে এসেছে সহস্র বছর পরে। সিরিজে তান্ত্রিক বিশেষজ্ঞ আগমবাগীশের চরিত্রে দেখা যাবে শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়কে। তন্ত্রসিদ্ধ এই পণ্ডিত হেঁটে চলেন বিশ্বাস আর নিষিদ্ধ জ্ঞানের সূক্ষ্ম সীমানায়। গভীর অন্তর্দৃষ্টি তাঁর। যদিও তিনি সেই জ্ঞান সর্বসমক্ষে আনতে চান না। তাঁর বিশেষ কিছু ক্ষমতা রয়েছে। না চাইতেই এমন সমস্ত বিষয় দেখে ফেলেন, যেগুলি তাঁকে মানসিকভাবে অস্থির করে তোলে। বোঝেন, ভালোবাসা হল তন্ত্রমন্ত্রের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একটা ঘটনার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে উপলব্ধি করেন, এই ঘটনা নতুন নয়, এটা অতীতের একটা ঘটনার পুনরাবৃত্তি। তিনি কর্মফল এবং সেটা থেকে জন্ম নেওয়া অশান্তকর পরিবেশে বিশ্বাস করেন। বলা যায়, তিনিই এই কাহিনির স্তম্ভ। অনুভব করেন, মেয়েদের ভাগ্য এক প্রাচীন নিদর্শন এবং সহিংসতার এক বিস্মৃত ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। দিব্যদর্শন ও আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা পরিচালিত হয়ে তিনি বর্তমান অপরাধগুলোর সঙ্গে হাজার বছরের পুরনো এক আচারের যোগসূত্র উন্মোচন করতে শুরু করেন, যে ঘটনায় তিনটি নিরীহ প্রাণের মৃত্যু হয়েছিল।

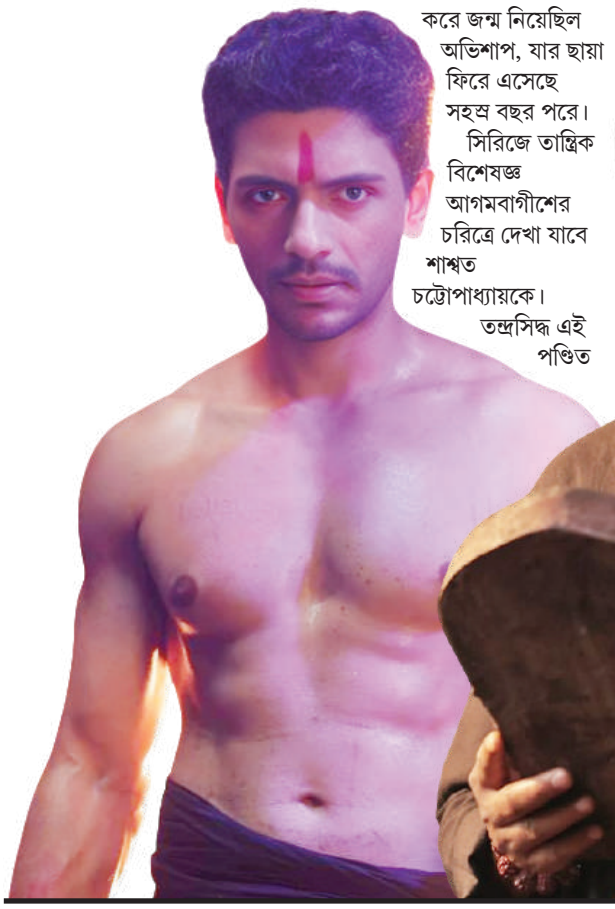

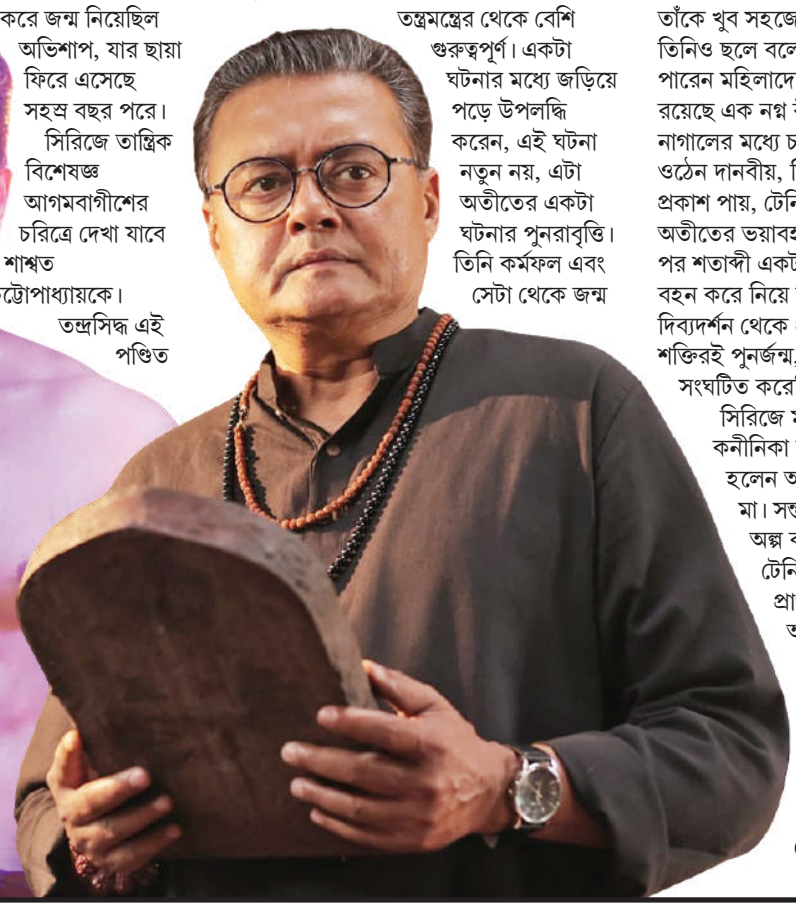

এক আকর্ষণীয় পুরুষের চরিত্রে দেখা যাবে অর্জুন চক্রবর্তীকে। এখানে তিনি কখনও টেনিয়া, কখনও বজ্রকেতু, আবার কখনও স্যাম। বিশেষ এক অলৌকিক শক্তির অধিকারী। চরিত্রটি ভীষণ পরিশীলিত, পরিপাটি। মিষ্টি চেহারা তাঁর। ফলে তাঁকে খুব সহজেই বিশ্বাস করে ফেলে মানুষ। তিনিও ছলে বলে কৌশলে নিজের বশে আনতে পারেন মহিলাদের। তাঁর মুখোশের আড়ালে রয়েছে এক নগ্ন বীভৎস রূপ। যখনই কেউ তাঁর নাগালের মধ্যে চলে আসে, তখনই টেনিয়া হয়ে ওঠেন দানবীয়, হিংস্র। কাহিনি যত এগোয়, ততই প্রকাশ পায়, টেনিয়া আসলে মানুষ নন, তিনি অতীতের ভয়াবহ অভিশাপের অংশ। শতাব্দীর পর শতাব্দী একটা অভিশাপ, একটা ভয়াল স্মৃতি বহন করে নিয়ে চলেছেন। টেনিয়ার উদ্বেগজনক দিব্যদর্শন থেকে প্রকাশ পায়, তিনি হয়তো সেই শক্তিরই পুনর্জন্ম, যে শক্তি আদি নৃশংসতাটি সংঘটিত করেছিল।

সিরিজে মায়ারানির চরিত্রে দেখা যাবে কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। মায়ারানি হলেন অতীতের এক শুভশক্তি। টেনিয়ার মা। সন্তানকে নিয়ে আতঙ্কিত তিনি। খুব অল্প বয়স থেকেই বুঝতে পারেন, টেনিয়া অস্বাভাবিক, অসুস্থ। প্রাণীদের প্রতি ছেলের নৃশংসতা, অস্বস্তিকর দৃষ্টি, সমস্ত বিষয়ে অযাচিত কৌতূহল ইত্যাদি ছিল তাঁর কাছে উদ্বেগজনক। সন্তানকে সৎ পথে নিয়ে আসার জন্য তাঁর অবিরাম চেষ্টা চলতে থাকে। তিনি চান টেনিয়াকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে, পথ দেখাতে, যাবতীয় অন্ধকার থেকে আড়াল করতে। সেইসঙ্গে গোটা দুনিয়াকে ছেলের অশুভ শক্তি থেকে রক্ষা করতে। সবমিলিয়ে চরিত্রটি যথেষ্ট আলোকিত।

তিতলি নামে এক তরুণীর চরিত্রে দেখা যাবে মোহনা মাইতিকে। এর আগে একাধিক ধারাবাহিকের মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকদের মন জয় করেছেন তিনি। এবার নতুন সফর শুরু করতে চলেছেন। সিরিজে দেখা যাবে, সামাজিক মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে স্যামের আলাপ। স্যাম ওরফে টেনিয়ার ফাঁদে পা দেয় তিতলি। নিজের কথার জালে ফাঁসিয়ে লোকচক্ষুর আড়ালে তিতলিকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে রাজি করান স্যাম। নিজের দুই বোনকে সঙ্গে নিয়ে স্যামের কাছে যায় তিতলি। এর পরেই যত ঝামেলার সূত্রপাত।

পরতে পরতে রহস্য, রোমাঞ্চ। এমন কিছু ঘটনা ঘটতে থাকে, যেগুলো যেন শত-সহস্র বছর আগে ঘটে যাওয়া কোনও ঘটনারই ধারাবাহিকতা। তিতলি ও তার বোনেরা যখন ধূর্ত তেনিয়ার ফাঁদে পড়ে, তখন তান্ত্রিক পণ্ডিত আগমবাগীশ একটি রক্তমাখা পুরাকীর্তির সঙ্গে যুক্ত হাজার বছরের পুরনো এক অভিশাপের কথা জানতে পারেন। তিনি ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটার আগেই কর্মের শৃঙ্খল ভাঙতে সময়ের বিরুদ্ধে হাঁটেন। এখানে ভয়কে ছাপিয়ে উঠে আসে অনন্ত এক অশুভ চক্রের প্রতিফলন। কাহিনিকে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক করে তোলে আধুনিক বাস্তবতার সঙ্গে সংযোগ। পৌরাণিকতা ও সমকালীন আতঙ্কের মিশ্রণের মধ্য দিয়ে সিরিজটি বিশ্বাস, ট্রমা এবং মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা শক্তির অনুসন্ধান করে।

তিতলির বাবা তথাগতর চরিত্রে দেখা যাবে কৌশিক চট্টোপাধ্যায়কে। তথাগতর ভাই সুভাগা চরিত্রে আছেন সঞ্জীব সরকার।

এর আগে, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ‘ভোগ’ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সাফল্য পেয়েছিল। সেই সিরিজই সাহস যুগিয়েছে, ‘রক্তফলক’-কে নিয়ে আসার। কিছুদিন আগেই সামনে এসেছে প্রোমো। দর্শকদের মধ্যে তৈরি হয়েছে বিপুল আগ্রহ। ‘রক্তফলক’ হইচই-এ মুক্তি পাবে ১ মে। ধর্ম না অধর্ম— শেষপর্যন্ত জয় হবে কার? জানার জন্য দেখতে হবে সিরিজটি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

25 April, 2026 • Saturday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
২৫ এপ্রিল ২০২৬
শনিবার

বিশ্বকাপ ফাইনালের টিকিটের দাম উঠেছে ২১.৬৭ কোটি টাকা। মাত্র চারটি এই বিশেষ টিকিট কেনার সুযোগ ছিল ভক্তদের

আইজলে মাঠ নিয়ে আজ চিন্তায় ডায়মন্ড

প্রতিবেদন : প্রথমবার আই লিগে (নাম বদলে আইএফএল) অংশ নিয়েই আইএসএলে যোগ্যতা অর্জন করতে হলে অন্তত আর তিনটি ম্যাচ জিততে হবে ডায়মন্ড হারবার এফসি-কে। শনিবার আইজলে ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগের চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ড শুরু করছে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাব। সামনে মিজোরামের চানমারি এফসি। লিগ পর্ব থেকে সর্বোচ্চ ২২ পয়েন্ট নিয়ে সুপার সিক্সে উঠেছে ডায়মন্ড হারবার। খেতাবি লড়াইয়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকা শিলং লাজংয়ের থেকে পাঁচ পয়েন্টে এগিয়ে কিবু ভিকুনার দল। ম্যাচ সন্ধে সাড়ে ৬টায়।

সুপার সিক্সের প্রথম ম্যাচটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ডায়মন্ড হারবারের কাছে। তবে প্রতিপক্ষ চানমারির থেকেও কিবুদের ভাবাচ্ছে আইজলের রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামের কৃত্রিম ঘাসের মাঠ। অ্যাস্ট্রোটার্ফের মান ভাল না হওয়ায় সতর্ক কিবু। ম্যাচের আগের দিন বললেন, চানমারি চেনা প্রতিপক্ষ হলেও ওদের দল অনেক বদলেছে। বিদেশি যোগ হয়েছে। পুরনো কোচ ফিরেছে। ফলে শক্তি বেড়েছে ওদের। তবে এখানকার টার্ফে খেলাটা খুবই চ্যালেঞ্জিং। তবে আমরা যে কোনও পরিস্থিতিতে নিজেদের সেরাটা দিয়ে তিন পয়েন্ট পেতে চাই।

ডায়মন্ড হারাবারের পল, স্যামুয়েল, কিমারা স্থানীয় ছেলে। আইজলে একই মাঠে খেলে অভ্যস্ত। চেনা পরিবেশ। এটা কি বাড়তি সুবিধা? দলের সহকারী কোচ দেবরাজ চট্টোপাধ্যায় বললেন, দুটো দলেরই সুবিধা রয়েছে। গত মরশুমে কলকাতা লিগে আমাদের দলের

চানমারি ম্যাচের প্রস্তুতিতে লুকারা। আইজলে।

কোচ ছিল চানমারির দীপাঙ্কুর শর্মা। সে ফের পুরনো দলের দায়িত্ব নিয়েছে। ফলে ডায়মন্ড হারবার নিয়ে তারও অনেক কিছু জানা রয়েছে। তবে এখানের টার্ফ আমাদের অসুবিধার কারণ হতে পারে। টার্ফের মান একেবারেই ভাল নয়।

কোর্টে নাদাল

মাদ্রিদ : অবসর নিলেও টেনিস ছেড়ে থাকা মুশকিল রাফায়েল নাদালের। তিনি তাই নেমে পড়লেন প্রদর্শনী ম্যাচে। সেটাও কিনা রিয়াল মাদ্রিদের ফুটবল মাঠ স্যান্টিয়াগো বার্নাবু স্টেডিয়ামে। ফুটবল স্টেডিয়ামে চটজলদি বানানো কোর্টে নাদাল খেললেন রিয়ালের গোলকিপার থিবো কুর্তোয়াকে নিয়ে। প্রতিপক্ষ দলে খেললেন বিশ্বের এক নম্বর জানিক সিনার ও রিয়ালের মিডফিল্ডার জুড বেলিংহ্যাম। নাদাল সমাজ মাধ্যমে লিখেছেন, ফুটবল মাঠে টেনিস খেলার অভিজ্ঞতা দারুণ।

মানলেন পণ্ডিত

মুম্বই : দু'বছর আগে কেকেআরকে চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন শ্রেয়স আইয়ার। কিন্তু পরের বছর অধিনায়ককে কেকেআর রাখেনি। যা নিয়ে চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত বলেছেন, ওকে ছেড়ে দেওয়াটা ছিল দূর্ভাগ্যজনক। একটি ওয়েবসাইটকে কেকেআরের প্রাক্তন কোচ বলেছেন, কেকেআর কোচ হিসাবে এই সিদ্ধান্ত নিতে আমার খারাপ লেগেছিল। কিন্তু কখনও এমন পরিস্থিতি আসে যখন এমন সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আসলে দুই তরফের মধ্যে সবকিছু ঠিকঠাক চলছিল না। কিন্তু শ্রেয়স দুর্দান্ত ক্রিকেটার।

৫৩ শচীন শুভেচ্ছা যুবিদের

মুম্বই, ২৪ এপ্রিল : শুক্রবার ছিল শচীন তেন্ডুলকরের ৫৩তম জন্মদিন। ভক্তদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করে জন্মদিনের সকাল শুরু করেছিলেন ভারতীয় ক্রিকেটের ছোটা 'ডন'। স্ত্রী অঞ্জলিকে নিয়ে বাড়ির বাইরে ভক্তদের অভিনন্দন গ্রহণ করেন। এমনকী অনুরাগীদের আনা কেকও কাটেন ব্যাটিং কিংবদন্তি। পাশাপাশি সবার সইয়ের আবদার মেটানো, নিজস্বী তোলা— এ সব তো ছিলই। বিশেষ দিনে শচীনকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন যুবরাজ সিং, হরভজন সিংরা।

জন্মদিনে মা, স্ত্রী ও পোষ্যের সঙ্গে শচীন। ছবিটি নিজেই পোস্ট করেন

মা, স্ত্রী এবং পোষ্যের সঙ্গে ছবি দিয়ে সমাজমাধ্যমে শচীন লেখেন, আমার মা, অঞ্জলি এবং সবচেয়ে সমস্যা সৃষ্টিকারীর সঙ্গে দিনটা ভালভাবেই শুরু করলাম। এর থেকে বেশি একটি মানুষ আর কী চাইতে পারে?

শচীনকে শুভেচ্ছাবার্তায় যুবরাজ সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, শুভ জন্মদিন পাজি। তোমার সঙ্গে একই জার্সিতে খেলা আমার কাছে বিরাট সম্মানের। তোমার কাছ থেকে যে শিক্ষা পেয়েছি তার কোনও তুলনা হয় না। তোমার নিয়মানুবর্তিতা, সৌজন্য, ভদ্রতা এবং ভালবাসা আমাদের পাথেয়। অসংখ্য সুখস্মৃতি এবং প্রেরণা দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। হরভজন সিং লিখেছেন, শুভ জন্মদিন পাজি। তোমার সুস্বাস্থ্য, খুশি ও শান্তির প্রার্থনা করছি। বীরেন্দ্র শেহবাগ লিখেছেন, তোমার থেকেই সত্যিকারের ক্রিকেট শিখেছি। তবে বাবার জন্মদিনে কাটা কেক মুখে তুলতে রাজি হননি পুত্র অর্জুন। ব্যাখ্যা মোটিমুটি এই যে, তিনি মিষ্টি দেওয়া খাওয়ার খান না। আইপিএলে অর্জুন খেলেন এলএসজির হয়ে। তবে এই মরশুমে এখনও কোনও ম্যাচে খেলার সুযোগ হয়নি অলরাউন্ডার অর্জুনের।

ব্যর্থতায় ভরা মরশুম শেষ

বাংলার কোচের সন্ধানে বিজ্ঞাপন

প্রতিবেদন : ভরা আইপিএলের মধ্যে বেনজির পদক্ষেপ সিএবি-র। বিসিসিআই-এর পথ অনুসরণ করে বাংলার কোচ হতে আগ্রহীদের আবেদন চেয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করল বঙ্গ ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা। সংস্থার ইতিহাসে প্রথমবার। শুক্রবার সিএবি'র অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে ওয়েবসাইটের লিংক দিয়ে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ১ মে বিকেল ৫টার মধ্যে আবেদন করতে হবে।

২০২২ সাল থেকে বাংলার রঞ্জি দলের কোচিংয়ের দায়িত্ব সামলেছেন লক্ষ্মীরতন শুক্লা। তাঁর মেয়াদ এবার শেষ হয়েছে। চাইলে ফের তিনি আবেদন করতে পারবেন। তবে লক্ষ্মী জানিয়েছেন, তিনি এখনও সিদ্ধান্ত নেননি। সিনিয়র বাংলা দলের কোচের পাশাপাশি বয়সভিত্তিক দল, ফিজিওথেরাপিস্ট, পারফরম্যান্স অ্যানালিস্ট, স্ট্রেন্থ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ নিয়োগের জন্যও বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। অনূর্ধ্ব ২৩ বাংলা দলের কোচের দায়িত্বে থাকা ঋদ্ধিমান সাহাও নতুন করে আবেদন করতে পারেন।

কোচের পদে আবেদন করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট যোগ্যতামান থাকার কথা জানিয়েছে সিএবি। অন্তত ৩০টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ, একটি টেস্ট অথবা ৩০ ওয়ান ডে অথবা ৪৫ টি-২০ আন্তর্জাতিক ম্যাচে প্রতিনিধিত্ব করার অভিজ্ঞতা থাকলেই আবেদন করা যাবে। একইসঙ্গে বিসিসিআইয়ের লেভেল টু অথবা লেভেল থ্রি কোচিংয়ের শংসাপত্র থাকতে হবে। তবে দেশের হয়ে খেলার অভিজ্ঞতা না থাকলে আবেদনকারীর ন্যূনতম তিন থেকে পাঁচ বছরের কোচিং অভিজ্ঞতা থাকতে হবে সিনিয়র অথবা বয়সভিত্তিক রাজ্য দলের সঙ্গে।

প্ররোচনা ছিল, জবাব মিগুয়েলের

প্রতিবেদন : বেঙ্গালুরু ম্যাচে প্রতিপক্ষ ফুটবলারের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার পাশাপাশি অশালীন আচরণের জন্য লাল কার্ড দেখেছিলেন ইস্টবেঙ্গলের ব্রাজিলীয় ফুটবলার মিগুয়েল ফিগুয়েরা। রেফারির রিপোর্টের ভিত্তিতে ফেডারেশনের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি মিগুয়েলকে ৩ ম্যাচ নির্বাসন ও আর্থিক জরিমানা করার কথা জানিয়েছিল। ক্লাবের তরফে শাস্তি কমানোর আবেদন করা হয়। তার ভিত্তিতেই শুক্রবার শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির সামনে শুনানিতে হাজির হন মিগুয়েলের আইনজীবী। তিনি বলেন, মিগুয়েলকে প্ররোচিত করা হয়েছিল প্রতিপক্ষ বেঙ্গালুরু এফসি-র ফুটবলার ও সহকারী কোচের তরফে। তাতেই মেজাজ হারিয়ে ভুল করে ফেলেছেন ব্রাজিলীয় ফুটবলার। অতীতে শৃঙ্খলাভঙ্গের কোনও উদাহরণ নেই মিগুয়েলের। সেটা মাথায় রেখেই শৃঙ্খলারক্ষা কমিটিকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনুরোধ করেন ফুটবলারের আইনজীবী।

জিতে দুইয়ে গোয়া : শুক্রবার নর্থইস্টকে ২-০ গোলে হারিয়ে মুম্বই সিটিকে টপকে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল এফসি গোয়া।

আয়ুষদের জয়, হার মেয়েদের

শুরুতেই ভারতে এগিয়ে দেন আয়ুষ।

হরসেনস, ২৪ এপ্রিল : ডেনমার্কে থমাস ও উবের কাপ ফাইনালসে দাপটে শুরু ভারতের। ২০২২ সালে থমাস কাপ চ্যাম্পিয়ন ভারতীয় পুরুষ ব্যাডমিন্টন দল এবার শুরুটা ভাল করল। শুক্রবার গ্রুপের প্রথম লড়াইয়ে কানাডাকে ৪-১ ব্যবধানে হারান আয়ুষ শেট্টি, কিদাম্বি শ্রীকান্তরা। তবে মেয়েদের উবের কাপ ফাইনালসে ডেনমার্কের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ পিভি সিন্ধু জিতলেও ভারত পাঁচ ম্যাচের লড়াইয়ে হেরে যায়।

প্রথম ম্যাচে লক্ষ্য সেন হেরে গেলেও বাকি চার ম্যাচ কর্তৃত্ব নিয়ে জিতল ভারত। লক্ষ্যের হারে ০-১ পিছিয়ে পড়ার পর দ্বিতীয় ম্যাচে ব্রায়ান ইয়াংকে ২১-১৩, ২১-১৭ ফলে হারিয়ে ভারতকে লড়াইয়ে ফেরান আয়ুষ। এরপর ডাবলসে সাত্বিকসাইরাজ ও চিরাগ শেট্টির জুটি ২১-১০, ২১-১১ ফলে হারায় জোনাথন লাই ও কেভিন লি-কে। পরের ডাবলসে অর্জুন ও অমসকরুননের ভারতীয় জুটি ২১-৭, ২১-১৫ ফলে জেতে। শেষ ম্যাচে সিঙ্গলসে শ্রীকান্ত ২১-১৭, ২১-১২ ফলে হারিয়ে দেয় জশুয়া এনগুয়েনকে।

মেয়েদের উবের কাপে ডেনমার্কের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে সিঙ্গলসে জিতে ভারতকে এগিয়ে দেন সিন্ধু। জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ী ভারতীয় তারকা তিন গেমের থ্রিলারে হারান লাইন ক্রিস্টোফারসেনকে। খেলার ফল ২১-১৩, ১৮-২১, ২১-১৭। তবে উন্নতি হুড়া, তনভি শর্মারা সিঙ্গলসে দাপট দেখিয়েও হেরে যান। ডাবলসে শ্রুতি মিশ্র ও প্রিয়া কনজেংবামের জুটিও হার মানে। ১-৩ পিছিয়ে পড়ে শেষ ম্যাচে নামে ভারতীয় মেয়েরা।

ধোনি ফিরলেই কিপিংয়ে: হাসি

চেন্নাই, ২৪ এপ্রিল : ধোনি ফিরলে তিনিই কিপিং করবেন। তখন সঞ্জু স্যামসন শুধু ব্যাটার হিসাবে খেলবেন। জানালেন সিএসকে ব্যাটিং কোচ মাইকেল হাসি। তিনি সাফ জানিয়েছেন, ধোনি মাঠে নামলে কখনও ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসাবে খেলবেন না। মুম্বইকে হারানোর পর হাসি সাংবাদিকদের বলেছেন, ধোনি উইকেটের পিছনেই ফিরবে। ওর আসল সমস্যা কাফ মাসলে। দৌড়তে গেলে সমস্যা হচ্ছে। এতে সিঙ্গলস বা দুই রান নিতে অসুবিধা হতে পারে। কাফ মাসল একটু ভাল হলেই ও মাঠে নামবে। প্রসঙ্গত, এবারের আইপিএলে ধোনি কোনও ম্যাচ খেলেননি। তবে এখন দলের সঙ্গে চেন্নাইয়ের বাইরে যাচ্ছেন। নেটে কিপিং ও ব্যাটিং করছেন।

মাঠে ময়দানে
25 April, 2026 • Saturday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মায়ের মৃত্যুর ক'দিন পরেই চেন্নাইকে জেতালেন মুকেশ চৌধুরি। জয় তাঁকেই উৎসর্গ করলেন ঋতুরাজ

সঞ্জুকেই নেতা চান অশ্বিন, মুগ্ধ কুম্বলেও

মুম্বই, ২৪ এপ্রিল : মালয়ালিতে 'চেত্তা' শব্দের অর্থ 'দাদা'। চেন্নাই সুপার কিংসের সমর্থকেরা মনে করছেন, মহেন্দ্র সিং ধোনির পর তাঁদের নতুন বড় ভাইকে পেয়ে গিয়েছেন। তিনি সঞ্জু স্যামসন। সিএসকে-র সমর্থকদের হাতে হলুদ জার্সিতে এখন 'চেত্তা' সঞ্জুর মুখ। রাজস্থান থেকে ওপেন ট্রেডে ধোনির দলে আসার পর শুরুর জড়তা কাটিয়ে ছন্দ ফিরে পেয়েছেন কেরালাইট যুবক। একই আইপিএলে দুটো সেঞ্চুরি করে ফেলা সঞ্জুকে প্রশংসায় ভাসিয়ে দিচ্ছেন প্রাক্তনরা। রবিচন্দ্রন অশ্বিন তো বলেই দিলেন, তিনি সঞ্জুর হাতেই সিএসকে-র নেতৃত্বের ব্যাটন দেখতে পাচ্ছেন। প্রাক্তন তারকা স্পিনারের কথায়, দায়িত্বের ব্যাটন যখন হাতবদল হচ্ছে, তখন আমার মতামত জানতে চাইলে বলব, কোনও এক পর্যায়ে সঞ্জুকে সিএসকে-র অধিনায়ক হিসেবে দেখতে পাচ্ছি। ঠিক কবে সেটা ঘটবে আমি জানি না। তবে এমনটা যে ঘটবে, আমি অন্তত নিশ্চিত।

বৃহস্পতিবার ওয়াংখেড়েতে সঞ্জুর ৫৪ বলে ১০১ রানের দায়িত্বশীল ইনিংস দেখে আপ্লুত টিম ইন্ডিয়ার আরও দুই প্রাক্তন তারকা অনিল কুম্বলে ও হরভজন সিং। তাঁরা মনে করছেন, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ওই তিন ইনিংস সঞ্জুর মানসিকতা বদলে দিয়েছে। কুম্বলে বলেছেন, অতীতে সিএসকে-র সাফল্যের ভিত গড়ে উঠেছিল ওপেনারদের শক্তিশালী শুরুর উপর দাঁড়িয়ে। কিন্তু গত কয়েক মরশুমে সেই ধারাবাহিকতা বজায় থাকেনি। এই প্রেক্ষাপটেই সঞ্জুর আগমন এবং সামনে থেকে সে হাল ধরেছে।

হরভজন বলছেন, বিশ্বকাপের ইনিংসগুলো ওর মানসিকতাই বদলে দিয়েছে। হাফ সেঞ্চুরির পর খেলার ধরন বদলে ফেলছে সঞ্জু। শেষ বল পর্যন্ত ক্রিজে থেকে দলকে নিরাপদ জায়গায় রাখতে চাইছে। গেম সচেতনতার দিক থেকে আমার দেখা এটা অন্যতম সেরা ইনিংস।

বিরাট-ঝড়ে মাত গিলরা

গুজরাট টাইটান্স ২০৫-৩ (২০ ওভার)
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ২০৬-৫ (১৮.৫ ওভার)

বেঙ্গালুরু, ২৪ এপ্রিল : আরও একবার চেজমাস্টার বিরাট কোহলির দাপটে চিন্নাস্বামীতে বিজয়কেতন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর। গুজরাট টাইটান্সের করা ২০৫ রান বিরাট-ঝড়ে ভর করে আরসিবি টপকে গেল সাত বল হাতে রেখে। সাই সুদর্শনের সেঞ্চুরি কোনও কাজে এল না। ৫ উইকেটে শুভমন গিলদের হারিয়ে আইপিএলের পয়েন্ট টেবলে দুইয়ে উঠল গতবারের চ্যাম্পিয়নরা। শীর্ষে থাকা পাঞ্জাবের (১১ পয়েন্ট) থেকে এক ম্যাচ বেশি খেলে ৭ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট আরসিবি-র। বিরাটরা বেঙ্গালুরুতে এই মরশুমের শেষ হোম ম্যাচ খেললেন এদিনই। শেষ দুটি হোম ম্যাচ ছত্তিশগড়ের রায়পুরে খেলবে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা।

ফিল সল্টের চোট থাকায় বেঙ্গালুরু এদিন সুযোগ দিয়েছিল ইংল্যান্ডের জেকব বেথেলকে। বিরাটের সঙ্গে ওপেন করতে নেমে ১৪ রানের বেশি করতে পারেননি। এরপর চিন্নাস্বামী জুড়ে শুধুই বিরাট ও দেবদত্ত পাড়িক্কলের দাপট। দু'জনের জুটিতে ওঠে ১১৭ রান। ২টি চার ও ৬টি ছক্কার সাহায্যে ২৭ বলে ৫৫ রান করেন দেবদত্ত। কম যাননি কোহলিও। সুদর্শন আউট হওয়ার পর বিধ্বংসী মেজাজে চার-ছক্কা হাঁকান বিরাট। রশিদ খান, রাবাডা, জেসন হোল্ডার কাউকে রেয়াত করেননি। শেষ পর্যন্ত হোল্ডারের বলে পুল করতে গিয়ে প্লেড-অন হয়ে যান। ৮টি চার ও ৪টি ছক্কার সাহায্যে ৪৪ বলে ৮১ রান করেন বিরাট। তিনি আউট হওয়ার পর রজত পাতিদার, জিতেশ শর্মা দ্রুত ফিরলেও টিম ডেভিডকে (১০) সঙ্গে নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ম্যাচ ফিনিশ করেন ক্রুনাল পান্ডিয়া (২৩ অপরাজিত)। ম্যাচের সেরা হয়ে বিরাট কৃতিত্ব দিয়েছেন বোলারদের।

বিধ্বংসী মেজাজে বিরাট। বেঙ্গালুরুতে শুক্রবার।

এদিন ওপেনিং জুটিতেই গুজরাট তোলে ১২৮ রান। শুরু থেকেই আগ্রাসী ছিলেন সুদর্শন। অবশেষে ছন্দে ফিরলেন তিনি। এই নিয়ে আটবার শতরানের জুটি গিল-সুদর্শনের। গিল ২৪ বলে ৩২ রান করে সুযশ শর্মার বলে আউট হন। ১৫তম ওভারে শতরান পূর্ণ করেন সুদর্শন। সুযশকে বাউন্ডারি হাঁকিয়ে তিন অঙ্কের রানে পৌঁছন। তবে পরের ওভারেই সুদর্শনকে (৫৮ বলে ১০০) ফিরিয়ে দেন হ্যাজলউড। বাটলারের (১৬ বলে ২৫) ইনিংসও বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি।এরপরই রানের গতি কমে যায়। শেষ পর্যন্ত জেসন হোল্ডার (১০ বলে ২৩ অপরাজিত) ও ওয়াশিংটন সুন্দরের (১২ বলে ১৯ অপরাজিত) ব্যাটে ২০ ওভারে ২০০ পার করে গুজরাট।

আজ কামিন্সের সামনে বৈভব

জয়পুর, ২৪ এপ্রিল : ফিটনেস টেস্টে পাশ করে গেলেন প্যাট কামিন্স। ফলে শনিবার চলতি আইপিএলে প্রথমবার সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে খেলতে নামছেন অস্ট্রেলিয়ার তারকা পেসার। প্রতিপক্ষ রাজস্থান রয়্যালস। একইসঙ্গে অন্তর্বর্তী অধিনায়ক ঈশান কিশানের থেকে নেতৃত্বের ব্যাটনও হাতে তুলে নিচ্ছেন কামিন্স। অস্ট্রেলীয় পেসারের সঙ্গে বিস্ময়-কিশোর ১৫ বছরের বৈভব সূর্যবংশীর ব্যাটে-বলে দ্বৈরথের দিকে নজর থাকবে ক্রিকেটপ্রেমীদের।

আইপিএলে আজ
দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম পাঞ্জাব কিংস
(বিকেল ৩.৩০, দিল্লি)
রাজস্থান রয়্যালস বনাম সানরাইজার্স
(সন্ধে ৭.৩০, জয়পুর)
সরাসরি স্টার স্পোর্টসে

জসপ্রীত বুমরা, জস হ্যাজলউডের মতো বোলারের বিরুদ্ধে প্রথম সাক্ষাতেই ব্যাট হাতে ঝড় তুলেছে বৈভব। কামিন্সের বিরুদ্ধেও একই দাপট সে দেখাতে পারে কি না, দেখার অপেক্ষায় ভক্তরা। কামিন্স বলেছেন, অনেক দিন পর ম্যাচ খেলতে নামছি। মাঠে নামার জন্য তর সইছে না।

একইসঙ্গে দুই বিধ্বংসী ব্যাটার বৈভব ও অভিষেকের দ্বৈরথও ম্যাচের অন্যতম আকর্ষণ। দুরন্ত ছন্দে থাকা অভিষেক শর্মাকে থামানোরও পরীক্ষা রাজস্থানের বোলারদের। ৭ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবলে দুইয়ে রাজস্থান। জয়পুরে ঘরের মাঠে সমর্থকরাই প্রেরণা রিয়ান পরাগদের।

'কনকাশন সাব' বিতর্কে জয়বর্ধনে

মুম্বই, ২৪ এপ্রিল : সিএসকের কাছে রেকর্ড রানে হেরেছে মুম্বই। ব্যবধান ১০৩ রানের। আইপিএলে এত বড় হার আগে কখনও হয়নি মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের। কিন্তু এই হার ছাপিয়ে নতুন বিতর্কে জড়িয়েছে পাঁচবারের আইপিএল জয়ীরা। মিচেল স্যান্টনার চোট পেলেন কাঁধে আর শার্দূল ঠাকুর তাঁর জায়গায় নেমে পড়লেন কনকাশন সাব হিসাবে। এটা কীভাবে সম্ভব?

সঞ্জুর অপরাজিত সেঞ্চুরি ও আকিল হুসেনের চার উইকেট ওয়াংখেড়ে ম্যাচের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কিন্তু তাকেও যেন ছাপিয়ে গিয়েছে স্যান্টনারের চোট ও পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ। খুব স্বাভাবিকভাবেই মুম্বই কোচ মাহেলা জয়বর্ধনে আত্মপক্ষ সমর্থনে প্রেসকে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু বিতর্ক থামছে না। মাহেলা বলেছেন, স্যান্টনারের মাথা আগে মাটিতে ধাক্কা খেয়েছে। তারপর কাঁধ। ওকে তাড়াতাড়ি স্ক্যান করাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ড্রেসিংরুমে এসে শুয়ে পড়েছিল। প্রথমে স্যান্টনারের কাঁধে বরফ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ওর অস্বস্তি হতে থাকায় স্ক্যানের জন্য নেওয়া হয়। আমরা তখন কনকাশন সাব চেয়েছিলাম। এটা আম্পায়ার ও ম্যাচ রেফারির ব্যাপার। ওরা শার্দূলকে অ্যালাও করেন। আশা করব স্যান্টনারের চোট গুরুতর নয়। ও খেলায় ফিরলে সেটা বুঝতে পারব।

কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, কাঁধের চোটে কনকাশন সাব কেন। আইপিএলের নিয়মে ব্যাটার, বোলার, অলরাউন্ডারের ক্ষেত্রে কনকাশন সাব কে হবে সেটা নির্দিষ্ট করা থাকে। এরপর স্যান্টনার কাঁধে স্লিঙ ঝোলানোয় বিতর্ক আরও বেড়েছে। ম্যাচ নিয়ে মুম্বই কোচ জানিয়েছেন, ৭ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট খুবই হতাশজনক ঘটনা। আমরা পাওয়ার প্লে-তে ছন্দ হারিয়েছি। আমাদের উন্নতি করতে হবে। আমরা আলোচনা করেই রান তাড়া করার সিদ্ধান্ত নিই। কিন্তু অনেক সময় এটা কাজ করে, আবার করেও না।

হার্দিকে প্রশ্ন, ক্ষুব্ধ মালিক

মুম্বই, ২৪ এপ্রিল : গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে জয়ে স্বস্তি ফিরেছিল। কিন্তু একটা ম্যাচ পরেই ফের মুম্বই ইন্ডিয়ান্স শিবিরের ছবিটা বদলে গিয়েছে। আইপিএলের 'ক্লাসিকো'-তে চেন্নাই সুপার কিংসের কাছে রীতিমতো উড়ে গিয়েছে মুম্বই। ১০৩ রানে হারের লজ্জার নজির গড়ার পর আতশ কাচের নিচে হার্দিক পান্ডিয়ার নেতৃত্ব। গুজরাটকে নেতৃত্ব দিয়ে ট্রফি জেতানোর পর মুম্বইয়ে ফিরে টানা ব্যর্থ তারকা অলরাউন্ডার। তাঁকে নেতৃত্ব থেকে সরানোর দাবি জোরাল হচ্ছে। চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচ শেষ হওয়ার আগেই হতাশায় সমর্থকদের 'বার্তা' পাঠিয়ে মাঠ ছাড়তে দেখা গিয়েছে টিম মালিক আকাশ আম্বানিকে। গ্যালারির দিকে হাত নেড়ে ইশারায় ওয়াংখেড়ের দর্শকদেরও যেন বাড়ি চলে যেতে বলেন তিনি। শোনা যাচ্ছে, হার্দিকের ফর্ম এবং নেতৃত্ব নিয়ে খোদ মালিকও বিরক্ত!

শ্রেয়সদের থামানোর কঠিন পরীক্ষা দিল্লির

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল : চলতি আইপিএলে একমাত্র অপরাজিত দল পাঞ্জাব কিংস। শ্রেয়স আইয়ারের নেতৃত্বে ছুটছে প্রীতি জিন্টার দল। ৬ ম্যাচের মধ্যে পাঁচটিতে জিতে ১১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে পাঞ্জাব। শনিবার শ্রেয়সদের সামনে দিল্লি ক্যাপিটালস। অক্ষর প্যাটেলের দল ভাল শুরু করেও পথভ্রষ্ট। ছ'টি ম্যাচের মধ্যে তিনটি জয় এবং তিনটি হারে ছ'নম্বর দিল্লি। ধারাবাহিকতার অভাব তাদের পারফরম্যান্সে। কোটলায় ঘরের মাঠে ঘুরে দাঁড়ানোর পরীক্ষা কেএল রাহুলদের। কিন্তু ছন্দে থাকা সেরা দলের বিরুদ্ধে কাজটা খুবই কঠিন দিল্লির জন্য।

অপ্রতিরোধ্য পাঞ্জাবকে থামাতে হলে দিল্লিকে প্রায় নিখুঁত পারফরম্যান্স করতে হবে। দিল্লির সবচেয়ে বড় চিন্তা ব্যাটিং। বোলিংয়েও ধারাবাহিকতা নেই। ব্যাটিংয়ে রাহুল, ডেভিড মিলার, ট্রিস্টান স্টাবস, সমীর রিজভিরা মাঝেমধ্যে জ্বলে উঠলেও ইউনিট হিসেবে সফল হতে পারছে না দিল্লি। বোলিংয়েও কুলদীপ যাদব, অক্ষর, মুকেশরা ধারাবাহিকতা দেখাতে ব্যর্থ। সেখানে ব্যাটিং ও বোলিং বিভাগে দাপুটে ফর্ম ধরে রেখেছে পাঞ্জাব। অর্শদীপ সিং, যুজবেন্দ্র চাহাল, মার্কো জানসেনরা ছন্দে রয়েছেন। ব্যাট হাতে প্রিয়াংশ আর্য, প্রভসিমরন সিং, কুপার কনোলি, শ্রেয়সরা কর্তৃত্ব করে ম্যাচ জেতাচ্ছেন। দিল্লির জন্য তাই কঠি পরীক্ষা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

25 April, 2026 • Saturday • Page 17 || Website - www.jagobangla.in

১৭
২৫ এপ্রিল ২০২৬
শনিবার

বদলে যাচ্ছে জীবন যাপনের ধরন। বাড়ছে ব্যস্ততা! তাই খাদ্যাভাস থেকে পোশাক— বদল আসছে সবকিছুতেই। এখন চটজলদিতেই স্বচ্ছন্দ তরুণ প্রজন্ম। তাই ব্যস্ততম জীবনের নতুন সমাধান ‘ওয়ান-পট মিল’। বাঁচবে সময়, ভরবে পেট, মিটবে পুষ্টির ঘাটতিও। লিখলেন **পিয়ালি মুখোপাধ্যায়**

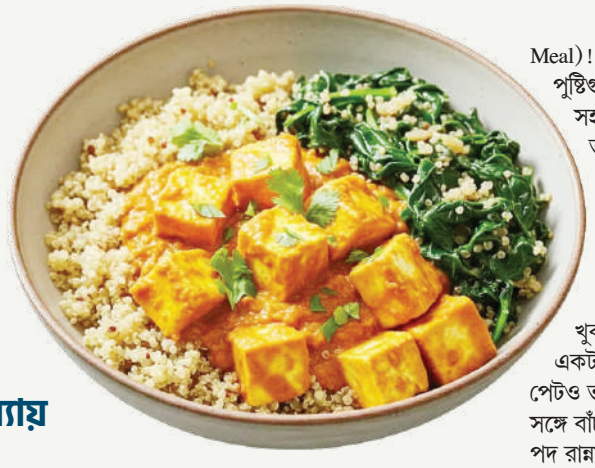

‘ওয়ান-পট মিল’ ব্যস্ত জীবনের স্বাস্থ্য

অফিস থেকে বাড়ি ফিরে আর রান্না করতে ইচ্ছে করে না পূরবীর। অন্যদিকে, কুণাল পড়াশোনার সূত্রে একা কলকাতায় থাকে। কলেজ, টিউশন সামলে নিজের জন্য রান্না করা ‘জাস্ট ইমপসিবল’। তা বলে রোজ বাইরের খাবার কিনে খাব নাকি! একদম নয়। তার মধ্যে এখন গ্যাসের ঝঞ্ঝাট। ইনডাকশন ভরসা এমতাবস্থায় সহজ ইকনমি এবং শরীরের কথা ভেবে বাড়িতেই সে বানাতে চায় চটজলদি স্বাস্থ্যকর অথচ মুখরোচক খাবার। পূরবীর বান্ধবী অতসী একাই থাকে ওই দিল সহজ সমাধান যার নাম ‘ওয়ান-পট মিল’। কুণাল আর পূরবীর মতো এই সমস্যা আজ অনেকেরই। তাই তাদের প্রত্যেকের জীবনধারণের স্বাদু সমাধান ‘ওয়ান-পট মিল’ বা এককথায় এক বাটি ভোজ বা একপদে আহার।

বদলে যাচ্ছে জীবন যাপনের ধরন। বাড়ছে ব্যস্ততা! আর তাই খাদ্যাভাস থেকে পোশাক বদল আসছে সবকিছুতেই! চট জলদিতেই স্বচ্ছন্দ তরুণ প্রজন্ম। সময় কম লাগবে, অথচ সবটাই হয়ে যাবে সহজে! এমন জিনিসেই সকলে মজেছেন। কিন্তু শুধু তো সময় বাঁচালেই হবে না চাই সম্পূর্ণ পুষ্টিও। পুষ্টিবিদদের একাংশ জানাচ্ছেন, এই কারণেই ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে ‘ওয়ান-পট মিল’ (One Pot Meal)! রান্না করতে সময় কম লাগছে। কিন্তু পুষ্টিগুণ প্রচুর। শরীরের প্রয়োজনীয় চাহিদা সহজেই পূরণ হচ্ছে এই এক পাত্র আহারে। তাই আধুনিক জীবনে সুস্থ থাকার চাবিকাঠি এই ‘ওয়ান-পট মিল’।

সময়ের অভাবে বা পকেটে টান কিংবা টানা কাজের পর ক্লান্তি— ‘ওয়ান-পট মিল’ এককথায় লাইফ সেভার।

বাঙালির এক তরকারি ভাতের থেকে খুব একটা আলাদা নয় এই কনসেপ্ট। একটা পাত্রে একসঙ্গে এমন পদ রান্না যা খেলে পেটও ভরবে, আবার মনও খুশি থাকবে। তার সঙ্গে বাঁচবে গ্যাস এবং সময়। নেই পাঁচ রকম পদ রান্না করার ঝামেলা, নেই তেমন কাটাকুটি, বাটাবুটিও। ঠিক যেমন বৃষ্টির দিনে খিচুড়ি বা ছুটির দিনে বিরিয়ানি তেমন। আজকাল সোশ্যাল মিডিয়ায় রিলসে স্ক্রল করতে গিয়ে স্ক্রিনে ফুড ব্লগারদের পেজে প্রায়শই ভেসে ওঠে প্রোটিন বোলস, কিনোয়া বোলস, বেরি দিয়ে সাজানো ওটস ও ইয়োগার্ট, শাকশুকার মতো রেসিপি। এগুলো প্রত্যেকটাই কিন্তু ‘ওয়ান-পট মিল’। বিভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন ‘ওয়ান-পট মিল’। যা সময় বাঁচাবে, পেট ভরাবে এবং শরীরে পুষ্টির ঘাটতিও মেটাবে।

ওয়ান-পট মিলের আদি ও অন্ত

বাঙালি সংস্কৃতিতে ‘ওয়ান-পট মিলে’র ধারণা কিন্তু একেবারেই নতুন নয়। আমাদের অতি পরিচিত ‘খিচুড়ি’ হল পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন ওয়ান-পট মিল। চাল, ডাল আর সবজির সেই চিরাচরিত মিশেলই আজ বিশ্ব জুড়ে নতুন আঙ্গিকে সমাদৃত হচ্ছে। উত্তর ভারতে যেমন ‘তেহরি’ বা ‘পোলাও’, মধ্যপ্রাচ্যে ‘মাজবুস’, ইউরোপে ‘রিসোত্তো’ বা ‘পায়েলা’—সবই আদতে এই ঘরানার খাবার। বর্তমানের পুষ্টিবিদরা এই প্রাচীন পদ্ধতিকেই আধুনিক ডায়েট চার্টে ফিরিয়ে আনছেন একটি বিজ্ঞানসম্মত কারণে : এতে খাদ্যের পুষ্টিগুণ অটুট থাকে।

স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের অর্থ মানেই কিন্তু ঝক্কি নয়। সঠিক পরিকল্পনা আর সৃজনশীলতা থাকলে একটি পাত্রেই আপনি সাজিয়ে নিতে পারেন আপনার অমৃত আহার। তাই শরীর সুস্থ রাখতে আজ থেকেই আপনার মেনুতে যোগ করুন এই পুষ্টিকর ‘ওয়ান-পট মিল’। দেখে নিন প্রোটিন, শর্করা, কার্বোহাইড্রেড ও ফ্যাট সঠিক মাত্রায় যেন থাকে।

বিজ্ঞানের মতে ‘ওয়ান-পট মিল’ সেরা

সাধারণত বাঙালি মধ্যবিত্ত রান্নাঘরে ভাত, ডাল, ভাজা এবং তরকারি আলাদা আলাদা ভাবে রান্না করা হয়। এতে যেমন জ্বালানি ও সময়ের অপচয় হয়, তেমনই বারবার ফোড়ন দেওয়া বা কষানোর ফলে সবজির ভেতরে থাকা জলদ্রবণীয় ভিটামিনগুলো নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ওয়ান পট মিলের বৈজ্ঞানিক সুবিধাগুলো হল,

■ পুষ্টির সংরক্ষণ (Nutrient Retention):
যেহেতু সব উপকরণ একটি পাত্রে ঢাকা অবস্থায় অল্প আঁচে রান্না হয়, তাই সবজির ভিটামিন এবং খনিজগুলো সেই পাত্রের ভেতরেই থেকে যায়। বিশেষ করে ঝোল বা স্টু-র ক্ষেত্রে তরকারির রসটুকু আমরা সরাসরি গ্রহণ করি।

■ কম তেলের ব্যবহার
আলাদা আলাদা পদ রান্নার সময় প্রতিটিতে তেল বা ঘি দিতে হয়। ওয়ান-পট মিলে একবার ফোড়ন বা সামান্য সতে (Saut) করলেই পুরো রান্নাটি সম্পন্ন হয়। ফলে ক্যালরি নিয়ন্ত্রণ সহজ হয়।

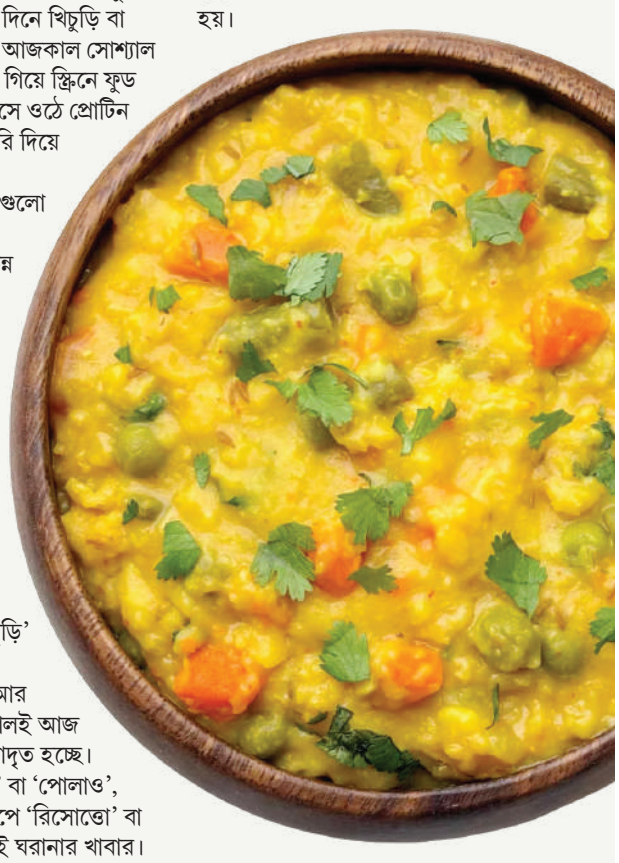

■ গ্লাইসেমিক ইনডেক্স নিয়ন্ত্রণ
যখন কার্বোহাইড্রেটের সঙ্গে পর্যাপ্ত ফাইবার (সবজি) এবং প্রোটিন (ডাল বা মাংস) একসঙ্গে রান্না করা হয়, তখন সেই খাবারের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স কমে যায়। এটি রক্তে শর্করার মাত্রা হঠাৎ বাড়তে দেয় না।

■ তাহলে, বিষয়টা হল এরকমই যে, ওয়ান-পট মিল কেবল রান্নার পদ্ধতি নয়, বরং এটি একটি আধুনিক জীবনদর্শন যেখানে স্বাদের সাথে আপস না করেও সুস্থ থাকা সম্ভব।

পুষ্টিবিজ্ঞানের ভাষায় একটি আদর্শ ‘ওয়ান-পট মিলে’ অনুপাত হওয়া উচিত নিম্নরূপ :

■ ৫০ শতাংশ সবজি
মরশুমি সবজি যেমন গাজর, বিনস, মটরশুঁটি, পালং শাক বা কুমড়ো।

■ ২৫ শতাংশ প্রোটিন
ডাল, পনির, সয়াবিন, ডিম, মাছের টুকরো বা মুরগির মাংস।

■ ২৫ শতাংশ কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট
ব্রাউন রাইস, ওটস, ডালিয়া, বাজরা (Millet) বা হাতে গড়া আটার ছোট টুকরো।

(এরপর ১৮ পাতায়)

অর্ধেক আকাশ
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
25 April, 2026 • Saturday • Page 18 || Website - www.jagobangla.in

‘ওয়ান-পট মিল’ ব্যস্ত জীবনের স্বাস্থ্য

(১৭ পাতার পর)

সময় ও শ্রমের সাশ্রয়

এই মুহূর্তে কিন্তু ওয়ান-পট মিলের সবথেকে বড় আকর্ষণ হল এর ‘মিনিমালিজম’। রান্নার পর এক গাদা বাসন মাজার ঝামেলা নেই। একটি পাত্র বা একটি কড়াই পরিষ্কার করলেই কাজ শেষ। তাছাড়া, সকালে একবারে অনেকটা ওয়ান-পট মিল রান্না করে রাখলে তা লাঞ্চ বক্স হিসেবে অফিসেও নিয়ে যাওয়া যায়। আবার রাতের ক্লান্তির পর মাত্র ১৫ মিনিটে প্রেশার কুকারে কিছু একটা বসিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নেওয়া যায়। তাহলে সেক্ষেত্রে অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর এবং সহজলভ্য ওয়ান-পট মিলের আইডিয়া হল :

ওটস ও মুগ ডালের রাজকীয় খিচুড়ি

কড়াইতে সামান্য জিরে ও তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে তাতে ফুলকপি, গাজর ও মটরশুঁটি অন্য যে কোনও সবজি দিয়ে হালকা নাড়াচাড়া করে নিন। এবার ধোয়া মুগ ডাল ও ওটস দিয়ে পরিমাণমতো জল ও হলুদ দিয়ে প্রেশার কুকারে দুটি সিটি দিন। নামানোর আগে সামান্য আদা বাটা ও কাঁচা লঙ্কা ছড়িয়ে দিন। এটি যেমন ফাইবার সমৃদ্ধ, তেমনই দীর্ঘক্ষণ পেট ভরিয়ে রাখে।

ভূমধ্যসাগরীয় চিকেন ও সবজির স্টু

যাঁরা ডায়েট নিয়ে সচেতন, তাঁদের জন্য এটি সেরা বিকল্প। প্রেসার কুকারে সামান্য অলিভ অয়েল বা মাখন দিয়ে তাতে রসুন কুচি ও পেঁয়াজ দিন। এরপর মুরগির মাংসের টুকরো এবং বড় করে কাটা পেঁপে, আলু, বিনস ও ব্রকলি দিন। গোলমরিচ ও নুন দিয়ে সামান্য জল ঢেলে ফুটিয়ে নিন। এই পাতলা স্টু শরীরে জলের ভারসাম্য রক্ষা করে এবং হজমে সহায়তা করে।

মেক্সিকান পনির ও কুইনোয়া বোল

যাঁরা নিরামিষাশি, তাঁরা কুইনোয়া বা লাল চালের সঙ্গে রাজমা, ভুট্টা এবং পনিরের কিউব মিশিয়ে রান্না করতে পারেন। এতে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্ল্যান্ট-বেসড প্রোটিন পাওয়া যায়। আর কুইনোয়া হল গ্লুটেন-মুক্ত ‘সুপারফুড’ যা উচ্চমানের প্রোটিন, নটি প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড-সহ ফাইবার, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন এবং ম্যাঙ্গানিজে সমৃদ্ধ।

চিকেন অ্যান্ড ভেজিটেবল স্টু

এখন সব ধরনের সবজি সারাবছর মেলে। সেই সব টাটকা সবজি যেমন গাজর, মটরশুঁটি, পেঁপে আর ফুলকপি বা বিন, ক্যাপসিকাম দিয়ে এই স্টু হতে পারে সেরা পুষ্টিকর খাবার। এটি হালকা খাবার হলেও পেট ভরিয়ে রাখে। গোলমরিচের ঝাল আর আদার রসে ঋতুপরিবর্তন বা এই হঠাৎ প্রবল আবার তুমুল ঝড় বৃষ্টির আবহাওয়ায় শরীরকে সুরক্ষিত রাখে।

পাঁচমেশালি সবজির ডালিয়া বা ওটস

খিচুড়ির বিকল্প হিসেবে ডালিয়া বা ওটস দারুণ। এটি ফাইবার সমৃদ্ধ এবং হজমেও সহজ। যারা স্বাস্থ্য সচেতন, তাঁদের জন্য এটি খুব ভাল। অল্প ঘি আর জিরে ফোড়ন দিয়ে ফুলকপি, গাজর, কড়াইশুঁটি আর বিনসের মতো যে কোনও পছন্দের সবজি দিয়ে তৈরি এই ডালিয়া বা ওটস কিন্তু একবেলার ফুল মিল যা সুপারহিট ওয়ান পট মিল।

থুকপা বা নাগা স্টাইল নুডলস স্যুপ

এক বাটি গরম স্যুপের মধ্যে নুডলস, চিকেন মিনস আর মনপসন্দ সবজি দেওয়া এক প্রোটিন বোওল যাকে বলে। এটি একাধারে স্যুপ ঠিকই তবে এটি মূল খাবারের কাজও করে। এতে থাকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন, প্রোটিন এবং ফাইবার থাকে বলে যা শরীর সুস্থ রাখার জন্য আদর্শ খাবার।

অতএব এভাবেই এক পাত্রে কেল্লা ফতে। পৃথিবী জোড়া খ্যাতি। ইতিহাস ও কনটেম্পোরারি সব পাতেই হিট।

একটি পাত্রে অল্প সময়ের মধ্যে নানারকম কিছু মিলেমিশে তৈরি হয় এক সুস্বাদু ব্যঞ্জন— এই হল ওয়ান-পট মিল অর্থাৎ এক বাসনে, এক আসনে, এক ব্যঞ্জনে কেল্লাফতে। তা চাল-ডালের মিশ্রণের খিচুড়ি থেকে শুরু করে, মাছ-মাংস-সবজি দেওয়া স্টু-ও হতে পারে। অর্থাৎ পরিবারের সবাই মিলে একসঙ্গে বসে খাওয়া। এর মধ্যে সময়, অর্থ— দুই বিষয়েরই যেমন সঞ্চয় আছে, আবার মেলামেশারও আনন্দ রয়েছে। সে খাবারের উপকরণই বলুন বা একসঙ্গে সবাই বসে খাওয়ার কথাই বলুন।

ওয়ান-পট মিলের ট্রিকস অ্যান্ড টিপস

অতিরিক্ত সেদ্ধ করবেন না

- সবজি যদি একদম গলে থকথকে হয়ে যায়, তবে তার স্বাদ ও গুণ দুই-ই কমে।
- সাদা চাল ও ময়দা এড়িয়ে চলুন। ওয়ান-পট মিলের মূল উদ্দেশ্যই হল স্বাস্থ্য। তাই সাদা চালের বদলে ব্রাউন রাইস বা লাল চাল এবং ময়দার পাস্তার বদলে হোল-হুইট পাস্তা ব্যবহার করার চেষ্টা করুন।

মশলার সঠিক ব্যবহার

- বাজার-চলতি কেনা মশলার বদলে ঘরে তৈরি জিরে গুঁড়ো বা ধনে গুঁড়ো ব্যবহার করুন।
- সুস্থ থাকা মানেই যে সাধাসিধে বা বিস্বাদ খাবার খাওয়া— এই ধারণা এখন সেকেলে। ‘ওয়ান-পট মিল’ আমাদের শেখায় কীভাবে অল্প পরিশ্রমে রাজকীয় পুষ্টি পাওয়া সম্ভব। আপনি ছাত্র হোন, চাকুরিজীবী কিংবা গৃহবধূ— নিজের ডায়েটে অন্তত একবেলা এই ‘অল-ইন-ওয়ান’ খাবারটি অন্তর্ভুক্ত করুন। মনে রাখবেন, রান্নাঘরের পরিশ্রম কমানো মানেই নিজের জন্য একটু বেশি সময় বের করা। আর সেই সময়টুকু আপনি ব্যয় করতে পারেন শরীরচর্চা বা নিজের প্রিয় কোনও শখের কাজে।

সাতদিনের সাতটি ওয়ান-পট মিল-সহ একটি সম্ভাব্য ডায়েট চার্ট

সোমবার
সকাল : টক দই, ওটস এবং কিছু আমন্ড।
দুপুর (ওয়ান-পট মিল) : সবজি ডালিয়া খিচুড়ি (প্রচুর গাজর, বিনস ও মুগ ডাল দিয়ে তৈরি)।
বিকেল : এক কাপ লিকার চা ও দুটি পাতলা বিস্কুট।
রাত : দুটি আটার রুটি ও এক বাটি হালকা সবজি তরকারি।

মঙ্গলবার
সকাল : একটি সেদ্ধ ডিম এবং একটি কলা।
দুপুর : ভাতের সঙ্গে মাছের ঝোল ও সবজি।
বিকেল : এক মুঠো ভাজা মাখনা বা মুড়ি।
রাত (ওয়ান-পট মিল) : চিকেন ও সবজি স্টু (পেঁপে, আলু, গাজর ও মুরগির মাংসের পাতলা ঝোল)।

বুধবার
সকাল : ছাতুর শরবত (লেবু ও বিটনুন দিয়ে)।
দুপুর (ওয়ান-পট মিল) : সবজি পোলাও বা তেহরি (গোবিন্দভোগ বা বাসমতি চালের বদলে ব্রাউন রাইস ব্যবহার করলে ভালো, সাথে সয়াবিন ও মটরশুঁটি)।
বিকেল : একটি আপেল বা সিজনাল ফল।
রাত : দুটি রুটি ও এক বাটি ডাল।

বৃহস্পতিবার
সকাল : পনির স্যান্ডউইচ (ব্রাউন ব্রেড দিয়ে)।
দুপুর : ভাত, ডাল ও আলু-পোস্ত বা সবজি ভাজা।
বিকেল : গ্রিন টি ও ৪-৫টি আখরোট।
রাত (ওয়ান-পট মিল) : পনির ও মটরশুঁটি দিয়ে ওটস খিচুড়ি (এটি অত্যন্ত সহজপাচ্য)।

শুক্রবার
সকাল : চিঁড়ের পোলাও (বাদাম ও সবজি দিয়ে)।
দুপুর (ওয়ান-পট মিল) : সবজি ও ডাল দিয়ে বাজরা (Millet) খিচুড়ি (বাজরা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী)।
বিকেল : এক বাটি শসা ও টমেটোর স্যালাড।
রাত : রুটি ও এক টুকরো মাছ বা পনিরের তরকারি।

শনিবার
সকাল : দুধ-কর্নফ্লেক্স বা দুধ-মুসলি।
দুপুর : ভাতের সাথে ডিমের ডালনা ও ডাল।
বিকেল : অঙ্কুরিত ছোলা বা মুগ কলাই (পেঁয়াজ, লঙ্কা দিয়ে মাখা)।
রাত (ওয়ান পট মিল) : হোল হুইট পাস্তা বা দলিয়া উপমা (প্রচুর রঙিন সবজি ও পনিরের টুকরো দিয়ে)।

রবিবার
সকাল : আটার লুচি (খুব কম তেলে ভাজা) এবং সাদা আলুর দম।
দুপুর (ওয়ান-পট মিল) : বাঙালি স্টাইল মাছের মাথা দিয়ে মুড়িঘণ্ট বা মাছ-সবজির ঝোল ভাত (সব উপকরণ একসাথে প্রেশারে দিয়ে করা যায়)।
বিকেল : এক কাপ চা ও সামান্য চানাচুর বা বাদাম।
রাত : হালকা মুড়ি মাখা বা শুধু এক গ্লাস গরম দুধ।

প্রয়োজনীয় তথ্য

প্রোটিন

- প্রতিটি ওয়ান-পট মিলেই যেন প্রোটিন (ডাল, ডিম, মাছ, পনির বা সয়াবিন) থাকে তা নিশ্চিত করবেন।
- রান্নায় সরষের তেল বা অলিভ অয়েল অল্প পরিমাণে ব্যবহার করুন।
- চিনি বা অতিরিক্ত মিষ্টি জাতীয় খাবার এড়িয়ে চলাই ভালো।
- দিনে অন্তত ৩ লিটার জল পান করতে ভুলবেন না।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

25 April, 2026 • Saturday • Page 19 || Website - www.jagobangla.in

১৯
২৫ এপ্রিল ২০২৬
শনিবার

অধ্যবসায়ই সাফল্য

ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা প্রফেসর হওয়াই এখন তরুণ প্রজন্মের মোক্ষ নয়। বদলেছে যুগ, তৈরি হয়েছে পড়াশুনোর বা অ্যাকাডেমিক কেরিয়ারের বাইরে নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ। তাই স্কুলের তথাকথিত ব্যাক বেঞ্চার্সও নিজের পছন্দের ফিল্ডে হয়ে উঠছে সেরা। বিশেষ করে খেলাধুলোর জগতে আসছে অভাবনীয় সাফল্য। এর জন্য জরুরি বাবা-মায়ের সমর্থন, যত্ন এবং প্রস্তুতি। কিছু সাফল্যের কাহিনির সঙ্গে রইল সেই প্রস্তুতির নানান পরামর্শ। লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

জীবন মানে যেমন সাফল্য, ব্যর্থতার খুনসুটি তেমনই আবার প্রতিযোগিতা মানেও হারজিতের কবাডি খেলা। যে কোনও মুহূর্তে যে কেউ ধরাশায়ী হয়ে যেতে পারে। কিন্তু জিতে যাওয়া বা হেরে যাওয়াটা বড় কথা নয় আসল হল মাটিতে পড়ে গিয়েও ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়ানো অর্থাৎ বলিষ্ঠ প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব এবং যে কোনও ফলাফলকে সহজভাবে গ্রহণ করা। এই প্রসঙ্গের শুরু হোক গুটিকয়েক সাফল্যের কাহিনি দিয়ে।

বৈশালী রমেশবাবু

বৈশালী রমেশবাবুর ভারতীয় দাবার জগতে উত্থান কোনও সিনেম্যাটিক গল্পের চেয়ে কিছু কম নয়। সম্প্রতি বৈশালী জিতেছেন (FIDA) উইমেনস ক্যান্ডিডেট টুর্নামেন্টস ২০২৬। এবার তিনি মুখোমুখি হবেন বর্তমানের বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়ন ওয়েনজুনের। তাঁর বিরুদ্ধে খেলবেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যাচ। এ এক অভাবনীয় ঘটনা। ভারতীয় দাবা গ্র্যান্ডমাস্টার বৈশালী রমেশবাবু দাবার জগতে তাঁর অসাধারণ সাফল্যের মাধ্যমে সারা দেশের তরুণ প্রজন্মদের কাছে এক অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছেন। কে এই বৈশালী রমেশবাবু? বৈশালী জন্মেছিলেন সাধারণ এক পরিবারে। দুই ভাইবোনের মধ্যে বড়। ভাই প্রজ্ঞানন্দ। বৈশালীর ছোট থেকেই টেলিভিশনের প্রতি প্রবল আসক্ত। এই নেশা নিয়ে খুব চিন্তায় ছিলেন তাঁর বাবা রমেশ এবং মা নাগালক্ষ্মী। কী করে মেয়ের এই আসক্তি দূর করা যায়। তখন বৈশালীর বাবা রমেশ তাঁকে দাবা ক্লাসে ভর্তি করে দেন। দিদিকে দাবা খেলতে দেখে ভাই প্রজ্ঞানন্দও ভীষণ উৎসাহী হয়ে ওঠে দাবা খেলা শিখবে বলে। কিন্তু তাঁদের আর্থিক পরিস্থিতি দুর্বল হবার কারণে দু'জনকে দাবার প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং দাবাতে কেরিয়ার তৈরি করানো এবং তা শেষ পর্যন্ত টিকিয়ে রাখা বাবা রমেশের পক্ষে সম্ভব ছিল না। রমেশ শারীরিক ভাবে তাদের নিয়ে যেতে সক্ষম ছিলেন না ফলে তাঁর স্ত্রী একাই বৈশালীকে দাবা প্রশিক্ষণে নিয়ে যেতেন। দুটি সন্তানকে নিয়ে যাওয়া তাঁর স্ত্রীর পক্ষেও কঠিন হত। যদিও পরবর্তীতে ভাই প্রজ্ঞানন্দও একই পথে হাঁটে। ভাই-বোন দু'জনেই একই ফিল্ডে সাফল্য পান। কিন্তু বৈশালীর শুরুটা ছিল এইরকম। ২০১২ সালে ১১ বছর বয়সি বৈশালী স্লোভেনিয়ার মারিবোরে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-১২ বিশ্ব মহিলা দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে এক বিশাল মাইলফলক অর্জন করে। এই প্রতিযোগিতা তার জন্য ছিল খুব তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এটাই ছিল তার প্রথম বিশ্ব যুব প্রতিযোগিতা এবং প্রথমবারের ইউরোপ ভ্রমণও। তবে সেই অভিজ্ঞতার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া ছিল খুব কঠিন বিষয়।

কারণ ভারতের সঙ্গে সেখানকার সময়সীমার মধ্যে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার ফারাক থাকায় বেশ অসুবিধে হত। নিজের শরীর-মনকে মানিয়ে নেওয়া কষ্টকর হত। কিন্তু পরিবেশ, পরিস্থিতির বদলেও থেমে যাননি তিনি। বৈশালী বিশ্ব অনূর্ধ্ব-১২ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিটি গ্রহণ করেন স্বয়ং গ্যারি কাসপারভের কাছ থেকে। তিনি পরপর ২০১৫ এবং ২০১৬ সালে জাতীয় জুনিয়র বালিকা দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছিলেন। ২০১৬ সালেই বৈশালী মহিলা আন্তর্জাতিক মাস্টার (WIM) শিরোপা পান। ২০১৬ সালের অক্টোবরে তিনি ভারতে দ্বিতীয় এবং অনূর্ধ্ব-১৬ বালিকা খেলোয়াড়দের মধ্যে বিশ্বে ১২তম স্থান অধিকার করেন। ২০১৮ সালে একটি টুর্নামেন্টের পর মহিলা গ্র্যান্ডমাস্টার (WGM) হন। বৈশালী ২০২০-তে অনলাইন অলিম্পিয়াডে স্বর্ণপদক বিজয়ী দলের অংশ ছিলেন। এরপর একের পর এক প্রতিযোগিতা এবং পদক জয় চলতে থাকে তাঁর ২৪ বছরের জীবনে। এবার ৫ বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জু ওয়েনজুনের মুখোমুখি হতে চলা বৈশালী আরও আত্মবিশ্বাসী এবং অকুতোভয়। সবার লক্ষ্য তাঁর দিকে, তাঁর লক্ষ্য বিশ্বজয়।

প্রিশা গোয়েল

এ বছর থেকে ভারতের ইতিহাসে আরো একটি মেয়ে নাম উজ্জল হয়ে থাকবে তিনি হলেন প্রিশা গোয়েল। ২০২৬ সাউথ এশিয়ান ইউথ টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের অনূর্ধ্ব-১৯ -মহিলা বিভাগে ডবলসে স্বর্ণপদক পেয়েছেন প্রিশা। এই প্রতিযোগিতায় জয়লাভের সঙ্গে তিনি পেয়েছেন এশিয়ান গেমসের জন্য ভারতীয় দলের সঙ্গে যোগদানের ছাড়পত্র। সমগ্র দেশের কাছে এ এক বড় সুখবর। প্রিশার এই সাফল্যের আসল কান্ডারি তাঁর বাবা অমিত গোয়েল এবং তাঁর দুই কোচ অংশুল এবং নিকুঞ্জ গর্গ। এই সাফল্যের মুখ শুরুতেই দেখেনি প্রিশা। ২০১৬ সাল থেকে টেবিল টেনিস খেলা শুরু তাঁর। কয়েক মাস খেলার পরেই তিনি দেখেন তার সতীর্থরা সফল হচ্ছে কিন্তু প্রিশা কোনভাবেই ম্যাচ জিততে পারছিলেন না। তখন তাঁর মধ্যে একটা জেদ তৈরি হয় সে আরো প্রবলভাবে চেষ্টা শুরু করে। প্রিশার বাবা তাঁকে একটি পেশাদার টেবিল টেনিস র‍্যাকেট কিনে দেন। সাধারণ শখে খেলা এবং পদক জেতার জন্য খেলা দুইয়ের মধ্যে যে মানসিকতার তফাত এবং গুরুত্ব বাবা তাঁকে বোঝান। তাঁর খেলার প্রতি নিষ্ঠা দেখে কোচ নিকুঞ্জ গর্গ তাকে আরও উৎসাহিত করেন। টেবিল টেনিসের পাশাপাশি পড়াশোনাও প্রিশার কাছে ছিল সমান গুরুত্বপূর্ণ, তাই টুর্নামেন্টের ওপর নির্ভর করে, প্রশিক্ষণের একটা রুটিন করে সেই অনুযায়ী প্রতি সপ্তাহে ২-৩ দিন স্কুলে যেত প্রিশা। বাবা-মা-ই তাকে পড়াশোনা এবং প্রশিক্ষণের মধ্যে সময়ের ভারসাম্য রাখতে শিখিয়েছিল।

(এরপর ২০ পাতায়)

বৈশালী রমেশবাবু

প্রিশা গোয়েল

অর্ধেক আকাশ
25 April, 2026 • Saturday • Page 20 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অধ্যবসায়ই সাফল্য

(১৯ পাতার পর)

কারণ প্রথাগত পড়াশুনোর মূল্য হেলাফেলা করার বিষয় ছিল না। দিনে ৭-৮ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ এবং ২-৩ ঘণ্টা পড়াশুনো এইভাবেই চলে প্রিশার সাফল্যের লড়াই। তাঁর স্কুলের শিক্ষকেরাও এই বিষয় তাকে খুব সহযোগিতা করেন।

লক্ষ্য ছিল একটাই, সব জাতীয় টুর্নামেন্টে শীর্ষ চারে নিজের অবস্থান ধরে রাখা। ২০২২ সালের জানুয়ারিতে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ৫ নম্বরে ছিল প্রিশা। প্রিশা WTT ইউথ কনটেন্ডর ভেনেজুয়েলা ২০২৫ ঘরে তুলেছেন দু-দুটো স্বর্ণপদক। এই মুহূর্তে প্রিশা বিশ্বে ২৪ নম্বরে রয়েছেন।

সাফল্যের সিঁড়ি শৈশবেই

বৈশালী হন বা প্রিশা, সফলতার নয় আবেগকে পুঁজি করে প্রথম লড়াইটা শুরু হয় চেষ্টার। একটা সময় ছিল যখন সফলতার মাপকাঠি ছিল পড়াশুনো বা অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার। কিন্তু বদলেছে যুগ, বদলেছে মানসিকতা, তৈরি হয়েছে নতুন নতুন ক্ষেত্র, প্রতিযোগিতার এবং নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ। এখন পড়াশুনো বা স্কুল কলেজের পরীক্ষায় প্রথম হওয়া, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর বা আইটি প্রফেশনাল হওয়াই জীবনের মোক্ষ আর নেই। অপশন বেড়েছে পাশাপাশি বাবা মায়েরদের সন্তানদের নিয়ে চিন্তা অনেকটাই কমেছে। সেই কারণে স্কুলগুলোতেও অনেক বেড়েছে একস্ট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস। ছেলেমেয়েদের মধ্যেও বেড়েছে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব। ক্লাসের ব্যাক বেঞ্চার্সরাও তাই পড়াশুনোয় পিছিয়ে থেকেও নিজের পছন্দের ফিল্ডে সেরা ফল করছে। তাই ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই বহুমুখী মানসিকতার বিকাশ এবং যে কোন ফিল্ডে কিছু করে দেখানোর স্পৃহা গড়ে তোলা জরুরি ছোট থেকেই। আর সেই কাজটা করতে হবে সন্তানের বাবা এবং বিশেষ করে মাকে। কারণ জন্ম থেকেই একজন মা-ই সন্তানকে সবচেয়ে নাড়াঘাঁটা করে।

কীভাবে নেওয়াবেন সেই প্রস্তুতি

■ সন্তানের দক্ষতা চিনুন

পড়াশুনোর বাইরে ক্রীড়া বা অন্য, যে-কোনও ক্ষেত্রে সন্তানকে প্রস্তুত করতে পুষ্টিকর আহার বা পর্যাপ্ত ঘুমের বাইরে প্রথমেই জরুরি পরিবারের নিশ্চিন্ত সমর্থন। অনেক পরিবারই প্রথাগত কেরিয়ার ছাড়া অন্য কোনও ক্ষেত্রে সন্তানকে যেতে দিতে চান না বা শিশুর মধ্যে সম্ভাবনা থাকলেও তাকে গুরুত্ব দেন না। অ্যাকাডেমিক কেরিয়ারের বাইরে ভাবাটাও তাঁদের কাছে অমূলক। নিজের এবং সমাজের প্রত্যাশার বোঝা সন্তানের ওপর চাপিয়ে দেন। এটা করলে নিজের সন্তানের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সম্ভাবনার ক্ষতি করবেন নিজের অজান্তেই। সন্তানের স্কিল বা দক্ষতা বুঝে তাকে উৎসাহ দিন এবং সেই পথেই পরিচালিত করুন।

নিয়মে নিয়ে আসুন শুরু থেকেই

■ পর্যাপ্ত ঘুম

নিয়মানুবর্তিতা যে কোন সাফল্যের প্রথম ধাপ তাই সন্তানকে ডিসিপ্লিনড হতে শেখান। বয়স নির্বিশেষে কর্মক্ষমতাকে উন্নত করতে হলে রাতে ভালো ঘুম অপরিহার্য। সন্তান যেন প্রতিযোগিতার আগে সঠিক সময়ে ঘুমোতে যায়, তা নিশ্চিত করুন এবং তাদের একটি নিয়মিত ঘুমের রুটিনে অভ্যস্ত করার কথা ভাবুন, যাতে তাদের শরীর অ্যাক্টিভিটি করার আগে ঘুমোনোর সময়টাতেও অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

■ সুষম আহার

দাবা হোক বা টেবিল টেনিস, ভলিবল হোক বা সাঁতার প্রস্তুতির আর এক গুরুত্বপূর্ণ ধাপটি হল সুষম আহার। আপনার সন্তান কোন ধরনের ক্রীড়া নিয়ে এগতে চাইছে তার ওপর নির্ভর করে পুষ্টিবিদের পরামর্শে একটা খাদ্যতালিকা করে নিন। কোচ বা প্রশিক্ষক থাকলে তারা যে সব খাবারে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে সেগুলোতে অভ্যস্থ করান। নতুন খেলোয়াড়দের শারীরিক গঠন, বৃদ্ধি এবং পারফরম্যান্স ধরে রাখার জন্য সঠিক পুষ্টি অত্যন্ত জরুরি। তাঁদের খাবারে চর্বিহীন প্রোটিন, শস্যজাতীয় কার্বোহাইড্রেট এবং সবজি থাকবে। মোটামুটি ৫৫-৬০% কার্বোহাইড্রেট, যা প্রধান শক্তির উৎস। এটি শরীরে কাজ করার জন্য পেশিতে গ্লাইকোজেন জমা রাখে। এই তালিকায় রয়েছে ডালিয়া, ওটস, ব্রাউন রাইস, রুটি, আলু, এবং শাকসবজি ইত্যাদি, ১২-১৫% প্রোটিন যা পেশি মেরামত এবং বৃদ্ধির জন্য দুর্দান্ত।

এর মধ্যে রয়েছে ডিম, মাছ, চর্বিহীন মাংস, পোল্ট্রি, ডাল, বাদাম ইত্যাদি এবং স্বাস্থ্যকর ফ্যাট এর মধ্যে থাকবে অ্যাভোকাডো, বাদাম, চিয়া বীজ এবং চর্বিযুক্ত মাছ যা মস্তিষ্কের বিকাশ ও শক্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

একইরকম রুটিন অনুসরণ

প্রতিটি প্রতিযোগিতার আগে একই রকম রুটিন অনুসরণ করলে তা মনকে শান্ত রাখতে এবং মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। একই ধরনর জলখাবার বা মিল খেতে দিন প্রতিটি প্রতিযোগিতার আগে। খাবারের সময়সূচিতে প্রথমে থাকবে হবে ব্রেকফাস্ট, প্রাক্ ব্যায়াম এবং ব্যয়াম। এটা একজন নতুন ক্রীড়াবিদের প্রস্তুতিপর্বের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাই জলখাবার কখনওই বাদ দেওয়া যাবে না। সকালে দিন ওটস, ডিম, ফল ও দুধের মতো পুষ্টিকর খাবার। প্রাক্ ব্যায়ামের ৩০-৬০ মিনিট আগে একটি কলা, ওটমিল বা হালকা স্ন্যাকস খাওয়া যেতে পারে, যা দ্রুত শক্তি দেবে। আর ব্যায়ামের পরে শরীর রিকভারি করার জন্য ব্যায়ামের ৩০-৬০ মিনিটের মধ্যে প্রোটিন এবং কার্বোহাইড্রেট সমৃদ্ধ খাবার যেমন— দই ও ফল, বা ডিমের অমলেট খাওয়া যেতে পারে।

জরুরি হাইড্রেশন

শরীর সচল রাখতে প্রচুর জল খেতে হবে অনুশীলনের প্রতি ঘণ্টার জন্য অতিরিক্ত ১ লিটার জল প্রয়োজন। অতিরিক্ত ঘামের মাধ্যমে যে খনিজ উপাদান বের হয়ে যায়, তা পূরণে স্পোর্টস ড্রিংকস খাওয়া যেতে পারে।

সন্তানের মানসিক চাপ কমানো

যে কোনও প্রতিযোগিতামূলক ফিল্ডের জন্য সন্তানকে তৈরি করতে হলে জরুরি মনের স্থিরতা। কারণ হার, জিত দুটোকেই সহজভাবে নেওয়া এবং ব্যর্থতা ভুলে নতুন করে লেগে পড়ার জন্য সবার আগে তাকে মানসিক চাপ কমানোর কৌশল শেখান। যেমন দিনের শুরু এবং শেষটা হোক গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া অর্থাৎ ডিপ ব্রিদিং-এর মাধ্যমে যা তার থেকে উত্তেজনা বা অ্যাংজাইটি প্রশমিত করবে।

এরপর মাসল রিল্যাক্সেশন বা পেশি শিথিলকরণ। যেটা করলে মানসিক চাপ অনেকটা রিলিজ হয়। মাইন্ডফুলনেস অর্থাৎ যা ঘটে গেছে তা নিয়ে চিন্তা না করে এই মুহূর্তের প্রস্তুতি নিয়ে ভাবতে শেখানো, ইতিবাচক আত্মকথন অর্থাৎ 'আমি এই ম্যাচের জন্য প্রস্তুত', আমি এই ম্যাচটি জিতব বা হেরে যেতে ভয় পাচ্ছি না' এই কথাগুলোকে আত্মস্থ করানো। এই মানসিক চাপ কমিয়ে মনকে প্রস্তুত করার প্রসিডিওর চলবে শুরুর দিন থেকেই।

অধ্যবসায় আসে ঐতিহাসিক সাফল্য

বৈশালী রমেশবাবু হোক বা প্রিশা গোয়েল তাঁরা এই অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন শুধুমাত্র বছরের পর বছরের ধৈর্য্য, নিষ্ঠা এবং অধ্যবসায়ের ফলে। হাল না ছেড়ে নিজেদের লক্ষ্যের জন্য চেষ্টা করে গেলে সব বাধা অতিক্রম করা যায় এবং ইতিহাস তৈরি হয়। তাই সামনে থেকে আসা হাজার বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা চালিয়ে যেতে সন্তানকে অনুপ্রাণিত করুন সবসময়।

ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নেওয়া

দাবা হোক বা অন্য যে কোনও প্রতিযোগিতা— প্রত্যেক ক্রীড়াবিদকেই হারের সম্মুখীন হতে হয়। তবে এর মানে এই নয় যে প্রতিযোগীকে হাল ছেড়ে দিতে হবে। বরং এর ঠিক উল্টোটা, হার হল আত্ম-প্রতিফলন এবং উন্নতির একটি উপলক্ষ। তাই এটা উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে ব্যর্থতা অনিবার্য যেটা তাকে আরও শক্তিশালী এবং আত্মবিশ্বাসী হতে সাহায্য করবে। আর এই উপলব্ধি সন্তানের মধ্যে গড়ে তুলবে তার মা, বাবা। অন্য সফল প্রতিযোগীর উদাহরণ দিন, কিন্তু ক্রমাগত তাঁর সঙ্গে তুলনা করে সন্তানের মধ্যে হীনমন্যতা তৈরি করবেন না।

বিনয়ী হতে শেখান

জনপ্রিয়তা ও সাফল্য এলে কখনওই যেন সন্তানের মনে কোনও অহঙ্কার না আসে। নিজের সাফল্যে প্রতি এমন মনোভাবই যে কোনও মানুষকে আগামীতে আরও বেশি সফলতার দিকে নিয়ে যায়। সাফল্য অর্জনের পরেও শ্রদ্ধাশীল, বিনয়ী ও নম্র থাকা আগামীর ভিত্তিপ্রস্তরকে মজবুত করে। তাই তাকে শান্ত, স্থির এবং বিনয়ী হতে শেখান।